



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 39 Issue ● 10 February, 2022, Thursday ● ২৭ মাঘ, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

তারলঙ্গের জন্য সংসদে বিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ০৯ ফেব্রুয়ারি।। ডারলঙদের আলাদা গোষ্ঠী হিসাবে পরিচয় দিতে সংসদে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিল পেশ করেছেন। দ্য কনস্টিটিউসন(সিডিউল্ড ট্রাইব) অর্ডার(অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২২ পেশ করেছেন তিনি। ডারলঙরা অনেকদিন ধরেই দাবি করে আসছিলেন যে তাদের যেন স্বতন্ত্র উপজাতি গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ডারলঙ মানুষেরা প্রধানত উত্তর ত্রিপুরায় থাকেন। ত্রিপুরায় ১৯ উপজাতি গোষ্ঠী আছে, তাদের উপ-গোষ্ঠীও আছে। এই বিলে ভারলঙদের একটি গোষ্ঠী হিসাবে দেখানো হচ্ছে। কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরি ছোট নাগপুর অঞ্চলের কুর্মী জনগোষ্ঠীকে তপশিলী উপজাতি হিসাবে

অন্তর্ভুক্ত করতে দাবি জানিয়েছেন। খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ

এক বছরেও মেডেল

পেলেন না পুরস্কৃতরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। এক বছর আগে

রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পেয়েছিলেন ত্রিপুরার ৬ অফিসার। এক বছর পর

এই বছরের ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদকের জন্য নতুন তালিকা

ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে ত্রিপুরারও ছিলেন ৭জন। কিন্তু গত বছরের

পুলিশ পদক প্রাপ্তদের কেউই এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির পুরস্কারস্বরূপ মেডেল

বা ট্রফি কিছুই পাননি। কবে নাগাদ তাদের পুরস্কার পাবেন তা নিয়ে

নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবেন না পুরস্কার বিজয়ীদের। ২০২০ সালে

রাজ্য পুলিশের অসামান্য অবদানের জন্য থানাস্তরের ৬ অফিসারকে

রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক দেওয়ার ঘোষণা হয়। ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস

উপলক্ষে গত বছরের ২৫ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পুরস্কারপ্রাপ্তদের

নাম ঘোষণা করে। এই তালিকায় ত্রিপুরা পুলিশের দুই ইন্সপেকটর, এক

এসআই-সহ তিন এএসআই ছিলেন। এরা হলেন ইনসপেকটর কেশব

হরি জমাতিয়া, ইনসপেকটর সিদ্ধার্থ শঙ্কর কর, এসআই গণেশ চন্দ্র দেব,

এএসআই পরিমল দাস, এএসআই হরিপদ ভৌমিক এবং এএসআই কৃপাময়

চাকমা। পুরস্কার পাওয়ার কথা গত বছরই ২৫ এবং ২৬ জানুয়ারি বিভিন্ন

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এর ফলে রাজ্যের প্রায় সবারই জানা হয়ে

যায় কারা কারা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন। কিন্তু এক বছর কেটে গেলেও

পুরস্কারস্বরূপ মেডেল এই ৬ জনের মধ্যে কারোর গলায় ঝুলেনি। এবছর

নতুন তালিকাও আবার ঘোষণা করা হয়ে গেছে। কিন্তু ২০২০ সালের

জন্য পুরস্কৃতরা এখনও পর্যন্ত তাদের প্রাপ্ত মেডেল বা ট্রফি কিছুই পাননি।

এনিয়ে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পুলিশমহলেও। এবছরের ২৬ জানুয়ারি

আগরতলায় আসাম রাইফেল ময়দানে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক প্রাপ্তদের

হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্তদের দুই

বছর পর ট্রফি এবং মেডেল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই তালিকায় গত

বছরের রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক প্রাপ্তদের কারোর নাম ছিল না। এই কারণে

পুরস্কার প্রাপ্তদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠরা রীতিমতো হতাশ। কবে নাগাদ

তাদের হাতে মেডেল বা ট্রফি তুলে দেওয়া হবে 🛭 এরপর দুইয়ের পাতায়

স্তবের খোঁজেমুখ্য **প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯** নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। এই পাশাপাশি তার সমাধান করা সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্ভবপর হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মতবিনিময়ের সময় যারা ফোন

করবেন তাদের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহ শোনা, বিনয়পূর্বক ব্যবহার ও কিভাবে দ্রুততার সঙ্গে সেই সমস্যার সমাধানে ভূমিকা নেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে নির্দেশ দেন

পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৪১ জন অভিযোগগুলি এই পরিষেবার সঙ্গে যারা যুক্ত হেল্পলাইনের মাধ্যমে নথিভুক্ত রয়েছেন তারা মানুষের করেন। পরে অভিযোগগুলি অভিযোগগুলি কতটা বিনয় ও পৃথকীকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করছেন



মুখ্যমন্ত্রী। মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ, অবৈধ নেশা, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, কৃষক কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলির প্রতি আরও এরপর দুইয়ের পাতায়

অভিযোগকারী ব্যক্তি নথিভুক্ত লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শন। তার পাশাপাশি কোন্ ধরনের অভিযোগ বেশি আসে এবং কোন্ দফতর অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দ্রুততার সাথে কাজ করছে সেটাও পর্যবেক্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিষেবার

অলক। তাছাডাও চিঠির প্রতিলিপি

পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের

মহানির্দেশক, বিধানসভার সচিব

থেকে শুরু করে খোদ রাজ্যপালের

সচিব সহ সমস্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের

সচিবের কাছেও। নতুন নির্দেশিকা

মোতাবেক যেকোনও প্রেক্ষাগৃহের

অনুষ্ঠান বা বৈঠক আয়োজন করতে

গেলে প্রেক্ষাগৃহের আসন সংখ্যার

৫০ শতাংশতে দর্শক বসতে

পারবেন। এই নিয়মটিও ইতিমধ্যেই

সরকার ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের

দারা ভেঙেছে। নামকাওয়াস্তে

একটি কপি পেস্ট কাগজে স্বাক্ষর

করাই এখন কোভিড বিধির

গাইডলাইন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনা

পর্যালোচনা করে কোভিড বিধি

কোথায়, কিভাবে কতটা পাল্টানো

দরকার, তা নিয়ে একটি শব্দও ব্যয়

করে না দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি

আধিকারিকরা। একের পর এক

করোনা নির্দেশিকা প্রকাশিত

হয়েছে শুধ কপি পেস্ট ফর্মলায়।

নতুন নির্দেশিকাতেও সরকারি

অনুষ্ঠান আয়োজনে নিয়ম বেঁধে

দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে

হাস্যকর বিষয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে

রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা

পর্যন্ত করোনা কারফিউ দেওয়ার

কোনও মানে নেই। এভাবে যদি

করোনা কারফিউ'র গাইডলাইন

শুধুমাত্র স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশ করার

জন্যেই প্রকাশ করা হয়, তাতে কার

লাভ ? • এরপর দুইয়ের পাতায়

পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। বিষয়টির সমাধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সম্ভষ্ট হলেই অভিযোগের নিষ্পত্তি এরমধ্যে অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।এর ফলে হেল্পলাইন নম্বর ও ইআরএসএস পরিষেবা। ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত ঘরে বসেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রাস্ত অভিযোগের ৮০ শতাংশের বেশি থেকে সহজে অভিযোগ গ্রহণের এরপর দুইয়ের পাতায়

পাঁচটা পর্যস্ত। পৃথিবীর কোন্

বিজ্ঞান রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ

কর্তাব্যক্তিকে এমন একটি

সময়কালের জন্য নাইট কারফিউ

জারি করার পাঠ দিয়েছেন, তা

বোঝা মুশকিল। এই নির্দেশিকাটি

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই

এদিন জনে জনে হাসির রোল

উঠেছে। শহরে প্রতিদিন যেভাবে

বাজার-পথ-ঘাট-অফিস-কাছারি

সহ বিভিন্ন জায়গায় ভিড জমান,

সকাল-বিকাল করছেন — তাতে

এরকম একটি সময়কালের জন্য

নাইট কারফিউ জারি করার কি

মানে? প্রশ্ন উঠছে, ইচ্ছা করেই

সরকারের ভাবমূর্তি রুগ্ন করছেন

স্বাস্থ্য দফতরের কয়েকজন

আধিকারিক? নাকি এর পেছনে

শুধুই মহাকরণের প্রশাসনিক

কর্তাব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত কাজ করে ?

নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে,

বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে এখন নির্দিষ্ট

সংখ্যা মেনে নিমন্ত্রণ করতে হবে,

এমনটা নয়। কোভিড বিধি মেনে

যতজনকে খুশি নিমন্ত্রণ করতে

পারবেন একেকটি পরিবার। চিঠিটি

স্বাক্ষর করে সমস্ত জেলা শাসক.

প্রধান সচিব, সচিব, বিশেষ

আধিকারিকরাই

হাজারো

এগ্জিকিউটিভ কমিটি তার যেভাবে মাস্কের নিয়ম খোদ মন্ত্রী,

A. Corona Night Curfew is imposed throughout the State from 11 PM to 5 AM.

দশটা থেকে পরের দিন ভোর সচিবদের পাঠিয়ে দিয়েছেন শ্রী

ফেব্রুয়ারি।। নাগরিকদের বিভিন্ন

সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে

রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে

মুখ্যমন্ত্রী হেল্পলাইন নম্বর ১৯০৫।

আজ ইন্দ্রনগর আইটি ভবনে

মুখ্যমন্ত্ৰী হেল্পলাইন -১৯০৫ ও

ইআরএসএস পরিষেবার সাথে যুক্ত

কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তার

আগে পরিষেবা প্রদানকারী বিভিন্ন

বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং

পরিষেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে

খোঁজ নেন। পরিদর্শনকালে

মুখ্যমন্ত্রী হেল্পলাইন থেকে পরিষেবা

গ্রহণকারীদের কয়েকজনের সঙ্গে

সরাসরি কথা বলে তাদের সমস্যা

সম্পর্কে অবহিত হন মুখ্যমন্ত্রী।

পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

জনগণের বিভিন্ন সমস্যা থাকে।

এগুলি লাঘব করার লক্ষ্যে বিভিন্ন

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। বড়জলায় সরকারি জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন বেসরকারি লোক। সেই জমিতে পোস্ট অফিসও রয়েছে। জেলা শাসকের কাছে দল বেঁধে অভিযোগ জানিয়েছেন বড়জলার মানুষ। জমি নিয়ে মাফিয়াবাজি প্রচন্ড বেড়ে গেছে, দিন কয়েক আগে এই কাগজেই বেরিয়েছিল, ছোট নেতা ও মণ্ডল নেতা'র মধ্যে জমির টাকা নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়ার টেলিফোনিক কথোপকথন। বড়জলায় উঠতি গেরুয়া নেতা পিন্টু আচার্য'র বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে পশ্চিম জেলা শাসক'র কাছে, সদর মহকুমা

মাফিয়া বেচছে

সরকারি জায়গা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

শাসককেও দেওয়া হয়েছে সেই চিঠি, চিঠি গেছে তহশিলদারের কাছেও। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে পিন্টু দেড় কানি সরকারি জায়গা বিক্রি করার ব্যবস্থা করছে। জমি বিক্রি হবে জমির দালালদের কাছে। সেই দেড়কানি জায়গায় আছে পোস্ট অফিস। পোস্ট অফিসটি সেখানে প্রায় আধা শতাব্দী ধরে আছে। যদি জমি বিক্রি হয়ে যায়, পোস্ট অফিসটি সেখান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। শুধু

রাজ্যেই নয়, নির্দেশিকাটি জারি

হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমের

হাত ধরেই দেশের নানা প্রান্তেই এর

কার্যকরিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু

করেছে। বুধবার রাজস্ব দফতরের

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা অথরিটির

তরফে করোনা বিষয়ক এক

নির্দেশিকা জারি হয়। তাতে রাজ্যের

মুখ্যসচিব তথা দুর্যোগ মোকাবিলা

অথরিটির রাজ্যভিত্তিক যে

করেন। সেই নির্দেশিকায় বলা

হয়েছে, আগামী ১১ তারিখ থেকে

২০ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে করোনা

বিষয়ক মোট ১৩টি 'নিয়ম' মেনে

চলতে হবে। বাস্তবে ওই ১৩টি

নিয়মের একটিও মানা হয় না। কিন্তু

নিয়ম করে রাজস্ব দফতরের একটি

নির্দিষ্ট ফাইল থেকে প্রতি ১০/১৫

দিন অন্তর করোনা গাইডলাইন

বিষয়ক নির্দেশিকাটি স্বাক্ষরিত হয়।

কুমার অলক নতুন নির্দেশিকায়

স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, রাজ্যজড়ে

উপরে উল্লেখিত তারিখকালে রাত

এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত

নাইট কারফিউ জারি থাকবে। এর

আগের নির্দেশিকায় নাইট

কারফিউ'র সময়সীমা ছিলো রাত

হয়, তাও বিনা পোশাকে, তা

এককথায় সভ্য সমাজের জন্য

কলক্ষ। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই

চেয়ারম্যান কুমার অলক স্বাক্ষর সরকারি

কারো মার্চ মাস কারো সর্বনাশ

মার্চ মাস ত্রিপুরা বিজেপি'র জন্য এক ক্রান্তিকাল হয়ে সামনে আসছে। বিজেপির দুই বিক্ষুব্ধ বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ আর আশিস কুমার সাহা বিধায়ক পদ ছেড়ে দিল্লি গিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর ত্রিপুরায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। আগরতলায় যে কংগ্রেস ভবনে এতোদিন বাতি জ্বালানোর কেউ ছিলো না সেই বাড়িতে জ্বলল হাজার বাতি, পুড়লো আতশবাজি। পুরো বাড়ির আঙ্গিনায় বসেছে নো পার্কিং বোর্ড। নির্মম সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েও শুরু হয়ে গেছে শঙ্কা, প্রশ্ন। বিশেষ করে একজন মন্ত্রী যখন অভয় দিচ্ছেন, আশঙ্কা নেই। সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েও কোনও প্রশ্ন নেই তখন সাধারণ্যে প্রশ্ন তো উঠবেই। নানান জটিল সমীকরণ আর রাজনৈতিক সংখ্যার হিজিবিজিতে সরকারি অফিস থেকে চায়ের দোকান, প্রাতঃভ্রমণের উদ্যান থেকে রাজপথের জটলা সবই ঘোলাটে। দিল্লিতে সুদীপবাবুদের কংগ্রেসে যোগদানের দিনেই আগরতলায় সিপিআইএম সম্পাদক জীতেন চৌধুরী বললেন, ''ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নতুন হাওয়া বইছে। প্রতিকূলতার মধ্যেও তৈরি হচ্ছে অনুকূল পরিস্থিতি। শুরু থেকেই শাসক দলের ভেতরে রক্তক্ষরণ চলছে। ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হবে।" তাহলে কি সিপিআইএম অনাস্থা প্রস্তাব আনছে বলে যে হিসাব শোনা যায় তা সঠিক? আরও এক বড় প্রশ্ন উস্কে দিলেন কিন্তু জীতেন চৌধুরী। সুদীপবাবু আর আশিস সাহা যেদিন দিল্লিতে এআইসিসি ভবনে গিয়ে কংগ্রেসে ফেরার ঘোষণা দিলেন সেদিন বিজেপির আরও দুই বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল এবং বুর্বোমোহন ত্রিপুরা সোনিয়া, রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এলেন। তারা এখনও পদত্যাগ না করলেও সুদীপবাবুদের সঙ্গেই যে রয়েছেন এবং অনুসারী সেই ইঙ্গিত দিয়ে এসেছেন। ঘটনা যা দাঁড়াচ্ছে

বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত না-হয়ে 'পারুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে **পারুল প্রকিশিনা**-র বই কিনুন তাতে ১০ মার্চে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল হিসেবে ত্রিপুরার রাজনীতিতে অন্য ঝড় আনবে। পাঁচ রাজ্য বা উত্তরপ্রদেশের ভোটে বিজেপি জিতছে না এই হিসাব ধরেই কি পদত্যাগ করলেন সুদীপবাবুরা। হয়তো তাই। ক্ষেত্র যে অনেকটাই তৈরি সেই আভাস এদিন পাওয়া গেল বিপ্লব দেব মন্ত্রিসভার নতুন মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল'র কথায়। তার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোমবার। তাতে তিনি বলছেন, 'যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। মা ত্রিপুরেশ্বরী আগামী দিনেও যা করবেন ভালোই করবেন।' রামপ্রসাদ পাল একজন আদি বিজেপি হিসাবে বিপ্লব <mark>কুমার দেব'র সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে সুদীপবাবুদের সংস্কারবাদী বিধায়ব</mark> গোষ্ঠীতে এসে যান। সুদীপবাবুর চেয়েও বেশি শুনিয়েছেন বিপ্লব বিরোধী কথাবার্তা। সুদীপবাবুদের গোষ্ঠীকে দুর্বল করতে মাস চার আগের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে রামপ্রসাদ পালকে দমকল মন্ত্রী করেন। মন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম স্বভাবসুলভ তীর্যক মন্তব্য করলেন তিনি। তার এই দিনের কথা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না সুদীপবাবুদের অনুসারীর সংখ্যা বিজেপিতে বেশ বড়সড়। আবার কোন দিন সংস্কারবাদী গোষ্ঠীতে না থেকেও দিল্লিতে সুদীপবাবুদের আশেপাশে রয়েছেন সংঘের পুরোনো লোক হিসেবে পরিচিত বিজেপি বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা। আপাতত অদৃশ্য এই সংখ্যাটা কত হতে পারে এ নিয়ে অনেকের চোখেই ঘুম নেই। সিপিআইএম'র এক বিধায়কের মৃত্যু, এর আগে কালীঘাট ঘনিষ্ঠ আশিস দাস'র বহিষ্কার মিলিয়ে এই মুহুর্তে ৬০ আসনের ত্রিপুরা বিধানসভায় সদস্য সংখ্যা ৫৬। বিজেপির এক বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা আগেই বিজেপি ছেড়ে তিপ্রা মথায় যোগ দিয়েছেন। এই দলত্যাগ মৌখিক, কারণ, পদত্যাগের কাগজ গ্রহণ করার সাহস দেখাননি বিধানসভার অধ্যক্ষ। কারণ, মথা ভীতি। ফলে আট বিধায়কের ছোট শরিক আইপিএফটির সবাই অঘোষিতভাবে মথার বিধায়ক। এক বিধায়কের মৃত্যুর পর সিপিআইএম'র সদস্য 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রাখা হয়েছে। বিশালগড়ের

বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি।। অফিসটিলা অঞ্চলে বিকেলের সূর্য

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। অফিসেই মদের পার্টি হচ্ছে, করছেন পুলিশের লোকজন, তাও আবার গোয়েন্দা শাখার কর্মীরা। সাধারণ পুলিশকর্মী নয়, সাংবাদিকদের হাতেনাতে ধরা



কর্মীরা অফিসেই পার্টি করছেন মদের। • এরপর দুইয়ের পাতায়

পড়েছিলেন দুপুরবেলা খোয়াই মহকুমার এক বিডিও। যোগাযোগের জোরে তার কিছুই হয়নি। শান্তিরবাজার থানার সাথে সংযুক্ত স্পেশাল ব্রাঞ্চ'র কনেস্টবল সজন চৌধরীসহ অন্যান্যদের অফিসেই মদের পার্টি করা অভ্যাস। একটি ইউনিফর্ম সার্ভিসে শৃঙ্খলা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের

সমগ্র শিক্ষকদের টেট'র জালে

আটকানোর ফন্দি বুমেরাং!

স্বভাবতই ওই সব মামলায় একদিকে

যেমন চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের প্রতি

গ্রহণও করছে উচ্চ আদালত। জন্য এই ফাঁদ তৈরি করেছে। যা এর প যে, গত ৩ ফেব্রুয়ারি সমগ্রশিক্ষা প্রকল্পের রাজ্য মিশন অধিকর্তা তথা বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রন প্রত্যেক জেলা শিক্ষা আধিকারিককে এই মর্মে নির্দেশ জারি করে যে সমগ্রশিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত শিক্ষকদের টেট পরীক্ষায় বসার জন্য কোচিং দেবে দফতর। এরজন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে জরুর ভিত্তিতে কোচিংয়ে ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ সহ এর মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা রাজ্য দফতরে পাঠাতে হবে। ৩ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে এই নির্দেশ পেয়ে প্রত্যেক জেলা আধিকারিক যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করে এবং শিক্ষকদের ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করে। কিন্তু শিক্ষকরা বিশেষ করে ওই শিক্ষকদের সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দরা দফতরের এই অকস্মাৎ কোচিং দেওয়ার এই তোড়জোড়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই উদ্ধার করে আসল রহস্য। আর তা হল কোচিংয়ে জন্য শিক্ষকরা যে আবেদনপত্র জমা দেবে সেটাকে এরপর দুইয়ের পাতায় অনেক কসরত করেই শিক্ষকদের অস্ত্র

সরকারের বৈরিতাপূর্ণ মনোভাব স্পষ্ট হচ্ছে, অন্য দিকে পুনরায় উচ্চ আদালতে নাকানি-চুবানি খাওয়ার সম্ভাবনা যে তৈরি হয়েছে তা বিলক্ষণ টের পাচ্ছে সরকার পক্ষের আইনজ্ঞ আধিকারিকরা। আর তাই স্কীমকে চ্যালেঞ্জ করে সজল দেব'র দায়ের করা মামলায় আদালতের নির্দেশে ৫০ দিন সময় পেয়েও হলফনামা তৈরি করতে পারেনি দফতর। কিন্তু আগামী ১৪ মার্চের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার চুড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র'র বেঞ্চ। আর তাই ওই শিক্ষকদের টেটের জালে আবদ্ধ করে কিভাবে আদালতে মুখ রক্ষা করা যায় তার জন্য একটি

নতুন ফন্দি এঁটেছে শিক্ষা ভবন। কিন্তু শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই এই ফন্দি ধরে ফেলেছে। তাই দফতরের প্রবল চাপ সত্ত্বেও নতুন এই ফাঁদে পা দিচ্ছে না শিক্ষকরা। আর এতেই বানচাল হতে চলেছে এই অপকৌশল। শিক্ষাভবনের কর্তারা

শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত মামলায় মহামান্য উচ্চ আদালতের ঐতিহাসিক রায়ে কোথাও টেট-র উল্লেখ নেই। আর থাকার কথাও নয়, কারণ এই প্রকল্পে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের প্রায় সকলেই ২৩ আগস্ত, ২০১০ এর আগে নিয়োগকৃত বা ওই তারিখের আগে ঘোষিত শূন্যপদে নিয়োগপ্রাপ্ত। ফলে তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার আইন গ্রাহ্য হয় না। তাছাড়া ত্রিপুরা সরকার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টিআরবিটি গঠনই করেছে ২০১৬ সালে। ফলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। সমগ্র

শিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত চুক্তিবদা

আইনগত ভাবে ওই শিক্ষকদের কোনভাবেই টেটের জালে আটকানো সম্ভব নয়। ফলে উচ্চ আদালতের রায় কার্যকর করতে গিয়ে টেটকে হাতিয়ার করে সমগ্রশিক্ষা প্রকল্পের প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষকের জন্য সরকার বা দফতর যে বঞ্চনার স্কীম তৈরি করেছে সেই স্কীমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একের পর এক মামলা দায়ের হচ্ছে উচ্চ আদালতে। আর প্রতিটি মামলাই এরপর দুইয়ের পাতায় আদালত যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি - স্কুলের ভেতর পিস্তল উঁচিয়ে নেশা দ্রব্য বিক্রি করতে গিয়ে আটক এক নাবালক সহ দু'জন। নিরাপদ বলে কথিত উচ্চ আদালতের কাছে একটি স্কুলে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। ধৃতদের নেশা দ্রব্য সমেত গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এনসিসি থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে একজনের নাম শস্তু কুমার রায়। অন্য একজন ১৪ বছরের নাবালক। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের কাছে পিস্তল দেখলেও পুলিশ এই ঘটনায় কিছু বলতে নারাজ। এমনকি পিস্তল ছিল কিনা তা নিয়ে পুলিশ মন্তব্য করেনি। নেশা দ্রব্য বিক্রি করতে যাওয়ার অভিযোগ নেওয়া হয়েছে ধৃত দু'জনের বিরুদ্ধে। বুধবার এই ঘটনা ভগৎ সিং হিন্দি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে।

ছিলেন একাংশ। এদিনের এই ঘটনা

আদতে রাজ্যের সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবেই চিহ্নিত। গোলাঘাঁটির পালপাড়া অঞ্চলের মহিলা এবং

বিশালগড়ের অফিসটিলা অঞ্চলের

এক তরুণকে এদিন যখন বিবস্ত্র

করে গাছে ঝুলিয়ে এলাকাবাসী

তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠে, তখন

কার্যত দেশের আজাদি কা অমৃত

মহোৎসব এবং রাজ্যের পূর্ণরাজ্য

দিবস



ছিঃ রব উঠেছে স্বরাষ্ট্র দফতরের ভূমিকা, উক্ত এলাকাবাসীর দাদাগিরি এবং সার্বিকভাবে প্রশাসনের ব্যর্থতার উপর। শুধু গাছে বেঁধে রাখাই নয়, উলঙ্গ দুই নারী-পুরুংষের ছবি নিজেদের মোবাইলে বন্দি করতেও ব্যস্ত

ওই মহকুমারই রাঙ্গাপানিয়া অঞ্চলের নারকীয় একটি ঘটনা। অনেকের মনে পড়েছে টাটা কালীবাড়ির ঘটনাটিও। কিন্তু সমস্ত বর্বরতাকে ছাপিয়ে এদিন একটি গাছের মধ্যে যেভাবে চল্লিশ বছর বয়সী এক মহিলা এবং বিয়াল্লিশ

ডুবে যাওয়ার পর যখন ঘটনাটি

ঘটছে, তখন আসলে একে একে

সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলে ভেসে উঠেছে দিকে দিকে নিন্দার ঝড় বইছে। ছিঃ

সামনেই 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'। হাতে-গোনা আর কয়েকদিন বাকি। মঞ্চে বিজ্ঞ মন্ত্রী এবং নেতারা ভাষণ রাখতে গিয়ে নারীদের সমান অধিকার এবং অর্ধেক আকাশের গল্প শোনাবেন। কিন্তু বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যের ইতিহাসে যে ঘটনাটি ঘটে গেলো, তা আগামী কয়েকশো নারী দিবসের ভাবনাকে কালিমালিপ্ত করে রাখবে। দেশ যখন স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্যাপনের ভাবনা নিয়ে দিকে দিকে তেরঙ্গার বৈভব বিছিয়ে রেখেছে, এই রাজ্য যখন পূর্ণরাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন করছে, তখন কিছু কিছু ঘটনা দেশ এবং রাজ্যকে লজ্জায় মুখ লুকোতে বাধ্য করে। বুধবার বিশালগড়ের অফিসটিলা অঞ্চলে যে আদিম, নৃশংস এবং ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে গেলো তা নির্দ্ধিধায় রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে কার্যত তির ধনুকের সামনে এনে দাঁড় করায়। এদিন 'অবৈধ

পুরুষকে উলঙ্গ করে গাছে ঝুলিয়ে

প্রেম'-এর অপরাধে এক নারী এবং

সোজা সাপ্টা

জিতলে হিরো

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন নাকি কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেস দলের কাছে একটা অ্যাসিড টেস্ট। ঠিক একই ঘটনা বা একই ইস্যু হতে পারে ত্রিপুরায়। ২০২৩ ত্রিপুরা বিধানসভা ভোটের আগে ২০২২-এ যদি বেশ কিছু কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন হয় তাহলে বিষয়টি শাসক বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেস দলের কাছে এই উপ-নির্বাচন ২০২৩ বিধানসভা ভোটের অ্যাসিড টেস্ট হতে পারে। চার বছরে বিজেপি রাজ্যে কতটা শক্তিশালী রয়েছে তা যেমন উপ-নির্বাচনে বোঝা যাবে তেমনি সুদীপ-রা কংগ্রেসে যাওয়ায় কংগ্রেস কতটা তৈরি হলো তা বোঝা যাবে। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের মানুষও কোন দিকে ঝুঁকে আছে তা বোঝা যেতে পারে উপ-নির্বাচনে। বিশেষ করে (যদি উপ-নির্বাচন হয় তাহলে) আগরতলা কেন্দ্র ও বড়দোয়ালি কেন্দ্রে। বিজেপি-র সামনে অবশ্য বেশি চ্যালেঞ্জ কেননা কেন্দ্রে এবং রাজ্যে দল ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও দলের দুই বিধায়ক দল ছেড়ে কংগ্রেসে গেছেন। এরাজ্যে শাসক দলের কোন নেতা তার বিধায়কের মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও অন্য দলে গেছেন তা এককথায় নজিরবিহীন। উপ-নির্বাচন অবশ্য সুদীপ, আশিস-র জন্যও তাদের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম ঘটনা হতে পারে। জিতলে হিরো আর হারলে ২০২৩-এ কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসা হয়তো নাও হতে পারে।

আদালতে প্রতিবাদী অনিন্দিতার জয়

• আটের পাতার পর - বর্মণ। উচ্চ আদালতে তিনি জানান, ফেসবুকের পোস্টের সঙ্গে টিএমসি'র কোনও সম্পর্ক নেই। সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্তিগত মতামত রেখেছিলেন অনিন্দিতা। শুনানি চলাকালীনই ফেসবুকের পোস্ট ঘিরে সাময়িক বহিষ্ণারের নির্দেশ নিয়ে আলোচনা হয়। বেকায়দায় পড়ে সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশটি দু'দিনের মধ্যে তুলে নেওয়া হবে বলে আদালতে জানান টিএমসি'র আইনজীবী প্রদ্যোত ধর। তখন আদালতে উপস্থিত ছিলেন অনিন্দিতার বাবা অরুণ চন্দ্র ভৌমিকও। যদিও তিনি উচ্চ আদালতে কোনও মন্তব্য করেননি। আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণের সঙ্গে মামলায় অনিন্দিতার পক্ষে সওয়াল করেন সমরজিৎ ভৌমিক এবং কৌশিক নাথ। জানা গেছে, বিভাগীয় তদন্তের উপর চ্যালেঞ্জ করা মামলাটি নিয়ে এখনও উচ্চ আদালত কোনও রায় ঘোষণা করেনি। তবে সামাজিক মাধ্যমে অনিন্দিতার পোস্ট ঘিরে মামলাটি বাতিল হয়ে গেছে। উচ্চ আদালত বাক্স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছেন। এদিন শুনানি ঘোষণার পর সামাজিক মাধ্যমে আবারও নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অনিন্দিতা ভৌমিক। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন— উচ্চ আদালতের আদেশমূলে তার চাকরির সাসপেনশন নির্দেশ তুলে দেওয়া হয়েছে। তাকে অভিনন্দন জানিয়েও সামাজিক মাধ্যমে একাধিক পোস্ট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, অনিন্দিতাকে জব্দ করতে গিয়ে রাজ্য পুলিশ বেকায়দায় পড়েছিল। তার বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে পাল্টা পালিয়ে যেতে হয়েছিল দুই মহিলা পুলিশ কর্মীকে। এই ঘটনার পর এবার সামাজিক মাধ্যমে বাকৃস্বাধীনতা প্রকাশের জন্য তার পক্ষেই রায় গেলো। এই রায়ের ফলে সামাজিক মাধ্যমে নিজের মত প্রকাশে আরও স্বাধীনতা পেলেন বহু নাগরিক। একই সঙ্গে পিছিয়ে আসতে হলো টিএমসিকেও।

সীমান্তে গুলিবিদ্ধ দুই যুবক

• **আটের পাতার পর** - পাচারকারীরা বিএসএফ জওয়ানের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে। পাচারকারীদের আক্রমণের মুখে পড়ে বিএসএফ জওয়ান বাধ্য হয়ে রাবার বুলেট ছুড়েন। এই রাবার বুলেট দুই পাচারকারীর উপর লাগে। দু'জনকেই আহত অবস্থায় রহিমপুর বাজারে নেওয়া হয়। সেখান থেকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নিয়ে যায় এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দুই আহতকে পাঠিয়ে দেন জিবিপি হাসপাতালে। এই ঘটনায় সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি হয়। অন্যদিকে, রহিমপুর সীমান্তে এক বিএসএফ জওয়ানের রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠে। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পর এই রাইফেল উদ্ধার হয়। দু'মাস আগেও রহিমপুর সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে জখম হয়েছিল সাইফুল ইসলাম নামে এক যুবক। সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচারের সময় সংঘর্ষের ঘটনা বাড়ছে বলে অভিযোগ। এসব ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠছে। নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। পাচারকারীরা যে কারণে খুব দ্রুত বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠছে। তাদের কাছ থেকে কমিশন পেয়ে পুলিশ কোনও ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। জখম যুবকরা নিজেদের পাচারকারী বলে মানতে অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য, সীমান্তের কাছে ভোরে ব্রাশ করছিলেন। এমন সময় বিএসএফ গুলি ছুড়েছে।

মামলায় ডচ্চ আদালতের রায়

• আটের পাতার পর - দেবনাথকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাতে চার লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা না দিলে এক মাসের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে জেলা আদালতে গিয়েও মামলায় পরাজিত হন মানিক দেবনাথ। শেষ পর্যন্ত আইনজীবী বিপ্লব দেবনাথের সাহায্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে রিভিশন পিটিশন দাখিল করেন মানিক দেবনাথ। অন্যদিকে নারায়ণ চন্দ্র সাহাও একটি আবেদন জমা করেন উচ্চ আদালতে। এই আবেদনে নারায়ণবাবুর দাবি, তার থেকে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন মানিক। কিন্তু আদালত ৪ লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিতে বলেছে। আইন অনুযায়ী এই টাকার দ্বিগুণ তিনি পাওয়ার কথা। বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়ের কোর্টে মামলাটির শুনানি হয়। শুনানির পর রায় ঘোষণা করে আদালত। বিপ্লববাবুর দাবি, নারায়ণকে তার মক্কেল চেনেন না। তাকে কোনও চেকও দেননি। তার কাছ থেকে একটি চেক হারানো গিয়েছিল। এজন্য তিনি থানায় মামলার এক বছর আগেই একটি জিডি করেছিলেন। এছাড়া যে চেকটি বাউন্স হওয়ার কথা বলেছে এর মধ্যে স্বাক্ষরও মানিকের নয়। উচ্চ আদালতে মানিক দেবনাথের কাছ থেকে টাকা পাবেন এই ধরনের কোনও আইনত প্রমাণ জমা করতে পারেননি নারায়ণ চন্দ্র সাহা। মূলতঃ এই কারণেই উচ্চ আদালত চেক বাউন্স মামলা থেকে মানিককে খালাস করে দেয়। অন্যদিকে, নারায়ণ চন্দ্র সাহার আবেদনও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

বাইক চুরি

• আটের পাতার পর - পালিয়ে গেছে চোর। চোরের মাথায় হেলমেটও ছিল না। অথচ হেলমেট বিহীন বাইক চালককে দেখে কোথাও আটক পর্যন্ত করা হয়নি। এই ঘটনা ঘিরে পুলিশের উপরও ক্ষোভ বেড়েছে উপস্থিত সাংবাদিকদের। একদিন আগেই আগরতলায় তিনটি বাইক চুরির অভিযোগ জমা পড়েছে থানায়। একের পর এক বাইক চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ শহরবাসীরা।

ফেসবুক লাইভে

 ছয়ের পাতার পর অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে সে কথাও শুনেছি। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচিছ। রাজীবজির দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।" এর পরই উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নিশানা করে প্রিয়াঙ্কার মন্তব্য, "গোটা উত্তরপ্রদেশ জুড়ে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের এমনই হাল হচ্ছে। নোটবন্দি, জিএসটি এবং লকডাউনের জেরে তাঁদের অবস্থা তলানিতে এসে ঠেকেছে।"

সিবিআই'র নোটিশ

 ছয়ের পাতার পর করেননি বা ব্যখ্যা দেননি। গরু পাচার কাণ্ডের তদস্তে রাজ্য পুলিশের বেশ কয়েক জন কর্তা ও নিচু তলার কিছু ইন্সপেক্টরকে ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই ও ইডি। রাজ্যের এক মন্ত্রী এবং আইনজীবীকেও তলব করা হয়েছে।

অবক্ষয়ের শিকার শিশুকন্যা

 আটের পাতার পর - সেখানে ছটে আসে। নির্যাতিতার মায়ের তরফ থেকে মহিলা থানায় ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং পকসো অ্যাক্টের ৪ নং ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্তে নামে। অভিযুক্ত নুপেন্দ্র ঘোষকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। বুধবার ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ অভিযুক্তকে জেলা আদালতে পেশ করে। বর্তমানে নির্যাতিতা শিশুকন্যাটি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকাবাসী এবং নির্যাতিতার মা নূপেন্দ্র ঘোষের কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে রাজ্যে শিক্ষিতের হার বাডলেও সামাজিক অবক্ষয় কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে।

ব্যথার বিজ্ঞান

তবে সেগুলোতে ব্যথার কোনো খবর নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কিছু বিশেষ প্রকৃতির নিউরন আছে, যাদের বলা হয় গেটকিপার! এই নিউরনগুলো দারোয়ানের মতো পাহারা দেয়। কোন্ সংকেতকে মস্তিষ্কে পাঠানো হবে আর কোনটাকে পাঠানো যাবে না, সর্বক্ষণ সেটা নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা। দেখা গেল সরু স্নায়ুতন্তু ব্যথার খবর নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত মোটা স্নায়ুতন্তুরা যেতে পারছে না, যেহেতু তাদের দেওয়ার মতো কোনো খবর নেই! এখন আমরা যেটা করতে পারি, কোথাও আঘাত পেলে সঙ্গে সঙ্গেই এর আশপাশে হালকা চাপ প্রয়োগ করতে পারি। এতে করে কখনো কখনো ব্যথার খবর নিয়ে ছুটে চলা সরু স্নায়ুতন্তুগুলো গেটকিপারের কাছে আটকা পড়ে যায়, অন্যদিকে খবরহীন স্নায়ুতন্তুগুলো মস্তিষ্কে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যায়। তখন মস্তিষ্ক থেকে ফিরে আসা নির্দেশনায় আমরা আর ব্যথাটুকু অনুভব করার অবকাশ পাই না! **আমরা কি ব্যথার পরিমাণ করতে পারি** ? এটা কি আদৌ সম্ভব? তবে এটাকে সম্ভব করার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি।। ফের যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হলেন বাইক চালক। কল্যাণপুর থানাধীন উত্তর মহারানিপুরস্থিত চিত্রাইপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা। আহত চালকের নাম বিপুল দেববর্মা। এদিন সন্ধ্যায় বলেরো গাড়ির সাথে তার বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাইক চালক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন দমকল বাহিনীকে। তারা ঘটনাস্থলে এসে বিপুল দেববর্মাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরবতী সময় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সময় বিপুল দেববর্মা হেলমেট পরেননি। যে কারণে দুর্ঘটনায় তার গুরুতর আঘাত লেগেছে।

নয়া উত্তরপ্রদেশ গঠনের স্বপ্ন প্রিয়াঙ্কার নজরে

লখনউ, ৯ ফেব্রুয়ারি।। রাত পোহালেই উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট। লোকসভা নির্বাচনের আগে সবার নজর উত্তরপ্রদেশের দিকে। আর সেই নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই ইস্তেহার প্রকাশ করলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। বুধবার লখনউতে দাঁড়িয়ে ভোটের ঠিক আগের দিন এই ইস্তেহার প্রকাশ করলেন তিনি। মহিলাদের উন্নতি, কর্মসংস্থান থেকে ছোট ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও একাধিক যোজনার কথা বলা হয়েছে। কাৰ্যত নয়া উত্তরপ্রদেশের স্বপ্ন প্রিয়াঙ্কার ইস্তেহারে। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা এবার কার্যত ডান-বাম সবার কাছেই পাখির চোখ। তবে কংগ্রেসের ইস্তেহারে একাধিক প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার আসলে বিদ্যুৎ বিলে ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ২৫

পুরস্কৃতরা

 প্রথম পাতার পর নিশ্চিতভাবে তাদেরকে পুলিশ প্রশাসন থেকে এখনও জানানো হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকেও কেউ এনিয়ে তাদের কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি। পুলিশ সদর দফতরের একটি সত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত গত বছরের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপকদের মেডেল আসেনি। যে কারণে এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে তাদের হাতে ট্রফি বা পুরস্কার তুলে দেওয়া যায়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করলেও সাধারণত কেউ গিয়ে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিতে যেতে পারেন না। তাদের মেডেল বা ট্রফি রাজ্যগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই রাজ্য পুলিশের অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে ট্রফি এবং মেডেল তুলে দেওয়া হয়। কবে নাগাদ গত বছরের রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক প্রাপ্ত অফিসাররা মেডেল পাবেন তাই এখন দেখার।

মুখ্যমন্ত্ৰী

 প্রথম পাতার পর যত্নবান হতে ও গুরুত্বের ভিত্তিতে কাজ করার পরামর্শ দেন। তার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকার ঠিক কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করছে সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেও মখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন পরিষেবার সঙ্গে যক্ত কর্মী ও আধিকারিকগণ মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করেন এভাবে পরিষেবা গ্রহণকারীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি সমস্যার নির্মূলীকরণেও সাফল্য আসছে। এই মতবিনিময় কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান সচিব জে কে সিনহা, এডিজি পুনীত রস্তোগী, তথ্য প্রযুক্তি দফতরের সচিব পুনীত আগরওয়াল প্রমুখ।

 সাতের পাতার পর সুন্দর। যদিও সেই ওভারেই অ্যালেনকে আউট করেন সিরাজ। পরের ওভারেই ৩৪ রানের মাথায় হোসেনকে আউট করেন শার্দুল। ভাল ক্যাচ ধরেন পস্থ। তার পরে দেখা গেল ওডিয়েন স্মিথের ঝোড়ো ব্যাটিং। শুরু করলেন শার্দুলকে পর পর দুটি ছক্কা মেরে। যে ভাবে ব্যাট ঘোরাচ্ছিলেন তাতে দেখে মনে হচ্ছিল বাটের কাণায় লাগলেও বল মাঠের বাইরে চলে যাবে। কিন্তু ২৪ রানের মাথায় তিনি আউট হতেই ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ভারতের হয়ে ৯ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন প্রসিদ্ধ। শার্দুল পান ২ উইকেট।

হাজার টাকা এবং ২০ লাখ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৮ লাখ চাকরি মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত হবে। মুলত বেকার যুবক-যুবতিদের টার্গেট করতেই এহেন প্রতিশ্রুতি বলেই দাবি প্রিয়াঙ্কার ইস্তেহারে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এদিন জানিয়েছেন. যেকোনও ধরনের অসুখের ক্ষেত্রেই ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত সাহায্য করা হবে। গরুর গোবর দুই টাকা কিলোতে কেনা হবে। আগামিদিনে এগুলি সার কিনতে কাজে লাগানো হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, ছোট এবং মাঝারি ব্যবসা ব্যাপকভাবে

কংগ্রেস ক্ষমতায় আসলে এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা হবে। ছোট ক্লাস্টার বানিয়ে সাহায্য করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। একের পর এক ঘোষণা ইস্তেহারে। কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছে যে ক্ষমতায় আসলে তাঁরা আদিবাসী এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা পয়সাতেই পড়াশুনা করানো হবে। কেজি থেকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এদিন জানিয়েছেন স্কুল ফি কম করা হবে। দু'লক্ষ আসন তৈরি করা হবে। শিক্ষক এবং শিক্ষামিত্র

প্রভাবিত হয়েছে। সরকার এই নিয়মিত নিয়োগ করা হবে। বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা করেনি।তবে এছাড়াও উত্তর প্রদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন আনা হবে বলেও দাবি কংগ্রেসের। উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতায় কংগ্রেস আসলে ১০ দিনের মাথায় কৃষকদের লোনের বিষয়ে বড় ছাড় দেওয়া হবে। এমনটাই প্রতিশ্রুতি প্রিয়াঙ্কার। একই সঙ্গে প্রতিবন্ধী মানুষদের পেনশন বৃদ্ধি থেকে শুরু করে উদ্যোগপতিদের সাহায্য করা। একাধিক বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে প্রিয়াঙ্কার প্রতিশ্রুতিতে। এছাড়াও একাধিক মানুষের কল্যাণে যোজনা নিয়ে আসা হবে বলেও জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী।

খালেদা জিয়া বাংলাদেশের 'মাদার অব ডেমোক্রেসি'ঃ কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস

দেন। সংবাদ সম্মেলনে মির্জা বলেন,

মাছম বিল্লাহ, ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (সিএইচআরআইও) বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়াকে 'মাদার অব ডেমোক্রেসি' সম্মাননা দিয়েছে। ঢাকায় মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে কানাডার ওই সংগঠনের দেওয়া ক্রেস্ট ও সনদ সাংবাদিকদের দেখান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।পরে সন্ধ্যায় তিনি গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসায়

''আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই, কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, তারা গণতন্ত্রের প্রতি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অসামান্য অবদান এবং তিনি যে এখনো গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে কারাবরণ করছেন, অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দি অবস্থায় আছেন, এসব কারণে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশনেত্রীকে মাদার অব ডেমোক্রেসি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে।"দুই বছর কারাবাসের পর বিশেষ

শর্তেসাজা স্থগিত করে খালেদা জিয়াকে ২০২০ সালের ২৫ মার্চ সাময়িক মুক্তি দেয় সরকার। এরপর থেকে তিনি গুলশানের বাসায় আছেন। এর মধ্যে অসুস্থ হয়ে তিন দফা হাসপাতালেও যেতে হয়েছে তাকে। খালেদা জিয়া কারাগারে যাওয়ার পর থেকে বিএনপির নেতারা তাদের চেয়ারপার্সনকে বিভিন্ন সময়ে 'মাদার অব ডেমোক্রেসি' বলে আসছিলেন। মির্জা ফখরুলও বিভিন্ন সময়ে তার বক্তৃতায় তাদের নেত্রীকে ওই "গণতন্ত্রের

 প্রথম পাতার পর সংখ্যা ১৫। ৩৬ বিধায়কের বিজেপির এক বিধায়কের বহিষ্কার, দুই বিধায়কের দলত্যাগ, এরপর তাদের সংখ্যা রয়েছে ৩৩। ১০ মার্চে পাঁচ রাজ্যের ফলাফলের পর নিয়ম মাফিক ওই মাসেই বসছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন।রাজনৈতিক যে ধরনের ব্যাখ্যা চলছে তাতে ওই অধিবেশনে

সিপিআইএম যদি অনাস্থা আনে তাহলে সরকার সংকটের সম্মুখীন হতে পারে। এই মুহূর্তে দু'জনের পদত্যাগ, একজনের মৃত্যু, একজনকে বহিষ্কার এর ফলে বিধানসভায় আস্থা জিততে ম্যাজিক ফিগার হবে ২৯। বিজেপির একারই রয়েছে ৩৩। আইপিএফটি সঙ্গে না থাকলেও সংকটের কারণ নেই। কিন্তু

আইপিএফটি যদি ভোটাভূটি থেকে বিরত থেকে যায় এবং বিজেপির অন্যুন আরও চার বিধায়ক সুদীপবাবুদের অনুসারী হয়ে যান তাহলে ? যদিও সবই যদি কিন্তু তথাপিতে ভরা ! আবার বলা হয়ে থাকে রাজনীতিতে সবই সম্ভব। সব মিলিয়ে মার্চ মাস ত্রিপুরার রাজনীতিতে বড়ো জটিল, বিজেপি'র জন্য অগ্নিপরীক্ষার মাস।

স্মার্ট সিটির স্কুলে পিস্তল প্রদর্শন

 প্রথম পাতার পর আদালত থেকে সামান্য এগিয়ে এই সরকারি স্কুল। এই স্কুলে বেশিরভাগ ছাত্র আশপাশ এলাকার। গোয়ালাবস্তির বাসিন্দাদের সন্তানদের এখানেই পড়াতে পাঠানো হয়। জানা গেছে, স্কুলে শস্তু এবং তার এক সহযোগী নেশা দ্রব্য বিক্রি করছিল। তাদের প্রত্যক্ষদর্শীরা আটক করতে গেলেই পিস্তল বের করে নেয় শস্তু। পিস্তল উঁচিয়ে ভয় দেখাতে শুরু করে দেয়। এই আতঙ্কে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা খবর দেন এনসিসি থানায়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দু'জনকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে নেশা দ্রব্যও পায়। কিন্তু পিস্তল তাদের কাছে পায়নি বলেই পুলিশের দাবি। আবার প্রত্যক্ষদর্শী একজনের অভিযোগ, দু'জনকে আটক করার পরও কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে মোবাইলে কথা বলতে দেখা যায়। এরপরই থানায় নেওয়া হয় দুইজনকে। কিন্তু পিস্তল উদ্ধারের ঘটনা আর পুলিশের মুখে শোনা যায়নি। পিস্তলটি কোথায় গেছে তা নিয়ে রহস্য দেখা দিয়েছে। গোয়ালাবস্তি, খেজুরবাজান এলাকায় নেশা দ্রব্য বিক্রি অনেক বেড়েছে বলে অভিযোগ। প্রত্যেকদিন সকাল থেকেই এই এলাকায় নেশা দ্রব্য বিক্রির বড় আসর বসে। শহর এলাকায় বহু যুবক ভিড় জমাতে শুরু করেন এই এলাকায়। নেশা দ্রব্য কারবারিদের নজরে এখন পড়েছে খেজুরবাগানের ভগৎ সিং স্কুলের দিকে। এই স্কুলে গত কিছুদিন ধরেই নেশা দ্রব্য বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত হাতেনাতে ধরা হয় দু'জনকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে সহজেই পিস্তল এবং নেশা দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত বড় অভিযুক্তদের নাম বেরিয়ে আসবে বলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। এমনিতেই গোয়ালাবস্তি এলাকায় কয়েজন নেশা কারবারির হাতে পিস্তল আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। স্মার্ট সিটির পুলিশ মহাকরণের বাইরে রাস্তার পাশে বেশ কয়েকটি সিসি টিভির ক্যামেরায় এসব দেখতে পায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। দ্রুত নেশাদ্রব্য কারবারিদের বিরুদ্ধে পুলিশ ঘুস নেওয়া বন্ধ করে। অভিযান না করলে গোটা এলাকা দুষ্কৃতিদের দখলে চলে যাবে বলে দাবি স্থানীয় অনেকের।

শৃঙ্খলাহীন পুলিশ

হতে পারে তার আগাম সতর্কতা দেওয়া। গোয়েন্দা শাখা'র উপরেই নির্ভর করে নিরাপত্তা কতটা বজায় রাখতে পারবে পুলিশ, আইন-শৃঙ্খলা কতটা ঠিক থাকবে। সেই পুলিশ যে নিজের কাজ করছে না, তার স্বাক্ষর প্রতিদিনই আছে। প্রতিদিনই রাস্তায় লাশ উদ্ধার হচ্ছে রাজ্যে। নেশার কারবারে ছেয়ে গেছে,ছাত্রদের মধ্যেও মারণ নেশা দ্রুত ছড়িয়ে গেছে। পুলিশকে পুরোপুরি দলদাস বানানো হয়ে গেছে।পুলিশের সামনে বিরোধী রাজনৈতিক অফিস ভাঙা হয়, পত্রিকা অফিসে আগুন দেওয়া হয়, পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখে, কারণ আক্রমণকারীরা শাসক দলের নেতা-কর্মী ও তাদের বিরুদ্ধে কিছু না করার অলিখিত নির্দেশ রয়েছে পুলিশের প্রতি। বিরোধীদের ওপর আক্রমণ হলেও, ভিডিও-সহ প্রমাণ পুলিশের কাছে দিলেও আসামিরা ঘুরে বেড়ায়, এখানে-সেখানে প্রদীপও জ্বালান তারা।পুলিশকে অথর্ব করে দিতে দিতে পুলিশের পেশাদারিত্বই ঘুণে খেয়ে নিয়েছে। ইউনিফর্ম সার্ভিসকে দলীয় রাজনীতির স্বার্থে লাগানোর ফলে বাহিনীর মেরুদশুই ভেঙে গেছে। তার সাথে রেশন মানি ইত্যাদি নিয়ে নানা ক্ষোভ জমা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিতে নিতে পুলিশ তার নিজের কাজই ভুলে গেছে, এমনকী নিজেদের থানা আক্রান্ত হলেও কারও বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা নেই পুলিশের, ব্যর্থ পুলিশ হতাশও। মেরুদন্ডই ভেঙে গেছে, ফলে শৃঙ্খলা শিকেয় উঠেছে। শৃঙ্খলা শিকেয় না উঠলে অফিসেই মদের বোতল ও আনুসঙ্গিক জিনিস নিয়ে পুলিশ কর্মীরা বসতে পারেন না। পেশাদারিত্ব ভূলে যাওয়া, মেরুদন্ড বিকিয়ে দেওয়া পুলিশে জাঁকিয়ে বসেছে যেমন-খুশি-চল নীতি। আর তার খেসারত দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ঘর থেকে মাছ কিনতে যাওয়ার পথে খুন হয়ে যান ব্যবসায়ী। রাস্তায় লাশ পড়ে থাকে। সন্ত্রাসবাদীরা চাঁদার নোটিশ দিয়ে যায়। আগুনে পুড়ে পত্রিকা অফিস। খোয়াইয়ে এক বিডিও হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন লাঞ্চে মদ পান করতে করতে। যোগাযোগ তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কনস্টেবল সুজন চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হতেও পারে,তিনি অফিসার নন। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পুলিশকে দলীয় স্বার্থে উর্দি ভাড়া দেওয়া বন্ধ করতে হবে, আসামি ধরতে হবে,রাজনৈতিক পরিচয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে চলবে না।

বিদ্রুপ উপেক্ষা করেই কারফিউ

• প্রথম পাতার পর এই নির্দেশিকাটি সার্বিকভাবে প্রমাণ করে, করোনা বিষয়ক গাইডলাইন রূপায়ণের ক্ষেত্রে যেমন ব্যর্থ প্রশাসন, ঠিক একইভাবে ব্যর্থ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের ভূমিকা। রাত এগারোটা থেকে নাইট কারফিউ জারি করার পেছনে সত্যি যে কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে না, তা হাড়ে হাড়ে বোঝেন সকলে। কিন্তু সরকার বলে কথা! রাজ্যের জনগণের জন্যে যে নির্দেশিকাই প্রকাশ করুক সরকার, তা মানতে অনেকেই বাধ্য থাকেন। বাস্তবিক অর্থে এর যে কোনও গঠনমূলক দিগ্ ধরা পড়ে না, তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। করোনা নাইট কারফিউর মেয়াদ আরও ১০দিন বাড়ানো হয়েছে। সংক্রমণের হার ১'র নিচে নামলেও সরকার নাইট কারফিউর মেয়াদ ১০দিন বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে এই ১০দিন নাইট কারফিউর সময় হবে রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত। শীতের মধ্যে রাত ১১টার পর এমনিতেই রাজ্যের রাস্তাঘাট নিস্তব্ধ হয়ে যায়। দোকানপাটও বন্ধ থাকে। এই সময়ে নাইট কারফিউ দিয়ে রাখার যুক্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই এনিয়ে হাস্য কৌতুক মন্তব্যও করছেন সামাজিক মাধ্যমে। বুধবার মুখ্যসচিব কুমার অলকের স্বাক্ষরিত

নতুন নির্দেশিকাটি জারি করা হয়। করোনার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পর এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বলে সরকারি তরফে জানানো হয়। গত ১০দিন নাইট কারফিউ রাত ১০টা থেকে শুরু হতো। এটাই এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়ে নতুন নিৰ্দেশিকাটি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বিধি-নিষেধগুলি দেওয়া হয়েছে। এই ১০দিনও জিম, খেলাধুলার স্টেডিয়াম, সিনেমা হল, মিটিং, সুইমিংপুল ইত্যাদি জায়গা ৫০ শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে চালু রাখা যাবে। দোকানপাট ভোর ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। ৫০ শতাংশ গ্রাহক নিয়ে রেস্তোরাঁ এবং হোটেলগুলি রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। তবে সরকারি অফিসগুলিতে ১০০ শতাংশ উপস্থিতি নিশ্চিত রাখতে হবে। বিয়ে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে কতজন উপস্থিত থাকতে পারবেন তা এই নির্দেশিকায় দেওয়া হয়নি। তবে এসব অনুষ্ঠানে করোনার নিয়মনীতি মানতে হবে। কর্মস্থল এবং যানবাহনে যাতায়াতের সময় মাস্ক পরিধান করা বাধ্যতামূলক। এছাড়া জেলা শাসকরা প্রয়োজনে ১৪৪ ধারা জারি করতে পারবেন। এই নির্দেশিকাটি ১১ থেকে ২০ ফব্রুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

 প্রথম পাতার পর দফতর আদালতকে এই মর্মে হলফনামা দেবে যে শিক্ষকরা টেটে বসতে আগ্রহী। আর এতেই শিক্ষকদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে সরকার। আর এই ফন্দি বঝতে পেরেই প্রতিটি সংগঠনের নেতারা শিক্ষকদের এই বিষয়ে সতর্ক করে দেয়। তার তাই বিভিন্ন আইএস অফিস থেকে শুরু করে জেলা শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের প্রবল চাপ সত্ত্বেও এই শিক্ষকরা টেট কোচিংয়ে ভর্তির আবেদনপত্র জমা দেয় নি। স্বভাবতই দফতর কর্তাদের উর্বর মস্তিষ্ককে ওভার টাইম খাটিয়ে তৈরি করা এমন একখান ফন্দি এখন বুমেরাং হওয়ার পথে। আর এতেই বাড়ছে রক্তচাপ। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সমগ্রশিক্ষার শিক্ষকদের নেতা সজল দেব'র পর স্কীমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে আরো একটি মামলা দায়ের করেছে শিক্ষক ভজন সেন ও শৈলেন দেববর্মারা। যার নম্বর ডব্লিও পি (সি) / ১৩৪/২০২২। বুধবার মামলাটি প্রথম শুনানির জন্য উঠলে মহামান্য আদালত আগামী ১৬ মার্চের মধ্যে হলফনামা দায়েরের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয়। এখন দেখার বিষয়, একটি ফন্দি বুমেরাং হওয়ার পর সরকার তথা দফতর শিক্ষকদের টেটের জালে আটকাতে আর কি কি ফন্দি রচনা করে।

নাজর রাজ্যে

 প্রথম পাতার পর
 উদ্যাপনের সমস্ত আয়োজন আদতে মুখথুবড়ে পড়ে। এ কেমন দেশ? এ কেমন শাসন ব্যবস্থা? রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন কর্তাব্যক্তিরা দিনভর সামাজিক মাধ্যমে নতুন নতুন পোশাকে ছবি দেওয়াতে ব্যস্ত। পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাব্যক্তিরা মাঠে-ময়দানে নেমে নয়, সরকারি ঠাভা ঘরে বসেই দায়িত্ব পালনে এখন অভ্যস্ত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বহু অনুষ্ঠান মঞ্চেই পুলিশ কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, উনারা যাতে মাঠে-ময়দানে থেকে পরিষেবা প্রদান করেন। কিন্তু কে শুনে কার কথা? এদিন ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর প্রায় ৪৫ মিনিট পেরিয়ে গেছে, তারপর টাকারজলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন বলে অভিযোগ। এলাকার অনেক নাগরিক যখন গাছে বিবস্ত্র করে ঝুলানো এক নারী ও পুরুষের ছবি তোলায় ব্যস্ত নিজেদের মোবাইলে, তখন কোনওক্রমে ঘটনাস্থল থেকে তাদের উদ্ধার করে টাকারজলা থানায় নিয়ে আসা হয়। বিষয়টি নিয়ে বহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজ্যের মানবাধিকার কর্মীরা ময়দানে নামবেন বলে খবর। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিস্ট কয়েকটি ফোরামে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ পাঠানো হয়েছে। এদিনের এই ঘটনায় রাজ্য মহিলা কমিশন কোনও ব্যবস্থা নেবে কিনা তা সময় বলবে। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন নিজের রাজনৈতিক অবস্থানের দুর্বলতার কারণে রাজ্যের নিপীড়িত নারীদের পাশে দুরস্ত গতিতে দাঁড়াতে পারেন না বলেই নানা মহলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এদিনের এই নৃশংস ঘটনাটি বর্ণালীদেবীদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে কিনা, তা সময়ই বলবে।

সরকারি জায়গা

 প্রথম পাতার পর চলে যায়, তবে এলাকাবাসী সমস্যায় পড়বেন। তাছাড়া কী করে পিন্টু আচার্য এই জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছাড়া পিন্টু আচার্য এই জমি বিক্রি করতে পারেন না বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দেড় কানি জায়গার খতিয়ান নম্বরও উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে, ১/২৩৭। জমি নিয়ে ধান্দাবাজি লাগাম ছাড়িয়ে গেছে। এলাকায় এলাকায় শাসকপন্থীরা সিভিকেট করে জমির কারবার করছেন। কেউ জমি বেচতে বা কিনতে চাইলেই তাদের খপ্পড়ে পড়তে হয়। নেতাদের হাত না ধরে জমি কেনা-বেচা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমির এই বখড়া অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছায়। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই জমি দস্যুরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শেষ একবছরে খাবলাখাবলি করে যে যতটা কামিয়ে নিতে পারেন, সেটাই এখন মূল ধান্দা। আর এই ধান্দার চাপে জান বের হচ্ছে সাধারণ মানুষের।

পৃষ্ঠা 🙂

অসন্তোষ তীব্ৰ বুবাগ্ৰা'র ঘরে

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। খুমুলুঙ দখলের এক বছর অতিক্রান্ত না হতেই তিপ্রা মথার নিজ ঘরেই চরম অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। আর এই অসন্তোষের কারণ মথার প্রধান বুবাগ্রা নিজেই। খুমুলুঙের প্রশাসনিক অলিন্দে কান পাতলেই ইদানীং তার আভাস পাওয়া যাবে। বিশেষ করে নির্বাহী সদস্য ও এমডিসি'দের একটা বড় অংশের মধ্যে এই অসন্তোষ ধিকিধিকি করে জ্বলছে। এখনই হয়তো প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলছেনা। কিন্তু পরিস্থিতি যেভাবে প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খাচ্ছে যেকোন সময় অসন্তোষের বহির্প্রকাশ ঘটতে পারে। কেন এই অসন্তোষ? তার সুলুক-সন্ধান করতে গিয়ে জানা

গেছে, মূলত প্রশাসনিক কাজকর্মকে কেন্দ্র করেই অসন্তোষের সূত্রপাত। এডিসিতে যা কিছু দফতরই রয়েছে, প্রতিটি দফতরের জন্যই একজন নির্বাহী সদস্য দায়িত্বে রয়েছে। সে পূর্ত দফতর হোক কিংবা শিক্ষা দফতর। কৃষি দফতর হোক কিংবা স্বাস্থ্য দফতর। সদস্যদের একাংশের মতে বুবাগ্রা সব দফতরেই হস্তক্ষেপ করেন। যা করার প্রয়োজন নেই। এমনকি যে বিষয়ে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা নেই সেখানেও তিনি হস্তক্ষেপ করছেন। যা একাংশ নিৰ্বাহী সদস্য মেনে নিতে পারছেনা। দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী সদস্য হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করতেও নাকি সমস্যা হচ্ছে।

যাকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে নিৰ্বাহী সদস্যদের একাংশের মধ্যে। এখুনি এবিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে না চাইলেও বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধছে। আবার একাংশ এম এবং এমডিসি ব্বাথার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। সম্প্রতি এক নির্বাহী সদস্য এবং এক এমডিসি এই বিভ্রান্তির কথা ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, আগামীদিনে দলের রাজনৈতিক দিশা কি হবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। কখনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, কখনো সুদীপ রায় বর্মণ, আবার কখনো দিল্লিতে অমিত শাহ'র সাথেও আলাপচারিতা। আবার কখনো সংখ্যালঘুদের নিয়ে তৎপরতা। কখনো তপশিলি জাতি

আগামীদিনে বাইক বাহিনীর হাতেই

ও দলিতদের ডাকা কর্মসূচিতে শামিল হয়ে বক্তব্য রাখা, আবার ওবিসি ছাত্রদের স্টাইপেভ নিয়ে ওবিসির দফতরে। সব মিলিয়ে দিশাহীন এক জটিল আবর্তে মথার একাংশ নির্বাহী সদস্য থেকে দলের একটা বড় অংশের নেতা-কর্মী। সামনেই একবছরের মধ্যে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। কি হবে মথার রণকৌশল। কোন্ দল কিংবা শক্তির সাথে হবে নির্বাচনি সমঝোতা। রয়েছে চরম ধোঁয়াশা। অন্য কোন দলের সঙ্গে আঁতাত হলে বৃহত্তর তিপ্রাল্যান্ডের মত মৌলিক বিষয় কিংবা দাবির কি হবে? এসমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে গোটা দলেই চলছে নানা গুঞ্জন ও জল্পনা। আর তার কেন্দ্রবিন্দু বুবাগ্রা নিজেই।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। করোনার মৃত্যু মিছিল থামলো। বুধবার নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত মারা যাননি। সংক্রমণের হারও নেমে এসেছে। যদিও রাজ্য সরকার নাইট কারফিউর মেয়াদ আরও ১০দিন বাড়িয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে অন্যান্য বিধিনিষেধও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৮জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ৭জন পশ্চিম জেলার। বাকি এদিন ২৮০৩ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছিল। সংক্রমণের হার নেমে দাঁড়িয়েছে দশমিক ৬৪ শতাংশে।চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা রোগীর সংখ্যা রাজ্যে নেমে দাঁডিয়েছে ৫৩৫ জনে। একই সঙ্গে বেড়েছে সুস্থতার হারও। এদিকে দেশে আরও ৭১ হাজার নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিতদের মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২১৭জনে।

থামলো

অপ্লেতে রক্ষা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। অঙ্গের জন্য রক্ষা পেলেন স্কৃটি চালক-সহ তিন যুবক। একটি বাসের নিচে চলে আসার পরও অল্পেতে প্রাণে বেঁচে যান তিনজন। যদিও ঘটনাস্থল থেকে। পালিয়ে যায় তিন যুবকই। দুর্ঘটনাটি হয়েছে আগরতলা জিবি রোডের কালীবাড়ির সামনে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি স্কুটিতে তিন যুবক দ্রুতগতির মধ্যেই জিবির দিকে যাচ্ছিলেন। দ্রুত গতিতে স্কুটিটি বাসের সামনে চলে আসে। সংঘর্ষে বাসের সামনেই পড়ে যান তিনজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জমায়েত হওয়ার আগেই স্কুটি নিয়ে আহত তিন যুবক পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় বাসচালক জানিয়েছেন, তিনি দ্রুতগতিতে ব্রেক না কষলে তিন যুবকের প্রাণহানি হতে পারতো এভাবে বেপরোয়াভাবে শহরের রাস্তায় যবকরা সবসময়ই বাইক চালায়।

২৩'র নির্বাচনের আগে সম্পন হচ্ছে না জেআরবিটি'র নিয়োগ! প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সম্পন্ন করার ইচ্ছা আছে কিনা? পরীক্ষার ফলাফল যদি সঠিক

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। ঘরে ঘরে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি এখন আর নেতাদের মুখে শোনা যায় না। বরং এখন অনেকেই উল্টো দাবি করছেন এ ধরনের প্রতিশ্রুতি কখনোই দেওয়া হয়নি। তবে যাই হোক, গত চার বছরে যে কয়টি শূন্যপদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে, তা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে। যে সব প্রক্রিয়া এখনো চলছে তা নিয়ে তো প্রশ্নের শেষ নেই। বিশেষ করে জেআরবিটি'র মাধ্যমে গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছে বেশ কয়েক মাস আগে। কিন্তু ফলাফলের এখনো দেখা নেই। বেকাররা কয়েক দফায় সংশ্লিষ্ট দফতরে গিয়ে ফলাফল প্রকাশের দিনক্ষণ জানার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দফতর কর্তারা এখনো পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট জবাব দিতে পারেন নি। তাই সবার মনেই এখন প্রশ্ন উঠছে তথাকথিত ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সেই ৪৯১০টি পদে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে সম্পন্ন করতে পারবে কিনা? তার চেয়ে বড় প্রশ্ন সরকারের আদৌ এ সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়া

এত দিন তো করোনার কথা বলে বেকারদের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন যদি এডিসির ভিলেজ কমিটির নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় তাহলে ফের পিছিয়ে যাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। অন্যদিকে কিছু বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রেও নিয়োগ-প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। আগামী বিধানসভা নিৰ্বাচন হতেও খুব বেশি সময় নেই। কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করলে এক বছর সময় আছে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য। বেকার মহলে গুঞ্জন চলছে সেই শ্ন্যপদগুলো পূরণ করার টোপ দেখিয়ে নেতারা এবারের নির্বাচনে প্রচারে নামবেন। ভিলেজ কমিটি এবং বিধানসভা উপ-নির্বাচনের কাজে লাগানো হতে পারে সেই প্রক্রিয়াকে। এক কথায় ৪৯১০টি পদে নিয়োগের কথা বলেই ২৩'র নৌকা পাডি দিতে চাইছেন নেতারা! প্রশাসনিক কোন কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দেরি হচ্ছে, তা অনেকেরই বোধগম্য হচ্ছে না। কারণ টেট

সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা হতে পারে তাহলে জেআরবিটি'র ক্ষেত্রে এতটা দেরি কেন? রাজনৈতিক কারণেই গোটা প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়েছে বলে অভিযোগ। টিএসআর'র চাকরির অফার নিয়ে বিতর্কের পর এখন বাজারে রব উঠেছে সি ৫০, ০০০ এবং ডি ৩০,০০০। চাকরির দাবিদার এতটাই বেশি হয়ে গেছে যে, নিজেদের লোকের নাম তালিকায় জায়গা পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে যদি সৌভাগ্যবানদের নামের তালিকা প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে ক্ষোভের আগুন আরো বেড়ে যেতে পারে। তাই সেই সুযোগটি কাজে লাগানোর জন্যই প্রক্রিয়া দেরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। নেতা-মন্ত্রীরা বলেছিলেন এই প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। কিন্তু নির্বাচনের পর প্রতিশ্রুতি দেওয়া নেতাদের যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে বেকাররা কোথায় যাবেন? এসব প্রশ্নগুলি এখন সব বেকারের মুখে শোনা যাচ্ছে। টিএসআর নিয়োগের পরবর্তী পরিস্থিতি কি হয়েছিল তা কেউই ভুলে যাননি। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই কি অতিরিক্ত সময় নেওয়া হচ্ছে?

বাংলাদেশি নাগরিক আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড, ৯ ফেব্রুয়ারি।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফের আটক বাংলাদেশি নাগরিক। মধুপুর থানাধীন কৈয়াঢেপা সীমান্তের বিএসএফ জওয়ানরা এক বাংলাদেশি এবং দুইজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে। রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ তাদের মধুপুর থানার পুলিশের হাতে হস্তান্তর করে বিএসএফ। বুধবার তিনজনকেই বিশালগড আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত এমডি সৈকত মিয়া নামের যুবককে ১৫ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে দেয়।আর সাকিবুল ইসলাম ও নাজিয়া খাতুনকে ভারতীয় পরিচয় পত্র দেখানোর পর ১০০০ টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয় । জানা গেছে, সৈকত মিয়ার বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকায়। আর অপর দু'জনের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে। কিছুদিন আগে তারা অবৈধভাবে বিএসএফকে ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিল। মঙ্গলবার তারা কমলাসাগর বিধানসভার কৈয়াঢেপা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। তারপর বিএসএফ তিনজনকে আটক করে। তারা জানতে পারে একজন বাংলাদেশি নাগরিক। অভিযোগ, দিল্লিতে বসে কাসিম ও বিল্লাল নাগরিকদের অবৈধভাবে এপার থেকে ওপারে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। পুলিশ দুই অভিযুক্তের নাম পেয়েছে। তবে তাদেরকে গ্রেফতার করতে পারবে কিনা তা সময়ই বলবে।

এসইউসিআই'র দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। এসইউসিআই'র তরফে সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ বলেছেন— বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সাংবাদিকদের উপর কঠোর শর্ত আরোপ করার নীতি প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতার যতটুকু অবশিষ্টাংশ আছে তাকে ধ্বংস করার আরেকটি হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ। যাতে সরকারের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী এবং জনবিরোধী নীতিগুলো সম্পর্কে জনগণকে অন্ধকারে রাখা যায়। এসইউসিআই'র সাধারণ সম্পাদক এ বিষয়টি উত্থাপন করে আরও বলেন, দল অবিলম্বে সাংবাদিকদের সক্ষম সংশাপত্র প্রদান এবং গণতন্ত্র বিরোধী নতুন নীতি প্রত্যাহারের এবং সংবাদমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা পুনরায় প্রত্যর্পণ করার দাবি জানাচ্ছে।

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। দিল্লির রাজ্যবাসীর ভাগ্য পাকাপাকিভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য রাজনীতির নয়া চলে যাবে? এ প্রশ্ন কিন্তু ঘুরপাক খাচ্ছে সর্বত্র। যদিও আজ রাতেই সমীকরণ স্পষ্ট হওয়ার পরই ৬-আগরতলা কেন্দ্রের অত্যুৎসাহী রাজধানী আগরতলা সহ গোটা বাইক বাহিনীর অগ্রজ শোনালেন, রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে অত্যুৎসাহী মাসলম্যান না আমরা রিগিং কিংবা আর বাইক বাহিনী। যাদের হাত রাজনৈতিক হামলা করতে চাই না। ধরেই ক্ষমতার অলিন্দে পদচারণা রিগিং কিংবা রাজনৈতিক হামলা আর কুর্সি রক্ষা। বিরোধী রুখতে এবার পথে নামবো। রাজনৈতিক মতকে স্তব্ধ করে পাপমোচন করতে চাই আমরাও। দেওয়া কিংবা ভোটের বাক্সে

বাহকে বরণ, প্রস্তা

উল্লেখ করতেই হয়, বাম আমলের ওভারফ্লো, বর্তমান শাসকের কাছে বাইক বাহিনী আর রাম আমলের শেষ ভরসা। কিন্তু গতরাতের শীতের বাইক বাহিনীর মধ্যে ফারাক রয়েছে অনেক। বাম আমলে যারাই বাইক কুয়াশা না কাটতেই আজ রাজ্যের প্রায় সর্বত্র সেই বাইক বাহিনীর বাহিনী কিংবা অত্যুৎসাহী ক্যাডার হয়ে রক্ত চক্ষু দেখিয়েছিল যত্রতত্র মধ্যেও যেন অজানা আতঙ্ক হাবি তাদের নাগপুরি প্রশিক্ষণ ছিল না। খেয়ে বসেছে। শুরু হয়েছে ডেরায় ডেরায় গোপন বৈঠক। প্রস্তুতি হাতে লাল পতাকা থাকলেও চলছে বাইক বাহিনীর মধ্যেও শিবির কপালে গেরুয়া তিলক ছিলনা। পরিবর্তনের দৌড়। আর এই পর্বের কোন না কোন নেতার হয়ে ময়দান মহড়া দেখা যেতে পারে আগামী কাঁপিয়ে আখের গোছানোই ছিল ১২ ফেব্রুয়ারি। যখন সুদীপ রায় লক্ষ্য। কিন্তু রাম আমলের বাইক বর্মণ এবং আশিস সাহা দিল্লির নয়া বাহিনী মুখে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে ব্লুপ্রিন্ট চুড়ান্ত করে পা রাখবেন হিংস্র সাম্প্রদায়িক যেমন হয়ে উঠতে

ঠেঙ্গতেও পট। গোমাতাব নামে কোনও সংখ্যালঘুর উপর হিংস্র আক্রমণ যেমন জলভাত তেমনি গোমাতা পাচারকারী কিংবা গরুর ব্যাপারীর কাছ থেকে টু-পাইস কামিয়ে নিতেও এখন হাত পাকিয়ে নিয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর বাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগ যেমন তাদের ডাংগুলি খেলার মত তেমনি সেই বিরোধী নেতার কাছ থেকে মোটা অংকের উপটোকন নিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনতে কোন সমস্যা নেই। এরাই আজকের বাইক বাহিনী। শাসকের শাসনের ব্যাটন হাতে না থাকা অনেকটা তাদের উপর। গত ২৪ ঘন্টায় সেই বাইক বাহিনীর মধ্যেই চলছে অজানা আতংক। আর তার জের ধরেই প্রস্তুতি শিবির পরিবর্তনের। আর সেই সূত্র ধরেই আগামী শনিবার ২০০০ বাইক নিয়ে আগরতলা বিমানবন্দর থেকে কংগ্রেস ভবন পর্যন্ত বাইক র্যালি করে সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহাকে স্বাগত জানানোর

ধলাহয়ের ব্লকে ব্লকে তৃণমূলের ডেপ্রটেশন

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তেমনি ভোটারদের

ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্যবাসীর স্বার্থ লক্ষ্যে গোটা রাজ্যের সাথে ধলাই জেলায়ও সবগুলি আর ডি ব্লকে গণ ডেপুটেশন প্রদান করল তৃণমূল কংথেস। ধলাই জেলা সদর আমবাসায় তথা আমবাসা ব্লকে এই ডেপুটেশন প্রদানে রাজ্য নেতৃত্ব হিসাবে উপস্থিত ছিল যুব তৃণমূলের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক বাপ্টু চক্রবর্তী। দুপুর একটা নাগাদ আমবাসার ফরেস্ট কমপ্লেক্স সংলগ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে শতাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মী মিছিল করে পৌছায় ডলুবাড়িস্থিত ব্লক কার্যালয় চত্বরে। অতঃপর একটি প্রতিনিধি দল ব্লক

আগরতলার মাটিতে। তবে কি

তৃণমূল নেতৃত্বের এই প্রতিনিধি স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য সুমন দে, আমবাসা ব্লক তৃণমূল সভাপতি অসিত ঘোষ, জনজাতি তৃণমূল নেতা বিদ্যা দেববর্মা প্রমুখ। তৃণমূল কংগ্রেসের ৯ দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, এমজিএন কাজ এবং মুজুরি দিগুণ করা, নিয়মিত করা, থাম পাহাড়ে পরিশ্রুত পানীয়জলের ব্যবস্থা করা, সামাজিক ভাতা দিগুণ করা ধ্রুবজ্যোতি এবং ভাতা বঞ্চিতদের ভাতার সরকার প্রমুখ।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দেববর্মা'র সাথে সাক্ষাৎ করে আওতায় নিয়ে আসা ইত্যাদি। আমবাসা, ৯ ফেব্রুয়ারি ।। পূর্ব উনার হাতে তুলে দেয় দাবি সনদ। অনুরূপ দাবি নিয়ে কমলপুর মহকুমার দুর্গাচৌমুহনি ব্লক এবং সম্পর্কিত ৯ দফা দাবি আদায়ের দলে ছিল যুব তৃণমুলের রাজ্য সালেমা ব্লকেও ডেপুটেশন প্রদান করে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। দুর্গাচৌমুহনি ব্লক আধিকারিক অমরেশ বর্মণের হাতে দাবি সনদ তুলে দেওয়ার আগে প্রায় অর্ধ শতাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মী দুর্গাচৌমুহনি বাজারে মিছিল করে রেগা প্রকল্পে বছরে ২০০ দিন তবে সালেমায় মিছিলের অনুমতি না থাকায় কেবল একটি প্রতিনিধি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে দল গিয়েই ব্লক আধিকারিক সূত্রত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের দাসের হাতে দাবি সনদ তুলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, ১৮ হাজার দেয়। এই প্রতিনিধি দলে ছিলো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও হেল্পারদের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হাসান চৌধুরী, স্থানীয় তৃণমূল নেতা ব্রজগোপাল ধর, অধীর দাস, দীপক দাস যুব তৃণমূল নেতা অৰ্জুন

পার্কিং ফি'র নামে জুলুমবাজি! প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। বেসরকারিকরণের

ছোঁয়া যে অন্য ক্ষেত্রে লাগবে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি যে এরকম দাঁড়াবে তা কেউই ভাবতে পারেননি। যে সব যানবাহন যাত্রী নিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরে আসেন তারা প্রতিদিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। কারণ, সব যাত্রী গাড়ি নিয়ে একেবারে বিমানবন্দরের প্রবেশমুখে নামতে চান। সে কারণে চালকরা সামনে এগিয়ে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু একেবারে কম সময়ের মধ্যে যানবাহনগুলি বেরিয়ে আসলেও তাদের কাছ থেকে কুড়ি টাকা করে পার্কিং ফি বাবদ আদায় করা হচ্ছে। একজন অটোচালক জানান, মাত্র এক মিনিটের জন্য গাড়ি নিয়ে ভেতরে গেলে টাকা রেখে দেওয়া হয়। এভাবে কোন চালক যদি একাধিকবার বিমানবন্দরে আসেন তাহলে তাকে ততবার কুড়ি টাকা করে দিতে হয়। যার ফলে যান চালকরা পার্কিং ফি দিতে গিয়ে একেবারে ফতুর হয়ে যাচ্ছেন। তাদের প্রশ্ন, শুধুমাত্র যাত্রী নামানোর জন্য যদি এভাবে অর্থ আদায় করা হয় তাহলে তারা সংসার চালাবেন কিভাবে? বিভিন্ন মহল থেকে প্রচার করা হয়েছিল পার্কিং ফি নাকি তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা তা প্রতিদিন যানবাহন চালকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় থেকেই স্পস্ট।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হয়েছে। এজন্য বৃহস্পতিবার আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি - শহর সৌন্দর্যের নামে এইবার বটতলায় ব্যবসায়ীদের সরে যেতে সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দিলেন খোদ মেয়র। এই ঘটনায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার থেকেই বটতলা দশমীঘাট রাস্তায় পার্কিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সডকেই উচ্ছেদ অভিযান চলবে। বুধবার আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে এ নিয়ে এক বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে ছিলেন কমিশনার ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব সহ অন্যরা। স্থানীয় চারটি ক্লাবের প্রতিনিধিরাও অংশ নেন। বটতলা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। মুলত বটতলা থেকে দশমীঘাট এর রাস্তা বেদখলমুক্ত করতে আলোচনা

থেকেই অভিযান শুরু হবে বলে মেয়র জানান। এই রাস্তায় পার্কিং উচ্ছেদ অভিযানে নামতে চলেছে করা যাবে না বলে জানানো এলাকায় মাছ ব্যবসায়ারা দখল নিয়েছেন। এখানে ব্যবসা করছেন



ছোট ছোট কিছু মাছ ব্যবসায়ী। তাদের সাত দিনের মধ্যে দোকান সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। পুর নিগম সম্প্রতি শহর সৌন্দর্য করার নামে উচ্ছেদ অভিযান করছে। শহরে হকার উচ্ছেদ করা হয়। তবে বড় ব্যবসায়ীদের এখনও উচ্ছেদ

করতে বার্থ পর নিগম লোক-দেখানো অভিযান হলেও পর মুহুর্তে আবারও রাস্তা দখলে চলে যায় ব্যবসায়ীদের। কিন্তু পুর আগরতলা পুর নিগম। ছোট হয়েছে। রাজশাশানের আশপাশ নিগম এক দফা অভিযান করে ভলে যায় বলে আভযোগ রয়েছে। যে কারণে শহরের রাস্তা বেদখল মুক্ত হয় না। রাস্তার পরিধিও বাড়েনি। বিশেষ করে বাইক, গাড়ি পার্কিং করার মতো জায়গার অভাব রয়েছে। এই কারণে যত্রতত্র রাস্তায় বাইক, গাড়ি পার্কিং চলে বলে বিভিন্ন মহলের দাবি। নতুন করে পার্কিং এর জায়গা করে দেওয়ারও দাবি শহরবাসীদের। যদিও এ নিয়ে এখনও পুর নিগমের উদ্যোগ নেই। বটতলায় প্রত্যেকদিন হাজার লোক বাইক, গাড়ি নিয়ে যাতায়ত করেন। তাদের গাডি বাইক রাখার জন্য সরকারি তরফে কোনও স্থান নেই। উড়ালপুলের নিচে জায়গা টাকার বিনিময়ে পার্কিং করতে দেওয়া হয়েছে।

৫ দফা দাবিতে জেলা শাসককে ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ ফেব্রুয়ারি।। সিপিআইএমএল গোমতী জেলা কমিটির তরফ থেকে বুধবার জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমারের কাছে ৫ দফা দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার। সাথে ছিলেন গোপাল রায়, রবি সাধন জমাতিয়া প্রমুখ। পার্থ কর্মকার সংবাদমাধ্যমের



মুখোমুখি হয়ে বলেন, রেগা প্রকল্পে উদয়পুর মহকুমায় পূর্ব-দক্ষিণ মহারানি ভিলেজে এ বছর মাত্র ২৮দিন ও ৪৫ দিন কাজ হয়েছে। কোন জব কার্ডে ২০২১-২২'র কাজের এন্টি নেই বলে তিনি অভিযোগ করেন। এডিসি এলাকার নাগরিকদের জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয় বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তারা দাবি করেছেন- অবিলম্বে সরকারি সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে, টিএসআর এবং জেআরবিটি'র মাধ্যমে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি নিয়োগের ইন্টারভিউতে অংশ নেওয়া বেকারদের মেধা তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে। আগামী দিনেও এইসব দাবিতে তাদের আন্দোলন জারি থাকবে বলে তিনি জানান।

ভারতে জাল টাকা পাঠাচ্ছে পাকিস্তা

দিয়ে জাল রুপি ভারতে পাঠায় পাকিস্তানের গুপ্তচররা। দীর্ঘদিন ধরে এ কাজ চললেও সম্প্রতি বাংলাদেশের কঠোর পদক্ষেপের ফলে পুলিশের জালে একের পর এক ধরা পড়ছে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের সদস্যরা। বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সুনামগঞ্জ জেলার সরকারি গাড়ি চালক আমানুল্লাহ ভুঁইয়া আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত। তিনি পাচার চক্রের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে ভারতীয় জাল রুপির সুপার নোট বাংলাদেশে এনে ভারতে করতেন। ঢাকা পাচার পুলিশের মেট্রোপলিটন (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) এ কে এম হাফিজ আক্তার জানান, চক্রটি খেলনা, শুঁটকি মাছ, মোজাইক পাথরসহ বিভিন্ন পণ্যের ভেতরে ভারতীয় জাল রুপির সুপার নোট কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের

টাপাইনবাবগঞ্জে আনতো। এরপর ফেব্রুয়ারি।। বাংলাদেশের ভেতর সেগুলো কৌশলে সংগ্রহ করে তাদের চক্রের সদস্যের মাধ্যমে ভারতে পাচার করত। বুধবার দুপুরে ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রতি ১ লাখ ভারতীয় জাল রুপির সুপার নোট ৩৮ হাজার টাকায় কিনে ৪০-৪২ হাজার টাকায় বিক্রি করতো তারা। গত ৭ ফেব্রুয়ারি টাকার ডেমরা ও হাজারীবাগ এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে ১৫ লাখ ভারতীয় রুপির জাল সুপার নোটসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সুনামগঞ্জ জেলার সরকারি গাড়ি চালক আমানুল্লাহ ভূঁইয়া (৫২), তার দ্বিতীয় স্ত্রী আইনজীবী কাজল রেখা (৩৭), ইয়াসিন আরাফাত কেরামত (৩৩), নোমানুর রহমান খানকে (৩১) গ্রেফতার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা গুলশান বিভাগ। অতিরিক্ত কমিশনার এ কে এম হাফিজ আক্তার বলেন, ২০২১ সালের নভেম্বরে খিলক্ষেত থানায় দায়ের

জাল রুপি পাচারের একটি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি

পুরাণ ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোড ভারতীয় জাল রুপির সুপার নোট

আমানুল্লাহ ভূঁইয়া ও তার স্ত্রী কাজল

পাকিস্তান থেকে আকাশ ও সময় জব্দ হয়। ওই চালানের বাকি সমুদ্রপথে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর সঙ্গে অংশ রাখা ছিল হাজারীবাগে

বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে নানা সামগ্রী পাচারের তথ্য এলো সামনে



এলাকা থেকে নোমানুর রহমান খানকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা গুলশান বিভাগ। হাফিজ আক্তার

বাংলাদেশে পাঠাতেন। সাম্প্রতিক সময়ে পাচার করা জাল রুপির বড় চালানের একটি অংশ পূর্বে গ্রেফতার বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে আসামি হওয়া নোমানের ভাই সাইদুর নোমান জানায়, পাকিস্তানে রহমান,ইমপেটার তালেব, চক্রের অবস্থানকারী তার ভাই মো. ফজলুর সমন্বয়কারী ফাতেমা আক্তারের

রেখার কাছে। তিনি বলেন, তদন্তে গ্রেফতার নোমানের তথ্য বিশ্লেষণ করে ঢাকার হাজারীবাগ এলাকার ২১নং মনেশ্বর রোড থেকে ইয়াসির আরাফাত ওরফে কেরামত এবং আমানউল্লাহ ভূঁইয়াকে আটক করা

জাল রুপি উদ্ধার করা হয়। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে আমানুল্লাহর স্ত্রী কাজল রেখার বাসায় অভিযান চালিয়ে আরও ৩ লাখ ভারতীয় জাল রুপিসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়। গোয়েন্দা পুলিশের এই উধর্তন কর্মকর্তা বলেন, আসামিরা জানায়, তারা পাকিস্তান থেকে আন্তর্জাতিক চক্রের মাধ্যমে ভারতীয় জাল রুপির সুপার নোট (৫০০/১০০০) কৌশলে সংগ্রহ করত। সেগুলো বিভিন্ন পণ্যের ভেতরে দিয়ে অথবা ব্যক্তি বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকা দিয়ে ভারতে পাচার করত। তিনি আরও বলেন, তদন্তে আমরা জানতে পারি, জাল রুপি পাচারকারী এ চক্রের কেন্দ্রে আছে মূলত দুইটি পরিবার। মূন্সিগঞ্জের শ্রীনগর থানা এলাকায় একটি পরিবার থাকে। এই পরিবারের অধিকাংশ সদস্য এক সময় পাকিস্তানে বসবাস করতো। বর্তমানে এই পরিবারের সদস্য

করাচিতে বসবাস করেন। তিনি পাকিস্তানকেন্দ্রিক মাফিয়াদের কাছ থেকে উন্নতমানের জাল রুপি সংগ্রহ করে বিভিন্ন উপায়ে সমুদ্রপথে বাংলাদেশ পাঠাতেন। হাফিজ আক্তার বলেন, তদন্তে জানা গেছে জাল রুপি পাচারের কাজে ফজলুর রহমানের ভাই সাইদুর রহমান, নোমানুর রহমান এবং ভগ্নিপতি শফিকুর রহমান সহায়ক করত। তারা ইমপেটারদের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানের করাচি বন্দর থেকে শ্রীলঙ্কা হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে এসব রূপি আনত। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এসব জাল রুপি খালাস করে গোডাউনে মজুত করে ডিলারদের কাছে ডিস্ট্রিবিউশন করা হতো। সেই সঙ্গে জাল রুপি বিক্রির অর্থ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পরবর্তীতে হুন্ডির মাধ্যমে পাকিস্তানের ফজলুর রহমানের কাছে পাঠানো হতো। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কে এম হাফিজ আক্তার বলেন, এটি আন্তর্জাতিক চক্র, এই চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন পাকিস্তানি

দেশি-বিদেশি সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। জব্দ হওয়া জাল নোটগুলোকে কেন 'সুপার' জালনোট বলা হচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এই নোটগুলো মূলত ভারত থেকে আসেনি। নোটগুলো এসেছে পাকিস্তান থেকে। আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি এগুলো এতোটাই সুক্ষ্মতার সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে যে, আসল নোটের প্রায় কাছাকাছি। তাই এগুলোকে 'সুপার' জালনোট বলা হচ্ছে। জাল রুপি পাচারে শুধুমাত্র রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জের রোড ব্যবহার করা হয় নাকি অন্য কোন রোডও ব্যবহার করা হয়, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমাদের তদন্তে এ রুটেরই সন্ধান পেয়েছি। এই জাল নোট চক্রের সঙ্গে জঙ্গিদের কোনো সংশ্লিষ্টতা ডিবি তদন্তে পেয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এদের কোনো জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা আমরা পাইনি। এরা জাল নোটের বিনিময় অস্ত্র-মাদক ও চোরাই মোবাইল দেশে নিয়ে আসতে।

8

বাজেট ব্যর্থ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেট সাধারণ নাগরিকদের সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ। বুধবার রাজ্যসভায় বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এই কথা বলেন রাজ্যের সাংসদ ঝর্না দাস বৈদ্য। বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরও নেমেছে।

বলেছেন, বড় অংশের মানুষ কর্মহীন হয়েছেন। প্রকৃত রোজগার কমেছে বড় একটি অংশে। বাজেটে অর্থমন্ত্রী এই শ্রেণির জন্য কিছু দিতে পারেনি। এই বছরের জিডিপি প্রতিষ্ঠানগুলি সংকটে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রোজগারের পথ তৈরি করা এবং বাড়ি ঘরে ব্যবহৃত জিনিসের চাহিদা বাড়ানো দরকার ছিল। কিন্তু বাজেট এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। আগের বছরের তলনায় এবছরের বাজেটে জিডিপি কম ধরা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ কমিয়ে আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনায় ১২ কোটি ৫ লক্ষ কষক পরিবারকে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। এজন্য দরকার ছিল ৭৫ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এই টাকা বাড়ানোর দাবি করেছেন ঝর্না। করোনা অতিমারির মধ্যে বহুদিন স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি বন্ধ ছিল। যে কারণে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের এই ক্ষতি মেটানোর জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত টাকা ধরা হয়নি। অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য বাজেটে নতুন কোনও বরাদ্দ রাখা হয়নি। গত দুই বছরে অতিমারির মধ্যে ধনীরা আরও বিত্তশালী হয়েছে। অকসফাম সংস্থা হিসেবে ২০২১ সালে ভারতে রেকর্ড সংখ্যক হারে ধনী পরিবারগুলির সম্পত্তি বেড়েছে। এসব পরিবারগুলোর উপর বাড়তি কর চাপানো হয়নি। এসব বিষয়গুলো উল্লেখ করে রাজ্যের সাংসদ ঝর্না দাস বৈদ্য বাজেট ব্যর্থ হয়েছে

ভালো নেই বৈষ্ণবরা, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বিপিএল কার্ডের দাবি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্যের বৈষ্ণব, গোস্বামীরা ভাল নেই। তাদের জন্য বিপিএল কার্ডের মাধ্যমে রেশন প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ৫ দফা দাবি পেশ করে বৈষ্ণবদের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য রাগানুগা বৈষ্ণব ধর্ম মহামণ্ডলী'র কর্মকর্তারা। আগামী চৈত্র মাসে এই সংগঠন আয়োজিত বৈষ্ণব ধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনকে সামনে রেখে আগরতলা প্রেসক্লাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেন ননী গোপাল দেবনাথ গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। তারা জানিয়েছেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম ও তার যে আদর্শ, বাণী,

কাছে পৌঁছে দিতেই প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তবে ধর্মের মধ্যে হিংসা, বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে বলে তারা জানান। তারা এও বলেন, ধর্ম নিয়ে কোথাও কোথাও সমস্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে। আগামী ৫ চৈত্র আমতলিস্থিত নারায়ণ গোস্বামীর বাডিতে মহা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটি গঠন করার লক্ষ্যেই এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে সকলের উপস্থিতি কামনা করেছেন। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তারা বেশ কয়েকটি দাবিও উত্থাপন করেছেন। বৈষ্ণব ও গোস্বামীদের সমাধিস্থ করার স্থান নির্ধারণ ও ব্যবস্থা করা,

কুপা সমস্ত সাধু, বৈষ্ণব মানুষের সরকারিভাবে সমাধিস্থানের ব্যবস্থা করা, সরকারি উদ্যোগে তীর্থস্থান দর্শনের ব্যবস্থা করা, প্রতিটি মন্দির রক্ষণা বেক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা ও এর সাথে যুক্তদের ভাতার ব্যবস্থা করা, বৈষ্ণব ও গোস্বামীদের ভাতা ও বিপিএল ক্যাটাগরিতে রেশন প্রদান করার দাবি জানানো হয়েছে। এদিন তারা বৈষ্ণব গোস্বামীদের আর্থিক অবস্থার বিষয়গুলো তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে ৫ দফা দাবি উত্থাপন করেন। তার সাথে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভূর একটি বড মন্দিরেরও দাবি করেছেন তারা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, সভাপতি ননী গোপাল গোস্বামী. নারায়ণ গোস্বামী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হেপাজতে আছে। বুধবার দুপুর ১টা

নাগাদ চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের

কোটি টাকার ফেকিডিল উদ্ধার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি / কদমতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। চুরাইবাড়ি সেলস্ ট্যাক্স কমপ্লেক্সে দাঁড় করানো একটি কন্টেইনার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় প্রায় ১ কোটি টাকার ফেন্সিডিল। তবে এই ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। ৬ চাকার কন্টেইনার

সামগ্রী এবং লরিটি চুরাইবাড়ি থানার

কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে বহির্রাজ্য থেকে আসা ফেন্সিডিল বোঝাই লরি সেলস্ ট্যাক্স অফিস কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। এই খবর পুলিশ বাহিনী এনএল০১এসি১৪০৭ নম্বরের কন্টেইনার লরিতে তল্লাশি চালায়। তখনই ২০০ কার্টুন ফেন্সিডিল উদ্ধার হয়। যদিও পুলিশ এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শস্তু দেববর্মা জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। খুব শীঘ্রই তারা নেশা কারবারের সাথে জড়িতদের থেফতার করতে পারবেন। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে পুলিশের কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বহির্রাজ্য থেকে নেশা সামথী রাজ্যে আসছে। ফেন্সিডিলগুলি অসমের গুয়াহাটি থেকে আনা হয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। কন্টেইনার লরিতে পুলিশের তল্পাশির লরিতে ডিসটেম্পার এবং রং-এর অভিযানের আঁচ পেয়ে চালক আড়ালে ফেন্সিডিল মজুত করা সেখান থেকে গা-ঢাকা দেয়। হয়। উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিল-এর উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমাণ নেশা বাজার মূল্য কোটি টাকা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত জুমিয়া পরিবার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি।। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এক জুমিয়া পরিবার। ডম্বুরনগর ব্লকের অন্তর্গত রামনগর ভিলেজের চিত্তরঞ্জন চাকমার বসতঘর মঙ্গলবার অগ্নিকান্ডে সম্পূৰ্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। পরিবারটি একেবারে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার গভাছড়া সাব-জোনাল কমিটির চেয়ারম্যান হিরণময় ত্রিপুরা-সহ তিপ্রা মথার নেতারা চিত্তরঞ্জন চাকমার বাড়িতে আসেন। তারা পরিবারটিকে কিছুটা খাদ্যসামগ্রী এবং শীতবস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেন। পাশাপাশি অসহায় পরিবারটিকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন নেতারা।

প্রয়াতশস্তুনাথ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. **আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির তরফে ননী গোপাল সরকার জানিয়েছেন, গত ৫ ফব্রুয়ারি তাদের সংগঠনের সহ সভাপতি শস্তু নাথ সরকার প্রয়াত হয়েছেন। সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা ছিলেন শস্তু নাথ সরকার। সৎ, মৃদুভাষী ও কর্তব্যপরায়ণ নেতা ছিলেন তিনি। তার মৃত্যুতে সমিতি মনে করে, এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। সমিতি তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

চুরির অভিযোগে

আটক দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, **৯ ফেব্রুয়ারি।।** রাবার চুরির অভিযোগে দুই যুবক পুলিশের হাতে আটক। বুধবার উদয়পুর মাতাবাড়ি চন্দ্রপুর সোনাইছড়ি এলাকার নাগরিকদের হাতে ধরা পড়ে দুই যুবক। স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী রাবার-সহ তাদের হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। অভিযুক্তদের নাম সুজন মিয়া এবং মামন মিয়া। তাদের বাড়ি জামজুরি এলাকায়। বাইকে চেপে এদিন দুপুরে সোনাইছড়ি এবং এলংবাড়ি এলাকায় রাবার শিট চুরি করতে আসে দুই যুবক। চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় নাগরিকরা তাদের ধরে ফেলে। পরে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দু'জনকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাদের বাইকটিও ভাঙচুর করে এলাকাবাসী। গত কয়েক মাস ধরে ওই এলাকায় বারবার চুরি হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, তারা এর আগেও সেখানে চুরি করেছে। তাই এলাকাবাসী যুবকদের বাইক আটকে রেখে দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে যুবকদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

অল্পেতে রক্ষা পেল গোটা গ্রাম

বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি।। বড়সড় সেকেরকোট পশ্চিমপাড়া এলাকার কর্মীরা এসে আগুন নেভাতে সক্ষম অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে অল্লেতে শেফাল চন্দ্রের খড়ের কুঞ্জে আগুন হন। তবে ঘটনাস্থলে পৌছতে রক্ষা পেল গোটা থাম। ঘটনা লেগে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, কে কর্মীদের কালঘাম ছুটেছে। কারণ.

সেকেরকোট পশ্চিমপাড়া বা কারা আগুন লাগিয়েছে। ঘটনাস্থলে যাওয়ার রাস্তা এলাকায়। বিশালগড় দমকল আগুনের লেলিহান শিখা দেখে একেবারেই খারাপ। পরে পাম্প বাহিনী সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে এলাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মেশিন বসিয়ে জলাশয় থেকে জল

গিয়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। তারা খবর দেন বিশালগড় অগ্নি সংগ্রহ করে আগুন নেভানো হয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সহকারে শুনেন এবং তার ব্যবস্থা গ্রহণ

আসন্ন অর্থবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষকদের পরিদর্শক-এ'র দাবিকে সামনে রেখেই এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

স্মরণসভায় মানিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **ধর্মনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি।।** বুধবার ধর্মনগরে প্রয়াত বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম পলিটব্যুরোর সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তপন চক্রবর্তী, অমিতাভ দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। ভাষণ রাখতে গিয়ে মানিক সরকার রাজ্যের এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র

দেবনাথের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে বিভিন্ন কথা তুলে ধরেন। বিরোধী দলনেতা দাবি করেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর তিনি ১৭ বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। এমনকি তাকে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রেও যেতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। একই অবস্থা বামফ্রন্টের অন্য বিধায়কদেরও। তারা নিজ নিজ বিধানসভা কেন্দ্রে যেতে পারছেন না।এদিনের স্মরণসভায় প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, বিজিতা নাথ, ইসলাম উদ্দিন সহ প্রয়াত নেতার সহধর্মিনীও উ পস্থিত ছিলেন।

তিপ্রাসা এমপ্লয়িজ অ্যাসো'র ডেপুটেশন প্রদান সিডিপিও-কে

ধর্মনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি।। তিপ্রা মথা দলের কর্মচারী সংগঠন তিপ্রাসা এমপ্লিয়জ অ্যাসোসিয়েশন পানিসাগর ব্লক কমিটি বুধবার দুপুর ১ ঘটিকায় চার দফা কর্মচারী স্বার্থ সম্বলিত দাবি পূরণের জন্য দামছড়াস্থিত সিডিপিও বরাবর এক প্ৰতিনিধিত্মূলক ডেপুটেশন প্রদানের খবর পাওয়া গেছে। দাবিগুলি কর্মচারী স্বার্থ সম্বলিত হলেও মূলত সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতরে কর্মরত অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার ও অঙ্গনওয়াড়ি হেল পারদের কল্যাণে প্রদান করা হয়েছে বলে সংগঠনের নেতৃত্বরা জানিয়েছেন। দাবিগুলি হচ্ছে - ১) অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার ও হেলপারদের মাসিক ভাতা প্রদানের সময় এসএনপি ফিডিং বিল ও মিটিয়ে দিতে হবে। কারণ আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্যের বাজারে স্বল্পভাতার ওয়ার্কারদের মাসের পর মাস ফিডিং বিলের বোঝা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। ২) অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার ও হেলপারের মৃত্যু হলে ডাই-ইন-হারনেস স্ক্রিমে চাকরির পরিবর্তে সে পরিবারে যথাক্রমে একাকালীন ৫০,০০০ এবং ২৫, ০০০ টাকা প্রদান করা হয় তা এই মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের বাজারে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, যৎসামান্য। এই এককালীন সহায়তা ওয়ার্কারের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ এবং হেলপারের পরিবারে ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে। ৩) অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার ও হেলপারের আকস্মিক মৃত্যু হলে বা জটিল দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে সৃষ্ট শ্ন্যপদে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কার বা হেলপারের পরিবারের কোন যোগ্য সদস্যকে শূন্যপদে নিযুক্তি দিতে হবে যাতে পরিবারটি হঠাৎ নিঃস্ব হয়ে না পড়ে। ৪) যেহেতু, ওয়ার্কার ও হেলপারগণকে দিয়ে সমাজকল্যাণমূলক বহুমুখী কর্তব্য এমনকি কোভিড-১৯'র ক্ষেত্রে প্রথম সারির যোদ্ধারূপে নিরন্তর ডিউটি করতে হয়, তাই তাদের রিমুনারেশন বা মাসিক ভাতা যথাক্রমে ২৫,০০০ টাকা এবং ২০, ০০০ টাকা করে প্রদান করতে হবে। সিডিপিও দাবিগুলোর যৌক্তিকতা স্বীকার করে তা পূরণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেবেন বলে প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করনে। আজকের ডেপুটেশনে নেতৃত্ত্ব ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মহিন্দু রিয়াং, সম্পাদক চান্দমণি রিয়াং, সভাপতি (পানিসাগর) বিজেশ দেববর্মা, পালৌজয় রিয়াং ও বিপিন্দু রিয়াং প্রমুখ।

আগরতলার পর বিশালগড়েও ফুটপাথ

দখলমুক্ত'র চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে ব্যবস্থা গ্রহণ করল মহকুমা এই প্রশাসন। ফুটপাথকারীদের দখল করা জায়গাও মুক্ত করতে প্রশাসনের তরফে অভিযান চালানো হয়। ধরেই বিশালগড়মোটরস্ট্যান্ড থাকলেও



বিশালগড় বাজারের বিবেকানন্দ চৌমুহনির যেকোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ায় যানজটের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সমস্যা বহুদিন ধরেই চলছে। অবশেষে বিশালগড় পুর পরিষদের উদ্যোগে মহকুমা প্রশাসনের সঙ্গে যানজটমুক্ত রাখতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে এদিন বিশালগড়ে র অতিরিক্ত মহকুমাশাসক ত্রিদীপ সরকার এর নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। প্রশাসনের অনুমতি চালকরা যদি অমান্য করে তাহলে তাদের জরিমানা করা হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়। দক্ষিণগামী গাড়িগুলি বিশালগড় বাজারে না দাঁড়িয়ে থানা পেরিয়ে একটি বিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়াবে বলে প্রশাসনের তরফে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া আগরতলা থেকে যে গাড়িগুলি আসবে সেগুলি থানার সামনে দক্ষিণেশ্বরী কালীমন্দির এলাকায় কিংবা মোটর স্ট্যান্ডে দাঁড়াবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়। এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন মহকুমা প্রশাসন।

বাজেট ইস্যুতে মাঠে বামেরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেট ইস্যুতে মাঠে বামেরা। আগরতলায় জয়নগর-রাজনগর সিপিএম লোক্যাল কমিটির উদ্যোগে ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনের সামনে বাজেটের কপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। অপর এক অনুরূপ কর্মসূচি ছিল রাধানগর, লেইক চৌমুহনি, কের চৌমুহনি, নতুননগর, উত্তর আগরতলা, পূর্ব আগরতলা সহ সংশাস্তি অঞ্চল এলাকায়। সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, এসব কর্মসূচিতে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি, সারা ভারত ক্ষক সভা, সিআইটিইউ, ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি অংশ নিয়েছে। সিপিএম সদর মহকুমা কমিটির তরফে দেওয়া তথ্য অনুসারে জানা গেছে, সদরের সবক'টি অঞ্চলেই টানা দু'দিন এই কর্মসূচি চলছে। ডুকলি মহকুমা কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, তাদের অঞ্চল এলাকাতেও কর্মসূচি সংগঠিত হয়। যোগেন্দ্রনগর, বনকুমারী অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে কর্মসূচি সংগঠিত হয়। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জানিয়েছেন, বাজেট ইস্যুতে আগরতলা সহ গোটা রাজ্যেই কর্মসূচি সংগঠিত হবে। বাজেটের কপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি জারির মধ্য দিয়ে বামেরা এখন ময়দানমুখী।

২৫ এর পরিবর্তে ১৮ বছরে পেনশন সুবিধা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। ২৫ বছরের পরিবর্তে ১৮ বছর চাকরি করার পর সমস্ত শিক্ষক কর্মচারীদের পেনশন সহ অন্যান্য পূর্ণ আর্থিক সুবিধা প্রদানের দাবি জানালো ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ। ৭ দফা দাবিকে সামনে রেখে বুধবার স্কুল শিক্ষা অধিকর্তার কাছে সংগঠনের তরফে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের তরফে সভাপতি আশিস কাস্তি ঘোষ জানান, ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে তারা ডেপুটেশন প্রদান করে দফতর অধিকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা দীর্ঘদিন ধরে দুরদুরান্তে কর্মরত রয়েছে তাদের নিজ নিজ মহকুমা এলাকায় নিয়ে আসা, দফতরের শূন্যপদগুলো অভিলম্বে পূরণ করা, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন দফতরে ডেপুটেশনে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্ব-স্ব বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা, রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ, ২৫ বছরের পরিবর্তে ১৮ বছর চাকরি করার পর সমস্ত শিক্ষক কর্মচারীদের পেনশন সহ সমস্ত পূর্ণ আর্থিক সুবিধা প্রদান, সুষ্ঠু বদলিনীতি, অ্যাডহক প্রমোশনের কাজকে ত্বরান্বিত করা এবং বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা নিরসনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি। এদিনের ডেপুটেশনকালে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি শংকর দেব, সহ সভাপতি সুতপা কর, আশিস কান্তি ঘোষ, অভিজিৎ বিশ্বাস, লাল মোহন রুদ্রপাল, নিকুঞ্জন সরকার, সুজিৎ দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক									
সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।									
প্রা	তী	है ज	ারি	এ	বং	কল	ि	5	
(ર	বে	৯	সং	ংখ্য	টি	এব	চ বা	রই	
ব্য	বহা	র ব	<u>চরা</u>	যা	ব।	নয়া	ট	X	
		কও							
		যাে							
		12						_	
	_								
যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।									
প্র	किश	াকে	মে	ন প	ধব ণ	কব	াতে প	ব।	
		াকে গ ি							
স	ংখ	ा र	৪৩	0	এ	র উ	ঠত	র	
স 1	ংখ 8	3† S	8 و 5	9	<u>এ</u>	র উ	7	র 6	
স 1 2	৪	4 5	5 7	9	2	त उ 3 4	7 9	র 6 1	
기 1 2 3	৪ 6 7	4 5 9	5 7 4	9 8 1	2 3 6	3 4 8	7 9 2	6 1 5	
1 2 3 4	8 6 7	4 5 9 6	5 7 4 8	9 8 1 7	2 3 6 9	3 4 8 2	7 9 2 5	6 1 5	
1 2 3 4 5	8 6 7 1 3	4 5 9 6 7	5 7 4 8 2	9 8 1 7	2 3 6 9	3 4 8 2 6	7 9 2 5 8	6 1 5 3 9	
1 2 3 4 5 8	8 6 7 1 3	4 5 9 6 7 2	5 7 4 8 2 3	9 8 1 7 4 6	2 3 6 9 1 5	3 4 8 2 6 7	7 9 2 5 8	6 1 5 3 9	

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

ক্রমিক সংখ্যা — ৪৩১								
	5			1	4	3		7
3	4	1		9	7	2	5	6
2							4	1
8	6	2			5			
		9		2				8
4	3	5	1	8				
9		3		7	1			
	2	6	9	4	8	1	7	
	1		3		2	9		

রাজ্যসভায় ঝর্না

কৃষকদের জন্য বলে মন্তব্য করেছেন।

নৰ্থ ইস্টাৰ্ন হাউজ **৯৮৬৩৮৫৫৮৮৮**

আজকের দিনটি কেমন যাবে

আজ রাতের ওযুধের দোকান

মেষ : পারিবারিক প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ i আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার

ক্ষ : পারিবারিক l মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি | স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির | ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক | অর্থ ভাগ্য শুভ। চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে 🛭 ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন। **মিথুন :** সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও ¦ নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে

অপেক্ষাকৃত শুভ ফল সমস্যা বা ভুল।সদ্ধাত্তের জন্য পাওয়া যাবে। অকারণে । ক্ষতি বা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা l পারেন। দিনটিতে সতর্ক দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার । থাকবেন। মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে। পারিবারিক ব্যাপারে i কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে

ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু মনোকস্টের যোগ আছে।

আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা । যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।

কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীরা অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং 🏻 দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে | অধিক উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় 📗 থাকবেন। ব্যবসায়ে লাভবান হবার

তুলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের | সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। | ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল। শিল্প সংস্থায় কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি

যত্নবান হওয়া দরকার। সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিঘ্লের যোগ ! বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত 🗸 করতে হবে। সরকারি

কর্মে নানান ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে।

ধনু : দিনটিতে কর্মে বাধা-বিদেয়ক সদ্পদ বাধা-বিদ্মের মধ্যে 🗥 🏂 অগ্রসর হতে হবে সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য

মকর: সরকারি কর্মে চাপ ও কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে | দায়িত্ব বৃদ্ধি। উর্ধ্বতনের সঙ্গে জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও | মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ

আছে। কর্মস্থান বা কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ ঠিঠি আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না। তবে কোন অসুবিধা হবে না। কুন্ত: প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত সিংহ: প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক l ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি উন্নতির যোগ আছে। | পাবে।সরকারিভাবে কর্মেউন্নতির আর্থিক ক্ষেত্রে।

🕰 যোগ আছে। আর্থিক ভাব শুভ। ব্যবসায়েও লাভবান হবার লক্ষণ পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া i আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে।

> মীন: পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান থাকবেন। খনিজ

> দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার দিন প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়

সোনামুড়া/ চড়িলাম/আগরতলা, ৯ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ফেব্রুয়ারি।। সমকাজে সম বেতন সহ রাজ্য সরকারের অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ, ১২৯টি এসপিকিউইএম/এসপিএএমএম মাদ্রাসাকে গ্রেড ইন এইড এর দ্রুত প্রদান করা, চাকরি থাকাকালীন যদি কোন শিক্ষক মৃত্যুবরণ করেন লক্ষ টাকা প্রদান করা, মাদ্রাসার শূন্যপদ গুলোকে পূরণ করা সহ ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে রাজ্যের প্রতিটি আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন কর্মসূচি রয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ

করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি। ডেপুটেশনকালে প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি শাহ আলম, সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সভাপতি সাদেক মিয়া সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে একই দাবিতে আওতায় আনা,২.২৫ এবং ২.৫৭ সিপাহিজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিকের নিকট গণডেপুটেশন প্রদান করল মাদ্রাসা টিচার্স তবে তার পরিবারকে এককালীন ২৫ স্যাসোসিয়েশনের শিক্ষকরা। ছিলেন রাজ্য সভাপতি আব্দুল আলিম, সহ সভাপতি শাহ আলম, জেলায় ডেপুটেশন প্রদান করছে সাদেক মিয়া মনিরুল ইসলাম-সহ মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। অন্যান্যরা। জেলা শিক্ষা আধিকারিক দাবিগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হবে বলে আশ্বস্ত করেন। সেইসঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষকরা জানান গত বছর মাদ্রাসা শিক্ষকরা গেদু মিয়া হিসেবে মাদ্রাসা টিচার্স মসজিদে রক্তদান শিবিরের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আয়োজন করেছিলেন। সেখানে প্রতিটি জেলায় ছয় দফা দাবির উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভিত্তিতে ডেপুটেশন প্রদান করা মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন-সহ সকল হচ্ছে। বুধবার সোনামুড়া বিদ্যালয় ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা পরিদর্শকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু করল মাদ্রাসা শিক্ষকরা। বিদ্যালয় এক বছর অতিক্রম হলেও এখনো পরিদর্শক দাবিগুলো মনোযোগ পর্যন্ত এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

বেতন-সহ সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সহ শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীর কাছে বিনম্র অনুরোধ করেন রাজ্য সভাপতি আব্দুল আলিম ও সহ-সভাপতি শাহ আলম। এদিকে, অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'র তরফে গোটা রাজ্যে ডেপুটেশন প্রদান করা হচ্ছে বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশ্যে। এদিন সদর এদিনের ডেপুটেশন কালে উপস্থিত মহকুমা কমিটির তরফে মুখলিসুর রহমানের নেতৃত্বে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় সদর বিদ্যালয় মাধ্যমে দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, সমগ্র শিক্ষার সমতুল্য হিসেবে তাদের গণ্য করা, অর্থাৎ সম কাজে সম বেতন, ১২৯টি এসপিকিউইএম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানকে গ্র্যান্ট ইন এইডের অন্তর্ভুক্ত করা, মাদ্রাসা শিক্ষকদের ২.৫৭ সহ সমস্ত সুযোগ প্রদান, তাদেরকে সর্বোচ্চ স্কেল প্রদান এবং নতুন পদ সৃষ্টি করে তা পূরণ করা, কোনও শিক্ষকের মৃত্যুর পর ২৫ লক্ষ টাকা প্রদান ইত্যাদি। এসব

ব্লকেব্লকে গর্জে উঠলে

ধর্মনগর/ বক্সনগর/ উদয়পুর/ খোয়াই / তেলিয়ামুড়া / বিলোনিয়া / কদমতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। ১১ দফা দাবিকে সামনে রেখে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে বুধবার এক যোগে ডেপুটেশন প্রদান করে তৃণমূল কংগ্রেস। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আবারও তারা জানান দিতে চেয়েছে গোটা রাজ্যে তৃণমূলের প্রভাব কতটা বিস্তার লাভ করেছে। এক কথায় সব ব্লক এলাকায় এদিন হয়েছে। তবে সব জায়গায় মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কর্মসূচিতে অংশ নেন। স্টিয়ারিং ছাড়া যে কেউ তৃণমূলে আসতে কমিটির অন্যান্য নেতারা বিভিন্ন এলাকায় ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন। এদিন সকালে ধর্মনগর পৌছে সবল ভৌমিক জেলা কার্যালয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন। এরপর সবাইকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ডেপুটেশনের উদ্দেশে। প্রথমে কালাছড়া ব্লকে, পরে যুবরাজনগর এবং তার শেষে কদমতলা বুকে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশ নেন। প্রত্যেক তৃণমূলের স্লোগান উচ্চারিত জায়গায় পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল কঠোর।



করা সম্ভব হয়নি। এর পেছনে অবশ্যই সাংগঠনিক দুর্বলতা মূল কারণ হতে পারে। কিন্তু দলের স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিকের অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ তাদের মিছিল আটকে দিয়েছে। এমনকী মাইক্রোফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাধা দেওয়া হয় বলে তার অভিযোগ। সুবল ভৌমিক এদিন উত্তর জেলার কদমতলা এবং তিনি বলেন, সবার জন্য তৃণমূল'র কালাছড়া ব্লকের ডেপুটেশন দরজাখোলাআছে।তবেকোনশর্ত করে দাবিসনদ তুলে দেন।

বহির্রাজ্যে

জওয়ানের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বাড়িতে নেতারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছডা,

৯ ফেব্রুয়ারি।। গঙ্গানগর-গভাছড়া

কেন্দ্রের প্রাক্তন এমডিসি খগেন্দ্র

রিয়াং-এর শারীরিক অবস্থার খোঁজ

নিতে বুধবার তার বাড়িতে ছুটে

আসেন সিপিআইএম গভাছড়া

মহকুমা কমিটির নেতৃত্ব। দলের

রাজ্য কমিটির সদস্য সম্ভোষ চাকমা,

মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয়

ত্রিপুরা-সহ অন্যান্য নেতারা খগেন্দ্র

রিয়াং-এর সাথে দেখা করেন।

প্রাক্তন এমডিসি বেশ কিছু দিন

ধরে লিভারের সমস্যায় ভুগছেন।

বেশ কিছু দিন তিনি জিবি

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

বৰ্তমানে গভাছড়াস্থিত বাড়িতেই

আছেন। পার্টির নেতৃত্ব তার দ্রুত

আরোগ্য কামনা করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুবল ভৌমিক বলেন, বিজেপি'র শাসনকালে গণতন্ত্র নেই। গরিব মানুষ আজ বিপন্ন। সব কাজে দর্নীতি চলছে। রাজ্যের মান্য শাসক দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তাই রাজ্যের মানুষের হয়ে কথা বলবে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী নির্বাচনে তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে বলে তার আত্মবিশ্বাস। পাশাপাশি

পারেন। এদিকে বক্সনগরেও হাতে-গোনা লোকজন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বিডিও'র কাছে ডেপ্রটেশন প্রদান করা হয়। প্রথমে দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে তারা মিছিল নিয়ে বের হন। নেতৃত্বে ছিলেন ইদ্রিস মিয়া এবং তাপস রায়। তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, তাদের দাবিগুলির প্রতি বিডিও সহমত পোষণ করেছেন। অনেকেই বলছেন এই কর্মসূচির আগে সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা কংগ্রেসে যোগদান করায় তৃণমূলের কর্মসূচিতে প্রভাব ফেলেছে। অনেকেই এখন কংগ্রেসে যোগদানের সুযোগ খুঁজছেন। তাই তৃণমূলের কর্মসূচিতে লোকসমাগম খুবই কম দেখা গেছে। উদয়পুরেও একইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে মাতাবাড়ি ব্লকের বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সেখানে মিছিল না হলেও প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করেন নেতারা। খোয়াইয়েও শাসক দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এদিন এক প্রতিনিধি দল পদাবিল এবং তুলাশিখর ব্লক আধিকারিকের কাছে দাবিসনদ তুলে দেন। বিলোনিয়াতেও মিছিল করে ডেপটেশন প্রদান করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। বনকর বাজার থেকে তাদের মিছিল শুরু হয়। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ব্লক অফিসের সামনে গিয়ে শেষ হয় মিছিল। সেখান থেকে ৫ জনের প্রতিনিধি দল বিডিও কাবেরী নাথের সাথে দেখা

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

কমলপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি।। টিএসআর দশম ব্যাটেলিয়নে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কর্মরত জওয়ান প্রদীপ কুমার দাস বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে গত সোমবার সকাল সাড়ে ১১টা উন্নয়নের বন্যা বয়ে চলছে বলে নাগাদ দিল্লিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শাসক দলের তরফ থেকে দাবি করা পরবতী সময় তাকে হাসপাতালে হলেও বাস্তবে তার কোনো মিল নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মাত্র নেই বলে অভিযোগ সাধারণ ৪৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ জনগণের।রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে করেন তিনি। জানা গেছে, শাসকদলকে এক প্রকার তুলোধোনা টিএসআর জওয়ান প্রদীপ কুমার করল আন্দোলনরত জনজাতি দাস দিল্লিতে ওয়ারলেসের প্রশিক্ষণ অংশের জনগণ। বহুবার রাস্তা নিতে গিয়েছিলেন। সেখানেই সংস্কারের দাবি করে আসলেও হাদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছিল না। বধবার সকালে নিহত জওয়ানের নিথর দেহ বিমান্যোগে রাস্তার অবস্থা বেহাল দশায় পরিণত আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় কমলপুর পঞ্চাশি এলাকায় নিজ না। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়ে বাড়িতে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং পুত্র সন্তানকে রেখে গেছেন। জওয়ানের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে। প্রাক্তন এমডিসি'র থেকে বেলবাডি যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল অবস্থায়

বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে জানালেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। ফলে বাধ্য হয়ে এদিন এলাকার জনগণ থেকে শুরু করে যান চালকরা মিলিতভাবে রাস্তা অবরোধ করে বসেন। জম্পুইজলা হয়ে এ রাস্তাটি দিয়ে বেলবাড়ি, জিরানিয়া ও মোহনপর সহ শহরের বিভিন্ন প্রান্তের যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু এ রাস্তাটি সংস্কারের জন্য কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দফতর। দ্রুত অবশেষে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সংস্কারের দাবিতে এদিন পথ সরব হল গ্রামবাসীরা। দীর্ঘদিন যাবৎ অবরোধ করে বসে জনজাতি অংশের জনগণ। ঘটনার খবর হয়ে থাকলেও সংশ্লিষ্ট দফতরে পেয়ে ঘটনাস্থলে জম্পুইজলা জানিয়েও কাজের কাজ কিছু হচ্ছিল আরডি ব্লকের অন্তর্গত পিডব্লিউডি বিভাগের বিভিন্ন আধিকারিকরা বুধবার জম্পুইজলা আরডি ব্লকের ছুটে যান এবং দ্রুত এ রাস্তাটি অন্তর্গত রায়পাড়া এলাকার জনগণ সংস্কারের আশ্বাস দেন। রাস্তা অবরোধ করে বসে। ঘটনার অবরোধকারীরা আগামী এক বিবরণে জানা যায়, জম্পুইজলা সপ্তাহের সময় বেঁধে দিয়ে তাদের এই পথ অবরোধ তলে নেয়।এখন দেখার বিষয়, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরের অবস্থার দরুণ প্রতিনিয়ত যান আধিকারিকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি দুর্ঘটনা ঘটে যাচেছ। বহুবার এ আদৌ বাস্তবে পরিণত হয় কিনা।

SHORT NOTICE INVITING TENDER

On behalf of Governor of Tripura the undersigned invites sealed Quotation of rate in the plain paper for supply of Storage Water Dispensers (80 Ltrs. capacity) for Mandwi R.D. Block, West Tripura under FFC scheme during the year 2021-22.

The Tender Box will be kept opened for dropping of quotation by the intending Quotationer in the office chamber of the undersigned from 09/02/2022 to 11/02/2022 from 10.00 AM to 3.00 PM except Govt. Holiday and the Box will be opened on the last day at 3.30 pm if possible. Details of tender can be downloaded from website www.westtripura.gov.in, www.tripura.gov.in and www.tenders.gov.in

> Sd/- Illegible (Rimi Debbarma, TCS) **Block Development Officer** Mandwi R.D. Block West Tripura

ICA-C-3660-22

পরিণত হয়ে রয়েছে। বেহাল

The Executive Engineer, NH Division, Agartala, PWD (NH), West Tripura invites sealed tenders vide PNIT No.:- 04/EE-NHD/PWD (NH)/AGT/2021-22, Dated, Agartala, the 8th February, 2022

for hiring of vehicle for the office mentioned below:							
SI. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion			
1.	DNIT No.09/EE/PWD(NH)/NH DIV/AGT/2021-22	Rs. 4,78,400.00	Rs. 4784.00	10 (ten)			
2.	DNIT No.10/EE/PWD(NH)/NH DIV/AGT/2021-22	Rs. 4,78,400.00	Rs. 4784.00	months			
3.	DNIT No.11/EE/PWD(NH)/NH DIV/AGT/2021-22	Rs. 3,69,840.00	Rs. 3698.00	01			
4.	DNIT No.12/EE/PWD(NH)/NH DIV/AGT/2021-22	Rs. 3,69,840.00	Rs. 3698.00	(one)Year.			
5.	DNIT No.13/EE/PWD(NH)/NH DIV/AGT/2021-22	Rs.	Rs.				

3,69,840.00 3698.00 Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour upto 25.02.2022 and last date of dropping of tenders is 28.02.2022 up to 3:00pm. Last Date of receipt of application: 23.02.2022.

Tender to be Opened on: 28.02.2022 at 4.00 P.M. (if possible) For Details please see tender notice

For and on the behalf of the "Government of Tripura"

Sd/- Illegible **Executive Engineer** NH Division, PWD (NH) Agartala, West Tripura

খবরের জেরে তদন্তের নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ ফেব্রুয়ারি।। প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবরের জেরে নডেচডে বসল জেলা শিক্ষা অধিকৰ্তা দফতর। সুষ্ঠু তদন্ত করার নির্দেশ দেয়া হলো বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষককে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য. গত ৭ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় জম্পুইজলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল হায়ার সেকেভারি ক্ষুলের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গাফিলতি রয়েছে বলে অভিযোগ এনে বিদ্যালয় পরিদর্শক এর নিকট দারস্থ হয় অভিভাবক-অভিভাবিকারা। সোমবার প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা জম্পুইজলা



বিদ্যালয় পরিদর্শক এর কার্যালয়ে গিয়ে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের গাফিলতির বিষয়টি অবহিত করেন সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের আগে বিদ্যালয় ছুটি দেওয়ার বিষয়টিও বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানানো হয়। অভিভাবক - অভিভাবিকাদের অভিযোগমূলে ৭ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিপাহিজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক তথা বিডিও ধর্মাচরণ জমাতিয়াকে বিষয়টি অবগত করেন। এ বিষয়ে ভালোভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। কি কারণে প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকারা গা হেলামি ভাবে বিদ্যালয় চালাচ্ছে সে বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক। সমস্ত বিষয় সঠিকভাবে তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠাতে নির্দেশ দেন শিক্ষা আধিকারিক। ছাত্রছাত্রীরা যাতে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে কোন ভাবে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে দেখভালের নির্দেশ দেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে স্কুলে আসার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া হয় সে বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রকাশ্য বাজারে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি।। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বসে উঠতি বয়সের যবকরা নেশায় আসক্ত হয়ে জয়ার আসর চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সবকিছু দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ। বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে নেশায় আসক্ত হয়ে যবকদের পরিবারের লোকজনও এখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। বিশালগড় মহক্মার মধুপুর উপরের বাজারের পরিস্থিতি দেখে সবাই হতবাক। তাদের অভিযোগ, বেশির ভাগ কমবয়সী ছেলেরা সবজি বাজারে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জয়ায় মজে থাকছে। লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়ার কারবার চলছে সেখানে। জুয়ার আসরের পাশেই এক দোকানে সব ধরনের নেশা সামগ্রী বিক্রি হয়। অথচ মধুপুর থানা সেখান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। বাজারের ব্যবসায়ীরা নেশা এবং জুয়ার আসর দেখে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করছেন। কারণ, তাদের তরফ থেকে পুলিশে অভিযোগ জানানো হলেও তারা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। অনেক অভিভাবক জানিয়েছেন, জুয়া খেলার জন্য ছেলেরা ঘরের বিভিন্ন সামগ্রী বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। কোথাও আবার অপরাধমূলক ঘটনার সাথে নিজেদের যুক্ত করছে।এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী দিনে মধুপুর বাজার জুয়া এবং নেশার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে বলে তাদের আশঙ্কা। অনেকেই আশঙ্কা করছেন পুলিশকে মাসোহারা দেওয়া হয় বলেই তারা বেআইনি ব্যবসা বন্ধ করতে ততটা সক্রিয় নন। যদি ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পুলিশবাবুদের উপরি কামাইয়ে ভাটা পডবে। এতে করে যদি যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তাদের কোন ক্ষতি নেই।তাই যেকোন দিন নাগরিক সমাজ

পুলিশের বিরুদ্ধেই গর্জে উঠতে পারে

বলে স্থানীয়দের আশঙ্কা।

দেশ অমান্য করে জলের ব্যবসা

শান্তিরবাজার, ৯ ফেব্রুয়ারি।। উচ্চ আদালতের নির্দেশে স্বাস্থ্য দফতর এবং খাদ্য দফতর যৌথভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গজিয়ে উঠা প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইউনিটগুলিতে লাগাতার অভিযান সংগঠিত করেছিল। সেই সব অভিযানে দেখা যায় প্রচুর সংখ্যক ইউনিট বিনা অনুমতিতেই চলছে। তাই সেই সব ইউনিট বন্ধ করে দেওয়া হয়। যার মধ্যে বাইখোড়ার বাইপাস রোড সংলগ্ন একটি ইউনিটও আছে। কিন্তু সেই ইউনিট কিছুদিন বন্ধ থাকলেও পুনরায় ব্যবসা শুরু করে দেন মালিক পক্ষ। কিন্তু বিষয়টি প্রশাসনের নজর এড়িয়ে যায়নি। বুধবার খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা অন্য একটি অভিযানে বেরিয়ে দেখতে পান সেই প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইউনিটে কাজ চলছে। তড়িঘড়ি তারা সেখানে গিয়ে পুনরায় ইউনিট বিশ্ব করতে বলেন। প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও

কিভাবে মালিক পক্ষ ব্যবসা চালিয়ে

আরও কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক বলে দাবি উঠছে স্থানীয়দের মধ্যে। এদিন খাদ্য দফতর এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জোলাইবাড়ির মাছবাজার-সহ লাইসেন্স সংগ্রহ করেন।

বিভিন্ন দোকানে হানা দেন। মাছ নাগরিকদের তরফে দাবি উঠেছে

বাজার থেকে তারা বিভিন্ন মাছের নমুনা সংগ্রহ করেন। আধিকারিকরা জানান, সেই নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হবে তাতে ছত্ৰাক কিংবা ফরমালিন মেশানো হয়েছে কিনা। এদিন বিভিন্ন মুদি দোকানে হানা দিয়ে আধিকারিকরা দেখতে পান অধিকাংশ দোকানে স্বাস্থ্য দফতরের

এই ধরনের অভিযান যেন নিয়মিত চলে। কারণ, একদিন অভিযান সংগঠিত করে আধিকারিকরা যদি চুপ করে বসে যান তাহলে কখনই বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব হবে না। যেমনটা দেখা গেলো প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইউনিটের ক্ষেত্রে।

অবৈধভাবে ব্যবসা চলছে। ফুড

নব্য নেতাদের দোলতে ধ্বংস বনজ সম্পদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি।। কোটি কোটি টাকার বনজ সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই খবর জানে না বন দফতর। নাগরিকরা অনেকেই ভাবছেন বন দফতর হয়তো বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত নয়। কিন্তু অনেকেই আবার অভিযোগ করছেন তাদের

দেবর্বমা, সম্ভোষ দেবর্বমা এবং দীর্ঘদিন আগে রাবার বোর্ডের তরফ সুরজিৎ দেবর্বমা মিলেই বন সম্পদ ধবংস করছে। এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে স্থানীয় সমাজসেবী হরিনাথ দেববর্মা পুলিশ এবং বন দফতরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ করেছেন। তার কথা অনুযায়ী বন দফতর এবং পুলিশকে জানানোর



একাংশের মদতেই একের পর এক গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। মধুপুর থানার অন্তর্গত পূর্ণ সেনাপতিপাড়ায় বনদস্যুরা প্রায় কোটি টাকার একাশিয়া গাছ কেটে বিক্রি করে দিয়েছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন। তাদের কথা অনুযায়ী স্থানীয় জমি মাফিয়া স্বপন দেবর্বমা, সুধাংশু দেবর্বমা, প্রদীপ

পরও তারা একেবারে নিস্ক্রিয়। তিনি জানান, ১৯৯৫ সালে পূর্ণ সেনাপতি পাড়ায় একটি সমিতি গঠন করা হয়েছিল। এই সমিতি গত ২৫ বছর খুব সূচারুভাবে কাজ করেছে। কিন্তু কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে ২০১৮ সালের

থেকে ওই এলাকার রাবার বাগানের সাথেই ৩০০০ হাজার একাশিয়া গাছ লাগানো হয়েছিল। সেই গাছগুলো লাগানো হয়েছিল মূলত রাবার বাগান রক্ষার জন্য। যাতে করে বাগানের মাটি ধরে রাখা যায়। কিন্তু এখন সমিতি যাদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তারা কাউকে কিছু না জানিয়ে একাশিয়া গাছগুলি কেটে বিভিন্ন লোকজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, কোন রাতের অন্ধকারে নয় প্রকাশ্য দিবালোকেই একের পর এক গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। এই কাজের সাথে জড়িত কয়েকজনের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। তার অভিযোগ, যারা এই বেআইনি কাজের সাথে জড়িত তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারি কর্মচারীও আছেন। তারা সবাই সমিতির বিভিন্ন পদে আছেন। যেহেতু পুলিশ এবং বনকর্মীরা গাছ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, তাই এলাকাবাসী ধরে নিয়েছেন নির্বাচনের পর একাংশ লোকজন সরকারি মদতেই চলছে গোটা সমিতির পদ দখল করে আছে। এলাকার বনজ সম্পদ ধ্বংসলীলা।

ফের গাঁজা বিরোধী অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অজ্ঞাত কারণে আটক করতে বক্সনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি।। গোপন খবরের ভিত্তিতে দুটি স্থানে গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল পুলিশ। সিপাহিজলা জেলার বিভিন্ন মহকুমা গাঁজার সাম্রাজ্য রূপে স্থান দখল করে নিয়েছে। পুলিশ ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালালেও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মাস্টারমাইভকে কোনো এক



জনগণের। ব্ধবার বক্সনগর ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকার বিস্তীর্ণ বনভূমিতে হানা দিয়ে শুকনো গাঁজা ধ্বংস করে দেয় পুলিশ। এছাড়াও আশাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুপুরিয়াবাধ এলাকার ইটভাটা সংলগ্ন টিলা ভূমিতে অভিযান চালিয়ে ১৫০০০ শুকনো গাঁজা পেট্রোল ঢেলে ধ্বংস করে দেয়।

খুনের অভিযুক্ত গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি।। কয়েক সেফটি অফিসার সব ব্যবসায়ীদের বছর আগে বিশালগড় থানাধীন নির্দেশ দিয়েছেন আগামী ৭ দিনের রতননগর এলাকায় এক মহিলাকে মধ্যে তারা যেন স্বাস্থ্য দফতর থেকে কালীপূজার রাতে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল লিটন লস্করকে। তাকে পরবতী সময় ১৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডে আনা হয়। তাও পর পর দু'বার। কিছুদিন জেলবন্দি থাকার পর আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হয় অভিযুক্ত লিটন লক্ষর। সেই যুবককে বুধবার দুপুরে পুনরায় বিশালগড় থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এদিনই তাকে আদালতে পেশ করা হয়। এবার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে। অভিযোগ, লিটন তার মুদি দোকানের আড়ালে নেশা সামগ্রী বিক্রি করে। এদিন দুপুরে এসডিপিও রাহুল দাস রাস্তা দিয়ে আসার সময় দেখতে পান রতননগরস্থিত তার দোকানের সামনে ভীড় জমে আছে। তিনি গাড়ি থেকে নামার পর অন্যান্য যুবকরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, নেশা সামগ্রী কিনতেই যুবকরা দোকানে ভীড় করেছিল। যদিও পুলিশ দোকান থেকে কোন নেশা সামগ্রী খুঁজে পায়নি। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক লিটনকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সে কিছুই বলেনি। পরে অবশ্য অন্য নাম বলে দেয়। তাই লিটন লস্করকে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে থানায় আটক করে নিয়ে আসা হয়। পরে এসডিপিও জানতে পারেন সেই যুবক একজন খুনের অভিযুক্ত।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় থানা এলাকায় একের পর চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ফের আরও এক চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করছেন নাগরিকরা। ওই রাতে অফিসটিলার বনবিহার এলাকার প্রসেনজিৎ পালের বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। ওই দিন পরিবারের সবাই আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাতে তাদের এক প্রতিবেশী মহিলা দেখতে পান প্রসেনজিৎ পালের ঘরে আলো জ্বলছে। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো তারা বাড়ি ফিরে এসেছেন। তাই বাড়িতে গিয়ে তিনি প্রসেনজিৎ পালের স্ত্রীকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে বিষয়টি তার সন্দেহজনক বলে মনে হয়। আরও কয়েকজন প্রতিবেশীকে নিয়ে তারা ঘরে গিয়ে বঝতে পারেন কিছু একটা হয়েছে। কারণ, ঘরের পেছনের জানালা ছিল খোলা। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন। তখনই তারা বুঝতে পারেন চোরের দল হানা দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে গেছে। রাতেই বিশালগড় থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করে গেলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

Dated, the Dasda 29th January 2022.

SHORT NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura the undersigned is inviting sealed tender of rate in the Pro-forma (Enclosed) for Procurement of Projectors (EPSON, BENO, HP, CANON, LG, HP or any other similar brand) for the financial Year 2021-22 under Dasda RD. Block North Tripura from Registered dealers/traders/Cooperatives dealing in the items as part of Up-gradation and modernization of School infrastructure under BADP. For details office of the undersigned may be communicated.

The rate should be quoted both in figures & words as per prescribed pro-forma enclosed. The bidder has to attach D-Call amounting Rs.10,000/- (Rupees ten thousand) only in favour of the Block Development Officer, Dasda RD. Block, North Tripura from any Nationalized Bank of India payable at Kanchanpur along with the tender. The undersigned having the right to reject any tender or contract at any time without assigning any reason.

The stated sealed quotation should be dropped in the Tender Box kept in the Chamber of the Block Development Officer, Dasda RD. Block on and from 01/02/2022 to 15/02/2022 up to 3:00 PM (office hours and days only).

The tender will be opened on 15-02-2022 at 3.30 PM in the presence of the bidders/authorized representatives who are willing to remain present at the time of opening of the Quotation.

	to remain process at the time of speciming of the Question								
SI. No.	Specification	Quantity EMD		Enclosures	Remarks				
1	2	3	4	5	6				
1.	1) 3 LCD, XGA, 3300 Limens Colour Brightness, HDMI, VGA with Built in Speaker, Minimum 15000: 1 contrast ratio.	05 Nos. each	//- (Rupees and) only.	Attested photo copy of Valid dealer registration certificate, Shop / Store Registration Certificate, GST					
1.	2) Heavy Duty adjustable projector ceiling and wall Mount Kit Bracket stand with Tilt option - Minimum 3 Feet Foot (24 inch to 36 inch) 3) Universal Projector Screen with stand-Minimum 8 Feet x 6 Foot, UHD - 4K ready Technology.		Rs. 10,000/- (F Ten thousand	Registration, PAN Card, Trade Licence, Adhaar Card, Voter ID Card, Bank Pass Book. (With out enclosures bid will not be accepted).					

TERMS AND CONDITIONS:-

1. The supplier must be registered dealer for the item mentioned.

2. The lowest tenderer will have to supply & install within 15 (fifteen) days from the date of receipt of Supply order at the office under Dasda RD Block, North Tripura which is to be indicated in the supply order. If tenderer fails to supply & install within 15 (fifteen) days the security money as deposited in the shape of deposit-at-call will be forfeited and the supply order shall be treated cancelled. 3. Only after successful supply, installation & satisfaction by the undersigned payment shall be initiated.

4. Warranty: 12(Twelve) Months from the date of installation. Any replacement / repairment required within this warranty period shall be borne by the dealer without any cost being given from this office.

5. Tender submitted without requisite supporting documents may be liable to be cancelled summarily

6. Necessary taxes as applicable will be deducted from the bill.

7. The undersigned may cancel the whole affairs without showing any prior notice to bidders/supplier, if necessary. 8. In case of any arbitration the matter will be referred to the District Magistrate & Collector and order of the District Magistrate &

Collector shall be final

Sd/- Illegible (Saikat Saha, TCS) **Block Development Officer** Dasda RD. Block, North Tripura

ICA-C-3666-22

ICA-C-3648-22

দায়ী মোদি!

ফেসবুক লাইভে

বিষ খেলেন ঋণে

জর্জরিত ব্যবসায়ী

লখনউ, ৯ ফেব্রুয়ারি।। জিএসটি-র

কারণে ব্যবসায় বিপুল ক্ষতি হয়েছে

তাঁর। সেই ক্ষতির জন্য প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদির বাণিজ্য নীতিকে দায়ী

করে ফেসবুক লাইভে আত্মহত্যা

করার চেষ্টা করেন সম্ব্রীক এক জুতো

ব্যবসায়ী। তিনি বেঁচে গেলেও, মৃত্যু

হয়েছে তাঁর স্ত্রীর। রাত পোহালেই

উত্তরপ্রদেশে ভোট। তার আগে

বাগপতের এই ঘটনা রাজনৈতিক

উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ব্যবসায়ীর নাম রাজীব তোমর।

বাগপতের জুতো ব্যবসায়ী।

ফেসবুক লাইভে এসে তিনি বলেন,

''মনে করি আমার বলার স্বাধীনতা

আছে। আমার যে দেনা হয়েছে তা

মিটিয়ে দেব। যদি আমি মরেও যাই,

সেই দেনা শোধ করব। অনুরোধ,

আমার এই ভিডিয়োটি যত পারবেন

শেয়ার করবেন।" তিনি আরও

বলেন, ''আমি দেশদ্রোহী নই। এই

দেশকে ভালবাসি। তবে মোদীজিকে

একটা কথা বলে যেতে চাই যে,

আপনি ছোট ব্যবসায়ী এবং

কৃষকদের শুভাকাঙ্ক্ষী নন। আপনার

নীতি বদলান।'' রাজীবের

অভিযোগ, জিএসটি-র কারণেই

তাঁর ব্যবসা বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এ কথা বলার পরই ব্যবসায়ী একটি

ছোট প্যাকেট ছেঁড়েন। তার মধ্যে

থাকা কিছু একটা মুখে পুরে দেন।

তাঁর স্ত্রী বাধা দিতে যান। কিন্তু

তাতেও লাভ হয়নি। রাজীবের স্ত্রী

পুনমও সেই একই জিনিস খান।

ভিডিওটি যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরাই

পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে

রাজীব এবং তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করে

হাসপাতালে ভর্তি করায়। রাজীব

বেঁচে গেলেও তাঁর স্ত্রী হাসপাতালেই

মারা যান। ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে

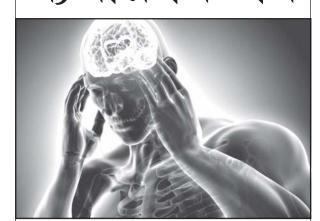
এক ব্যবসায়ীর আত্মহত্যার চেষ্টা,

তা-ও আবার মোদির বাণিজ্য

নীতিকে দায়ী করে, আর এটাকেই

হাতিয়ার করে উত্তরপ্রদেশ

জানা এজানা ব্যথার বিজ্ঞান



আমাদের শরীরে অ্যালার্মের মতো কাজ করে দেহঘডি। যেকোনো বিপদ-দুর্ঘটনা ঘটার প্রাক্কালে আমাদের সতর্ক করে দেয়। লক্ষাধিক সংবেদনশীল স্নায় আমাদের কোষগুলোকে এভাবেই সারাক্ষণ পাহারা দিতে ব্যস্ত। ব্যথার সেন্সর বা নোসিসেপ্টরগুলো তাপমাত্রা, চাপ ও রাসায়নিক সিগন্যাল নির্ণয় করতে পারে। যখনই শরীরে কোনো কিছুর তারতম্য হয়, এসব সংকেত সেন্সরের মাধ্যমে সারা শরীরে খবর পৌঁছে দেয়, সতর্ক করে দেয় আমাদের! উদাহরণস্বরূপ বলি, ধরা যাক শরীরের বাহ্যিক তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি হয়ে গেল কিংবা কমে গেল ১৫ ডিগ্রিরও নিচে, তৎক্ষণাৎ তাপীয় সেন্সর গরম হতে থাকে।

শরীরের যেকোনো অস্বাভাবিকতায় নোসিসেপ্টরের দ্রুত কার্যকর হওয়ার ব্যাপারটি একটু জটিল! ধরে নিলাম, এক হাত আগুনের শিখার সংস্পর্শে আছে, তখন নোসিসেপ্টর সবার আগে এ খবরটি পৌঁছে দেবে মেরুদণ্ডে। মস্তিষ্কে খবর পাঠানোর আগেই মেরুদণ্ডে এর প্রাথমিক তথ্যাদি নিয়ে কিছুক্ষণ গবেষণা চলবে। যখন আগুনের সংস্পর্শ থেকে হাত সরিয়ে নিচ্ছি, তখন নোসিসেপ্টর এসব তথ্য সরাসরি মস্তিষ্কের সেরেব্রাল কর্টেক্সে পাঠিয়ে দেয়। মস্তিষ্কের এ অংশটি অনুভূতি ও স্মৃতি তৈরি করার পাশাপাশি ব্যথার জটিলতম অনুভূতি তৈরি করে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরবর্তী যেকোনো দুর্ঘটনার ব্যাপারেও সচেতন করে দেয়! বিভিন্ন ধরনের ব্যথা

ব্যথা বিভিন্ন রকমের হতেই পারে! এই যেমন স্বল্পমেয়াদি (অ্যাকিউট) কিংবা দীর্ঘমেয়াদি (ক্রোনিক)। আবার কোনো কোনো ব্যথা খুব ভোগায়, ভীষণ অসাড় করে দেয়, কোনো কোনো ব্যথা জ্বালায়-পোড়ায়! ব্যথা হতে পারে একই রকম অনেক দিন ধরে, আবার কোনো কোনো ব্যথা এই আসে, এই যায়! পৃথিবীতে যত ধরনেরই ব্যথা থাক না কেন, এসব ব্যথাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। নোসিসেপটিভ ও

নিউরোপ্যাথিক।

নোসিসেপটিভ ব্যথা একদম সাধারণ যেসব ব্যথা আমরা অনুভব করি, অর্থাৎ আমাদের টিস্যু বা কলার ক্ষয়ক্ষতির ফলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া কিংবা অতিরিক্ত চাপ অনুভূত হওয়া সংক্রান্ত সংকেত আমাদের সংবেদনশীল স্নায়ু বহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে যায়, সে ব্যথাগুলোই এই বিভাগের অন্তর্গত। মস্তিষ্কে সংকেত পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সচেতন করে দেওয়া হয় এবং ক্ষতস্থানের আরাম-যত্ন ইত্যাদির ব্যাপারে অনুভূতি তৈরি করা হয়, আমরা সচেতন হই যেন ভবিষ্যতে এ রকম ব্যথার সম্মুখীন না হতে হয়।

নিউরোপ্যাথিক ব্যথা এই ব্যথাগুলো একটু জটিল। টিস্যু বা কলার ক্ষয়ক্ষতি নয়: বরং সরাসরি স্নায়বিক ক্ষয়ক্ষতির ফলেই এই ব্যথার উদ্ভব হয় এবং এ ধরনের সংকেত মস্তিষ্ক ঠিক সময়মতো পায় না। হয়তো যখন ব্যথা অনুভূত হওয়ার কথা নয়, তখন মস্তিষ্কে ভুল বার্তা পৌঁছে যায়, আবার যখন ব্যথা হওয়া উচিত, তখন মস্তিষ্ক নির্বিকার থাকে। এই ব্যথার ফলে অসুস্থতা, বিমর্যতা খুব ভোগায়। সাধারণত এই ব্যথা নিরসনের চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। *জোনিক পেইন বা দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা ক্যানোব জন্য অনেক বক*য় উপায় অবলম্বন করা হয়: কিন্তু তাতে তেমন কোনো উপকার হয় না। কিছু কিছু পেইনকিলার রয়েছে, যেগুলো শুরুর দিকে খুব ভালো কাজ করলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের কার্যকারিতা কমতে শুরু করে। তাই অন্য কোনো উপায় খোঁজা হচ্ছিল। অবশেষে পাওয়া গেল এক রাসায়নিক সমাধান। এই রাসায়নিক উপাদানটি মস্তিষ্ক থেকেই তৈরি হয়, নামনার্ভ গ্রোথ ফ্যাক্টর (এনজিএফ)। এর সবচেয়ে কার্যকর দিক হচ্ছে, ব্যথা কমানোর উদ্দেশ্যে এটি নার্ভ বা স্নায়র ব্যথার প্রতি সাডা দেওয়ার মাত্রাকে সুবিধাজনক উপায়ে পরিবর্তন করতে সক্ষম! এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে পশুর ওপর পরীক্ষা করে। কিন্তু দুশ্চিন্তার বিষয়, ২০১০ সালে মানুষের ক্ষেত্রে এটি আরোপ করা হয়, কিন্তু ভীষণ পাৰ্শ্বপ্ৰতিক্ৰিয়া হতে দেখা যায় এবং সেটি ভয়াবহ মাত্ৰার। তবে এখন পর্যন্ত এটি নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে, যেন নিরাপদ উপায়ে এই মস্তিষ্ক-উৎপন্ন রাসায়নিক উপাদানটিকে মানুষের শরীরের ব্যথা

কমানোর জন্য কাজে লাগানো যায়!

পেইনকিলার কীভাবে কাজ করে? পেইনকিলার, নামের মধ্যেই অর্থ লুকিয়ে আছে। ব্যথানাশক এসব ওষুধের মূল কাজ, ব্যথা যাতে অনুভূত না হয়, সে পথটিকেই বন্ধ করে দেওয়া! অনেকটা মাথাব্যথা করছে, তো মাথা কেটে ফেলে দিই, এ রকম! তবে শরীরে যা ক্ষতি হওয়ার তার প্রক্রিয়া কিন্তু থেমে নেই, শুধু বাহ্যিক ব্যথা অনুভূত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে পেইনকিলার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখে। কীভাবে ? নিউরনের মেরুদণ্ড হয়ে মস্তিষ্কে টিস্যু ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার খবরটি পৌঁছে দেওয়ার একটা পথ তো আছে, সেই পথেই বিভিন্ন জায়গায় ট্রাফিক পুলিশের মতো দাঁড়িয়ে পথ আটকে দেয় পেইনকিলার। এই রেড সিগন্যাল আর কখনোই গ্রিন সিগন্যালে পরিণত হয় না, কাজেই টিস্যু বা স্নায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ খবরটি আমাদের মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায় না। মস্তিষ্কে যদি না-ই পৌঁছায়, তো ফিরে আসা সংকেত আমরা কোথা থেকে পাব ? ব্যথার অনুভূতি আর কীভাবে পাব ? সাময়িকভাবে আমাদের ব্যথা অনুভব হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয় পেইনকিলার। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, পদ্ধতিটি শরীরের পক্ষে খুব বেশি সুখকর কিছু নয় মোটেও! কিন্তু যাঁরা স্বাভাবিকভাবেই কোনো ব্যথা অনুভব করেন না? এ ঘটনাও কিন্তু পৃথিবীতে ঘটে! আমরা তাদের সাহসী কর্মকাণ্ড দেখে অভিভূত হয়ে যাই! ভাবি, ইশ তাঁরা কি অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। পারতপক্ষে, মূল রহস্য তো সেই মস্তিষ্কেই। (এসসিএন৯এ) নামক জিনে গভগোল হওয়ার কারণে এ রকমটি হয়ে থাকে। ব্যথায় সাড়া দেওয়া স্নায়বিক কোষ মস্তিষ্কে সংকেত পাঠাতে অক্ষম হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই। অধিক তাপমাত্রায় পুড়ে যাওয়ার ব্যথা, অতিরিক্ত ঠান্ডায় শরীরে কাঁপন দেওয়ার মতো ব্যথা কিংবা হাতুড়ি দিয়ে হাত থেঁতলে ফেললেও তারা কোনো ব্যথা অনুভব করবে না। অথচ যা ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার, তা কিন্তু ঠিকই হবে তার শরীরে। এ ক্ষেত্রে তাদের সুপারপাওয়ার নিয়ে আসা বিশেষ মানুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে যায়, আর তারাও নিজেদের নিয়ে নানা ধরনের ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে বিখ্যাত হওয়ার নেশায়! গেট নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব

আমরা কখনো কখনো এমন করি না বুঝেই। দেখা গেল, যখন ব্যথা পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে ওপরের কোনো অংশে চাপ দিয়ে ধরলাম, ব্যথা খানিকটা কমে গেল! এটা আসলে কেন হয়? ব্যথার সংকেত ব্যথা পাওয়ার স্থান থেকে মস্তিষ্কে যাওয়ার সময় সরু স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়ে যায়। মেরুদণ্ডে প্রবেশের পর আরও অনেক স্নায়ুতন্তুর সঙ্গে জটলা পাকিয়ে মস্তিষ্কের উদ্দেশে রওনা হয়। তখন অন্য কিছু মোটা সায়ুতন্তুও মস্তিষ্কে খবর নিয়ে যায়, এরপর দুইয়ের পাতায়

নতুন রূপ ওমিক্রনের চেয়ে

আরও সংক্রামক আশক্ষা প্রকাশ হু'র

ওয়াশিংটন, ৯ ফেব্রুয়ারি।। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম খোঁজ মেলা ওমিক্রন ১০ সপ্তাহের মধ্যেই গোটা বিশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওমিক্রন-ঢেউ আছড়ে পড়ার পর ঝড়ের গতিতে বাড়ছিল করোনা সংক্ৰমণ। সেই ধাক্কা সামলে সদ্য স্বাভাবিক হচ্ছিল পরিস্থিতি। এর মাঝেই ফের উদ্বেগের খবর শোনাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে অতিমারি বিশেষজ্ঞ মারিয়া ভ্যান কারখভ জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে করোনার আরও নতুন রূপ আসতে চলেছে। যা ওমিক্রনের তুলনায় অনেক বেশি সংক্রামক ও শক্তিশালী। বৈঠকে তিনি জানান, করোনার নতুন রাপটি নিশ্চিতভাবেই কয়েকগুণ বেশি সংক্রামক হবে। কারণ আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোকে ছাপিয়ে যেতে হবে। মারিয়া ভ্যান আরও জানান, টিকা নিয়েও এর থেকে সুরক্ষা মিলবে না। টিকার অ্যান্টিবডির প্রাচীর ভেডেই এর সংক্রমণ ছড়াবে শরীরে। তবে টিকা নেওয়া থাকলে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি কম থাকবে। ফলে অতিমারির পরিসমাপ্তি এখনই ঘটছে না। কোভিডের প্রভাব এখনও বহুদিন স্থায়ী হবে।

হিজাব বিতর্ক : অশান্তি ঠেকাতে বেঙ্গালুরুর স্কুল-কলেজে দু'সপ্তাহের জন্য জারি ১৪৪ ধারা

বিতর্ক ঘিরে অশান্তি ঠেকাতে এবার বেঙ্গালুরুর সব স্কুল-কলেজের আশপাশে ১৪৪ ধারা জারি করল কর্ণাটক সরকার। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওই বন্দোবস্ত বলবৎ থাকবে বলে বুধবার জারি করা সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। অশান্তি ঠেকাতে কর্ণাটকের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাইয়ের সরকার মঙ্গলবার থেকে তিন দিন রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। শুক্রবার স্কুল-কলেজ খোলার পর রাজ্যের রাজধানীতে নয়া নিয়ম কার্যকর হবে। বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার কমল পাস্ত বুধবার ১৪৪ ধারা জারির ঘোষণা করে বলেন, ''শহরে উত্তেজনা রয়েছে। নতুন করে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যথায়থ নিরাপতার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য এই পরিস্থিতিতে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে স্কুল-কলেজের আশপাশে ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।" তিনি জানান, ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ২০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনও

রকম জমায়েত বা বিক্ষোভ প্রদর্শন

সংরক্ষণ, মণিপুরের জনগণের

সুবিধার জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা

আইন প্রণয়ন করা, রাজ্যের

যুবকদের বেকার ভাতা প্রদান,

রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা

করা এবং মণিপুরের প্রতিটি

পরিবারকে জীবিকার আয় নিশ্চিত

করে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার

দেওয়ার মতো বিষয়। জোটের

নেতারা বলেছেন, সাধারণ

এজেন্ডায় ভারতীয় সংবিধানের

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

(সিপিআই), ভারতের কমিউনিস্ট

পার্টি (মার্কসবাদী), ফরোয়ার্ড ব্লক,

বিপ্লবী সমাজতান্ত্ৰিক দল

(আরএসপি) এবং জনতা দল।

জোটের পক্ষ থেকে টুইট করে বলা

হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টিকে

পরাজিত করতে এবং গণতন্ত্র, দেশের

বৈচিত্র্য এবং সংবিধান রক্ষার জন্য

আমাদের একটি ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

রয়েছে। আলোচ্যসূচিতে নিরাপদ

পানীয় জলে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার

এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, ভয়

বা পক্ষপাত ছাড়াই আইন

বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে

লড়াই করা এবং সমস্ত অঞ্চলের

প্রতিশ্রুতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।প্রসঙ্গত

৬০-সদস্যের মণিপুর বিধানসভার

জন্য ভোট দু'টি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে

- ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ। ভোট

গণনা করা হবে ১০ মার্চ।

১৮ দফা এজেন্ডা

সামনে রেখে মণিপুরে

বাম-কংগ্রেস জোট

ইম্ফল, ৯ ফেব্রুয়ারি।। ২৭ রাজ্যের ঐতিহাসিক সীমানা

নামে প্রাক-নির্বাচন জোটে রাজ্যে ৩৭১ (সি) অনুচেছদের পূর্ণ

ছ'টি অ-বিজেপি দল কংগ্রেস, বাস্তবায়নও করার বিষয়টিও

সিপিআই, সিপিআই (এম), রয়েছে। জোটে থাকা ৬টি

ফরোয়ার্ড ব্লক, আরএসপি এবং রাজনৈতিক দলের উল্লেখ করা

জেডি (এস) রয়েছে। হয়েছে কংগ্রেসের মণিপুর প্রগ্রেসিভ

ফেব্রুয়ারি -মার্চের জন্য গঠিত সেকুলার অ্যালায়েন্স (এমপিএসএ),

নির্বাচন পর্যবেক্ষক জয়রাম রমেশ, একটি নতুন সরকার গঠনের জন্য

বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু কেন এত গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা পূরণের মতো

ফেব্রুয়ারি মণিপুরে বিধানসভা

নির্বাচন। যেখানে জেতার ব্যাপারে

আশার কথা শুনিয়েছেন বিজেপি

মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। তবে

একইসঙ্গে মণিপুরে বিজেপির প্রধান

সমস্যা হল টিকিট না পাওয়া নেতারা

বিজেপি ছেড়ে অন্য দলে চলে

যাচেছ। এবার বিজেপির চাপ

বাড়িয়ে মণিপুরের নির্বাচনে জোট

ঘোষণা করল বাম-কংগ্রেস। মণিপুর

প্রগতিশীল সেক্যুলার অ্যালায়েন্স

হয়েছে এই জোট। কারণ ১০ মার্চ

মণিপুর বিধানসভা ভোটের ফল।

এমপিএসএ জোটের পক্ষ থেকে

১৮-দফা সাধারণ এজেন্ডার কথা

ঘোষণা করা হয়েছে। কংগ্রেস ভবনে

ছ'টি রাজনৈতিক দলের যৌথভাবে

আয়োজিত এক সংবাদিক সম্মেলনে

এই জোটের ঘোষণা করা হয়েছে।

মণিপুরের দায়িত্বে থাকা এআইসিসি

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওকরাম

ইবোবি সিং এবং বাম দলগুলির

প্রতিনিধি মইরাংথেম নারা সিং এই

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত

ছিলেন। এমপিএসএ নেতারা

বলেছেন যে, তারা মণিপুরে

ক্ষমতায় এলে ১৮-দফা এজেন্ডার

গুরুত্বপূর্ণ এই ১৮ দফা এজেন্ডা ? কি

রয়েছে এজেন্ডায় ? সংবাদিক

বৈঠকে জোটের পক্ষ থেকে

জানানো হয়েছে এজেন্ডায় রয়েছে

মণিপুরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং

বেঙ্গালুরু, ৯ ফেব্রুয়ারি।। হিজাব চলবে না। গত কয়েক দিনে কর্ণাটকের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে হিজাব নিষিদ্ধ করার দাবিতে গেরুয়া উত্তরীয় পরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। পাল্টা হিজাবের সমর্থনে পথে নেমেছে মুসলিম পড়ুয়াদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে বড ধরনের অশাস্তি এড়াতেই এই পদক্ষেপ বলে সরকারি সূত্রের খবর। এরই মধ্যে কর্ণাটক হাইকোর্টে হিজাব সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয় বুধবার। বিচারপতি কৃষ্ণা দীক্ষিত উদুপিতে হিজাব-নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলাগুলি পরবর্তী শুনানির জন্য উচ্চতর বেঞ্চে পাঠিয়েছেন। গত মাসে কর্ণাটকের উদুপির একটি কলেজে হিজাব পরিহিতা পড়ুয়াদের ক্লাস করতে না দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। জেলা প্রশাসনের 'বার্তা' পেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষই হিজাব পরে ক্যাম্পাসে না ঢোকার নির্দেশিকা জারি করেছিল বলে অভিযোগ। কয়েক জন মুসলিম ছাত্রীকে হিজাব পরে ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সেখানে প্রথম বিক্ষোভ শুরু করে মুসলিম ছাত্রেরা। পাল্টা রাজ্য জুডে শুরু হয়ে হিজাব নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ।

গরু পাচার

মামলায় দেব'কে

সিবিআই' র

নোটিশ

লকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। গ

নারীর অধিকারের দাবিতে সরব প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৯ ফ্রেক্স্যারি।। কোনও মহিলা বিকিনি পরবেন না কি মাথায় ঘোমটা দেবেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া কেবল মাত্র তাঁরই অধিকার বলে মনে করেন কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। কর্ণাটকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরা ঘিরে অশান্তির ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বুধবার 'লড়কি হুঁ, লড় সকতি হুঁ' হ্যাশট্যাগে তাঁর টুইট, 'বিকিনি হোক বা ঘোমটা, জিনস কিংবা হিজাব, এক জন নারী কী পরবেন, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে তাঁর। সেই অধিকার নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সংবিধান। নারী নিগ্রহ বন্ধ করুন।' মঙ্গলবার কর্ণাটকের মাণ্ড্য প্রি-ইউনিভার্সিটি কলেজে তোলা বলে দাবি করা একটি ভিডিও নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা যাচ্ছে, হিজাব পরিহিতা এক জন পড়ুয়াকে ঘিরে ধরে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিচ্ছে একদল যুবক। তাদের প্রত্যেকের গলায় বা কাঁধে গৈরিক উত্তরীয়। ভয় পেয়ে গুটিয়ে না গিয়ে হিজাব পরিহিতা পড়ুয়া পাল্টা 'আল্লা হু আকবর' স্লোগান দিচ্ছে। মুসকান নামে ওই ছাত্রীর ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর বুধবার কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন প্রিয়াঙ্কা। প্রিয়াঙ্কার ওই টুইটে 'লাইক' দিয়ে সমর্থন জানিয়েছেন রাহুল গান্ধীও। সম্প্রতি তিনিও কর্ণাটকের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরে ক্লাস করায় বিধিনিষেধ জারির প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, গত মাসে কর্ণাটকের উদুপির একটি কলেজে হিজাব পরিহিতা পড়ুয়াদের ক্লাস করতে না দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। জেলা প্রশাসনের 'বার্তা' পেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষই হিজাব পরে ক্যাম্পাসে না ঢোকার নির্দেশিকা জারি করেছিল বলে অভিযোগ।ওই ঘটনার পর কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যেরা রাজ্য জুড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে হিজাব বাতিলের দাবিতে পথে নামে। শুরু হয় অশান্তি, পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে তিন দিন রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে হয় কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাইকে। কর্ণাটক হাইকোর্টেও হিজাব সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়েছে বুধবার। এরই মধ্যে হিজাব-বিতর্কে অশান্তির আঁচ লেগেছে মধ্যপ্রদেশ এবং পুদুচেরিতে।



পাহাড়ের গভীর খাদের পাথরের খাঁচে আটকে পড়া অবস্থা থেকে সেনা জওয়ানরা উদ্ধার করলো এক যুবককে। কেরলের পালাক্কাড়ের মালামপূজা পর্বতের ঘটনায় সেনা বাহিনীর ভূমিকায় সকলেই প্রশংসা করেছে।

সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। তিনি বলেন, "ব্যবসায়ীর আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা সম্পর্কে এরপর দুইয়ের পাতায় সরকার ভাঙতে সাহায্য না করলে জেল! হুমকি দিচ্ছে ইডি, দাবি শিবসেনা সাংসদের

না করলে জেল হতে পারে তাঁর। হুমকি দিচেছ তাঁর সম্পত্তিবাজেয়াপ্ত করার ভয় দেখাচেছ। তাঁর কথায়, এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট(ইডি)। এমনই চাঞ্চল্যকর ''রাজ্যসভায় মনোনয়নপত্র পেশের সময় সম্পত্তির অভিযোগ তুলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া হিসেব দিয়েছিলাম। এত বছর ধরে কোনও প্রশ্ন তোলা পাচার মামলায় তৃণমূল সাংসদ এবং নায়ডুকে চিঠি দিলেন শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত। হয়নি। হঠাৎ করে ইডি এবং অন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে সঞ্জয়ের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে তাঁকে এবং তাঁর সংস্থাণ্ডলি এখন সেই সম্পত্তি নিয়ে তদন্ত শুরু করছে দেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পরিবারকে হেনস্থা করছে তদস্তকারী সংস্থাটি। যদি কেন?" শিবসেনা সাংসদের আরও অভিযোগ, ২৮ সিবিআই। বুধবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সরকার মাঝপথেই ভেঙে না দেওয়া হয় তা হলে তাঁর স্কনকে ইতিমধ্যেই মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে তুলে নিয়ে সংস্থা সিবিআইয়ের তরফে এই মর্মে হাজতবাস হতে পারে বলেও হুমকি দিচ্ছে ইডি। সঞ্জয়ের যাওয়া হয়েছে। এমনকি তাঁদের চাপ দেওয়া হচ্ছে তাঁর একটি নোটিশ গিয়েছে দেবের আরও দাবি, তদন্তকারী সংস্থাটির আধিকারিকরাই স্বীকার বিরুদ্ধে মুখ না খুললে তার ফল ভুগতে হবে। বিজেপি-র কাছে। ওই নোটিশে আগামী ১৫ করেছেন যে, তাঁকে এ বিষয়ে 'ফাঁসানো'র নির্দেশ সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের পর থেকেই শিবসেনা নেতা, ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টা নাগাদ দিয়েছেন তাঁদের বস'রা। শিবসেনা সাংসদের দাবি, সাংসদ,মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থাণ্ডলিকে কাজে দেবকে নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কলকাতার মাসখানেক আগে কয়েক জন এসে তাঁকে বলেন লাগানো হচ্ছে। তবে এ সব কিছুতেও তিনি ভয় মাঝপথেই সরকারকে উল্টে দিতে হবে। আর এ ব্যাপারে পাওয়ার পাত্র নন। দমেও যাবেন না বলে পাল্টা দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। দেবের সঙ্গে গরু পাচার কাণ্ডের কী সাহায্য করতে হবে তাঁদের। তাঁর কথায়, ''আমাকে ঢাল 🛮 হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সঞ্জয়। বরং যেটা সত্য সেটাই তিনি হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। কিন্তু আমি তাতে সায় বলবেন বলে জানিয়েছেন শিবসেনা সাংসদ। না দেওয়ায় হুমকি দেওয়া হয় এর জন্য বডসড মাসল দিতে হবে। এমনকি এটাও বলা হয় যে, প্রাক্তন রেলমন্ত্রীর মতো আমারও হাজতবাস হতে পারে।" সঞ্জয় আরও দাবি করেন, তিনি ছাড়াও সরকারের মন্ত্রিসভার দুই শীর্ষ মন্ত্রী, দুই শীর্ষ নেতাকেও আর্থিক তছরুপ মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানো হবে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা জেলে সাংসদ দেবের নাম। যদিও তৃণমূল থাকলে এমনিতেই সরকার ভেঙে যাবে, এমনও হুঁশিয়ারি সাংসদ দেব এই নোটিশ নিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি সঞ্জয়ের। সঞ্জয়ের অভিযোগ, বুধবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কোনও ১৭ বছর আগে আলিবাগে প্রায় এক একর জমি এরপর দুইয়ের পাতায় কিনেছিলেন। যাঁর কাছ থেকে সেই জমি কিনেছিলেন

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি।। মহারাষ্ট্রের সরকার ভাঙতে সাহায্যতাঁকেও ইডি এবং অন্য তদন্তকারী সংস্থা গ্রেফতার এবং



সম্পর্ক তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। সিবিআইয়ের নোটিশেও এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। তবে সূত্রের খবর, গরু পাচার কাণ্ডে যে সমস্ত সাক্ষীদের ইতিমধ্যে জেরা করেছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, তাদের বয়ানেই উঠে এসেছে অভিনেতা ও

লাইফ স্টাইল

চুল দ্রুত ঘন আর লম্বা করতে চান ?

৪টি সহজ ঘরোয়া উপায়েই পারেন সেটি করতে



নানা কারণে চুল উঠে যেতে পারে, কমে যেতে পারে চুলের ঘনত্ব। কিন্তু ঘন এবং লম্বা চুল ফিরে পাওয়া মোটেই কঠিন কোনও কাজ নয়। কয়েকটি ঘরোয়া উপায়ে সহজেই চুলের যত্ন নেওয়া সম্ভব। কীভাবে লম্বা এবং ঘন চুল ফিরে এর আগে জেনে নেওয়া দরকার, কোন্ কোন্ কারণে চুল পড়ে যায় বা পাতলা হয়ে যায়।

অপৃষ্টি :

ভুল চিরুনি ব্যবহার চুলের আদ্রতা কমে যাওয়া ঘুম কমে যাওয়া দুশ্চিন্তা এবার দেখে নেওয়া যাক, প্রাকৃতিক এবং ঘরোয়া উপায়ে চুল পড়া আটকাবেন কী করে? ডিম: ডিমে নানা পুষ্টিগুণ রয়েছে। এর অনেকগুলিই চুল পড়া আটকে দিতে পারে।

চুলে নানা রাসায়নিকের ব্যবহার

চুল শুকোনোর যন্ত্র অতিরিক্ত

মাত্রায় ব্যবহার

এক চামচ করে অলিভ অয়েল আর মধু মেশান। ভালো করে মিশিয়ে নিন। চুলে মাখিয়ে রাখুন এই মিশ্রণ। ২০ মিনিট রেখে দেওয়ার পরে ঠাভা জলে ধুয়ে ফেলুন। মেথি: এতে প্রচুর প্রোটিন আর নিকোটিনিক অ্যাসিড রয়েছে। এক চামচ মেথির অল্প জলে মিশিয়ে নিন। এটি মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে পেস্ট পানিয়ে

ডিমের সাদা অংশ প্রথমে

আলাদা করে নিন। তার মধ্যে

নিন। পেস্টটিতে সামান্য নারকেল তেল মেশান। এবার চুলে আর চুলের গোড়ায় লাগান। আধ ঘণ্টা রেখে দিন। হাল্কা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিন। গ্রিন টি: এতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। চুল পড়া আটকাতে এবং দ্রুত চুলের বৃদ্ধিতে এটি দারুণ কাজে লাগে। চুলের গোড়ায় এই চায়ের রস এক ঘণ্টা লাগিয়ে রাখুন। তার পরে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন।

পরই সেই রাজ্যের ক্রিকেট অনেকটা

বদলে গিয়েছে। একাধিক ক্রিকেটার

আইপিএলও খেলেছে। সতরাং

অতীতে দুই দলের শক্তি সমান

থাকলেও বর্তমানে সেটা নিশ্চিত

নয়।রঞ্জি ট্রফিতে রাজ্য দলের তৃতীয়

ম্যাচে আরও এক শক্তিশালী

প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব। ৩ মার্চ থেকে শুরু

হবে ম্যাচটি। এমনিতে রঞ্জি দল

গঠনে এবার বিশেষ বিতর্ক হয়নি।

উদীয়ান ইস্যুকে দূরে সরিয়ে রাখলে

সম্ভাব্য সেরারা দলে সুযোগ

পেয়েছে। কিন্তু রাজ্য দলের কাছে

এবার প্রবল সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে

পারে রাহিল শাহ এবং কেবি পবনের

মতো দুই পেশাদার ক্রিকেটার।

সূতরাং বিশাল, রজত, শংকর এবং

মণিশংকর-দের এবার বাড়তি দায়িত্ব

নিতে হবে বলে মনে করছে

ক্রিকেটপ্রেমীরা। স্থানীয়রা যদি

নিজেদের ছাপিয়ে যেতে পারে তবে

রাজ্য দলের ফলাফল খুব খারাপ হবে

ফেব্রুয়ারি

অপেক্ষা করতে হয়। অ্যারিস্টাইড-র

গোলে এগিয়ে যায় তারা। প্রথমার্ধে

খারাপ খেলেনি টাউন ক্লাব।

প্রতিপক্ষকে ১টি গোলের বেশি পেতে

দেয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে এক

অন্যরকম এগিয়ে চল সংঘের

মুখোমুখি হতে হলো টাউন ক্লাবকে।

আমপান-র মতো একটি সাইক্লোন

এসে যেন টাউন ক্লাবের সাজানো

এক দিনের দলের অধিনায়ক

মিতালি রাজ দ্বিতীয় স্থানেই

রয়েছেন। তাঁর পয়েন্ট ৭৩৮।

পাঁচ নম্বরে থাকা স্মৃতির পয়েন্ট

৭১০।মহিলাদের এক দিনের

ক্রিকেটে ব্যাটারদের তালিকায়

শীর্ষে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার

অ্যালিসা হিলি। তাঁর পয়েন্ট

৭৪২। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানেও

রয়েছেন দুই অস্ট্রেলীয়। তাঁরা

হয়েছে বুধবার। এবার সুপার লিগের

লড়াই। ফরোয়ার্ড ক্লাব, এগিয়ে চল

সংঘ, লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার এবং

সুপার লিগ করেছে। দুই সিজন

ধরে তো ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট

পর্যন্ত বন্ধ। এই অবস্থায়

কয়েকদিনের ফিটনেস ক্যাম্প আর

নিজেদের মধ্যে ম্যাচ খেলে ত্রিপুরা

যাচ্ছে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচলের

বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফি খেলতে। হিমাচল

প্রদেশ তো এবার একদিনের

ক্রিকেটে দেশ সেরা। প্রাক্তন

ক্রিকেটাররা অভিযোগ করে বলেন,

রাজ্য ক্রিকেটে অন্ধকার নামিয়ে

আনা হচ্ছে। জাতীয় ক্রিকেটের

আগে সব রাজ্য দল যখন প্রস্তুতি

নিয়ে যায় তখন ত্রিপুরার প্রস্তুতি

বলতে ফিটনেস ক্যাম্প। এর মধ্যে

আবার তিন অতিথি ক্রিকেটারের

ফাঁকির খেলা। হরিয়ানা, পাঞ্জাব,

হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ত্রিপুরাকে

কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনা করতে

হবে।এখন দেখার, ২২ গজে ত্রিপুরা

হলেন যথাক্রমে বেথ মুনি (৭১৯ নিয়ে দশম স্থানে রয়েছেন ঝুলন।



দলের সাফল্য নিয়ে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রঞ্জি

ট্রফিতে ম্যাচের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে

বোর্ড। মূলতঃ করোনা পরিস্থিতির

কারণে প্রতিযোগিতা দ্রুত শেষ করার

তাগিদে বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত। ২০১৯

পর্যন্ত একটি দল আটটি ম্যাচ খেলার

সযোগ পেতো। কিন্তু এলিট গ্রুপে

এবার ত্রিপুরা সহ সবকয়টি দলই

প্রাথমিক পর্বে ৩টি করে ম্যাচ

খেলবে।নক্আউটেপৌছাতে পারলে

ম্যাচের সংখ্যা বাড়বে। তবে ত্রিপুরার

ক্ষেত্রে সেরকম সম্ভাবনা দেখছে না

ক্রিকেট মহল। কারণ একটাই, দুই

বছর পর দিবসীয় ম্যাচে খেলতে

নামবে ক্রিকেটাররা। ২০২০-২১

কিংবা চলতি মরশুমে হাতে-গোনা

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে খেলা

একমাত্র পুঁজি। অন্যান্য রাজ্যের

ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তবে

প্রথম সারির রাজ্যগুলিতে ক্রিকেট

অ্যাসোসিয়েশনগুলি ক্রিকেট এবং

ক্রিকেটারদের স্বার্থ রক্ষায় যতটা

ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে এরাজ্যে

ততটা দেখা যায় না। ঘরোয়া ক্ষেত্রে

দিবসীয় ম্যাচের আয়োজন করেছে

তারা। পাশাপাশি প্রস্তুতি ম্যাচেও

দিবসীয় মেজাজে খেলেছে। কিন্তু

ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তেমন কিছু দেখা

যায়নি। শুধু একের পর এক শিবির

আর দিবসীয় প্রতিযোগিতার আগেও

হাতে-গোনা কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ।

এই পুঁজিকেই সম্বল করে আগামীকাল

দিল্লি উড়ে যাবে গোটা দল।

নিয়মমাফিক গোটা দলকে ছয়দিন

িনিভূতবাসে কাটাতে হবে। অর্থাৎ স্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব নেওয়ার অনুশীলনের জন্য একদিন সময় পাওয়া যাবে। বুধবার রাজ্য দল শেষ প্রস্তুতি সারলো। টিম ম্যানেজমেন্ট দলের ফলাফল নিয়ে আগাম কোন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেনি। তবে ক্রিকেটাররা সবাই শারীরিকভাবে ফিট এবং ভালো খেলার জন্য মুখিয়ে আছে। টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে বলা হয়েছে, স্বাভাবিক খেলার পরামশ্টাই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাটসম্যানদের উইকেটে টিকে থেকে রান করতে হবে। আর বোলারদের লাইন-লেংথ বজায় রেখে বল করার পাশাপাশি উইকেট তুলতে হবে। ঘটনা হলো, এটাই ক্রিকেটের প্রাথমিক পাঠ। অর্থাৎ ভালো ফলাফল করতে হলে রান করার পাশাপাশি প্রতিপক্ষের ২০টি উইকেটও নিতে হবে। কিন্তু সেই জায়গায় ত্রিপুরা পৌছাতে পেরেছে কি না তা নিয়েই সংশয়।আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে হরিয়ানার বিরুদ্ধে। কপিল দেবের হরিয়ানার সেই রমরমা কিছুটা কমে গেলেও ত্রিপুরার সাথে এখনও বিশাল পার্থক্য। বলা যায়, প্রথম ম্যাচেই একেবারে বাঘের মুখে পড়েছে রাজ্য দল। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে দ্বিতীয় ম্যাচে রাজ্য দলের প্রতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশ।রঞ্জিট্রফিতে এই দলটিকে বেশ কয়েকবার হারিয়েছে ত্রিপুরা।এই একটি ম্যাচেই ত্রিপুরার কিছু সম্ভাবনা রয়েছে। তবে

অনুরাগ ঠাকুর হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট

না। তাকিয়ে থাকতে হবে আইপিএল নিলামে সুযোগ পাওয়া অমিত আলি-র দিকেও। এরাই এখন রাজ্যের ভরসা। টিম ম্যানেজমেন্টও সম্ভবত বুঝতে পেরেছে যে, এই পেশাদারদের দিয়ে বিশেষ কিছু হওয়ার নয়। তাই স্থানীয়দের দিকেই বেশি নজর দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। মনমোহন স্মৃতি ভলিবল শুরু ২৬

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ চতুর্থ মনমোহন দাস স্মৃতি ভলিবল প্রতিযোগিতা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। তিন দিনব্যাপী এই আসরের সমাপ্তি ২৮ ফেব্রুয়ারি। শুধুমাত্র পুরুষ বিভাগে খেলা হবে। কামালঘাট স্পোর্টিং ক্লাব এবং এমএমডি প্লে ফোরামের যৌথ উদ্যোগে এই আসর অনুষ্ঠিত হবে। এতে উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী-কে উদ্যোক্তাদের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দলগুলিকে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ১ হাজার টাকা এন্ট্রি ফি সহ নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। নাম নথিভক্ত করতে হবে মিল্টন ঘোষ. তাপস নাগ এবং ভবতোষ দাস-র কাছে। প্রসঙ্গত, গত ২৮ জানুয়ারি থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় উদ্যোক্তারা এই আসর পিছিমে দেয়। সাংগঠনিক সচিব ভবতোষ দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন।

নাকি সঠিক তথ্য নেই যে, কোন

মহকুমায় ফুটবল কমিটি আছে বা

কোন মহকুমার ফুটবল কমিটির

সভাপতি, সচিব কে। মহকুমার

প্রাক্তন ফুটবলারদের অভিযোগ,

বাম আমল থেকেই টিএফএ মহকুমা

ফুটবলের বারোটা বাজিয়েছে।

মহকুমা ফুটবলে কোন নজর নেই

টিএফএ-র। টিএফএ-র কোন

উদ্যোগ নেই মহকুমা ফুটবল নিয়ে।

এছাড়া মহকুমাতে ফুটবল উন্নয়ন

নিয়ে না ক্রীড়া পর্যদ না টিএফএ-র

কোন ব্যবস্থা আছে। তবে সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আর্থিক অনুদান বা

আর্থিক সাহায্য। পাশাপাশি

টিএফএ-র কর্তাদের মহকুমাতে পা

পড়ে না।ফলে মহকুমা ফুটবল আজ

শূন্য। যদিও জম্পুইজলা, কিল্লার

ছেলে-মেয়েরা আজ রাজ্য ফুটবলে

খেলছে। টিএফ্এ-র উচিত প্রথমে

প্রতিটি মহকুমায় গিয়ে নির্বাচিত

কমিটি গঠন করা। পাশাপাশি

টিএফএ-র উদ্যোগে প্রতিটি

মাহলা নক্আউট শুরু ২৩ ফব্রুয়ারি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, একটা সংশয় রয়েছে। মহিলা লিগ আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃতীয় চলাকালীন সময়ে স্পোর্টস স্কলেকে ডিভিশন, দ্বিতীয় ডিভিশন মহিলা কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত লিগের পর প্রথম ডিভিশন ফুটবলও করা হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় স্কুল। প্রায় অন্তিমলগ্নে। আর মাত্র ছয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া ম্যাচ বাকি আছে। করোনা হয়। তাই মহিলা লিগে মাঝপথেই নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় স্পোর্টস স্কুল। এদিকে, অন্যান্য সরকারি স্কুল খুলে গেলেও এখনও খুলেনি স্পোর্টস স্কুল। কথাবার্তা চলছে। হয়তো আগামী সপ্তাহে স্কুল খুলতে পারে। তবে স্কুল খোলার সাথে সাথেই মেয়েদের প্রস্তুত করে মাঠে নামিয়ে দেওয়া এক প্রকার কঠিন। কারণ প্রায় এক মাস ঘরে থাকার ফলে অনুশীলনের মধ্যে ছিল না তারা। তাই ফিটনেস লেভেল আগের জায়গায় পৌছাতে সময় লাগবে। ঘনিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এই কারণেই হয়তো মহিলা নক্আউটে স্পোর্টস স্কুলের অংশগ্ৰহণ অনিশ্চিত।

পরিস্থিতিতে মোটামুটি সফলভাবেই ঘরোয়া ফুটবল পরিচালনা করছে টিএফএ। এবার মহিলা নকআউট ফটবলের প্রস্তুতি শুরু করলো তারা। সব কিছ ঠিক থাকলে চলতি মাসের ২৩ তারিখ থেকে শুরু হবে মহিলা নক্আউট ফুটবল। প্রতিযোগিতায়

অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক স্বীকৃত ইউনিটগুলিকে এন্ট্রি ফি সহ আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে টিএফএ অফিসে নাম নথিভুক্ত করতে অনুরোধ করা হয়েছে। মহিলা লিগ কমিটির সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত এই সংবাদ জানিয়েছেন। এদিকে, মহিলা নকআউট ফটবলেও স্পোর্টস

স্কুলকে দেখা যাবে কি না তা নিয়ে

৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে উন্মুক্ত অ্যাথলোটক্স উদবোধন হবে।স্বামী বিবেকানন্দের হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। ছেলে আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্র জন্মদিবসের অঙ্গ হিসাবে এই এবং মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্ট, প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া ৪০০ মিটার, ৩০০০ মিটার, ৪০০ নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে

আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি একটি উন্মক্ত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম জেলাভিত্তিক এই আসরে পরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে খেলা হবে। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় এডিনগর প্লে সেন্টার মাঠে আসরের সবিকাশ দেববর্মা বিশেষ অতিথি এই সংবাদ জানিয়েছেন।

হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট মিটার রিলে দৌড় অনুষ্ঠিত হবে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানিক এছাড়া ছেলেদের বিভাগে হবে সাহা, মেয়র দীপক মজুমদার, পশ্চিম ১৬০০ মিটার রিলে দৌড়। জেলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি লংজাম্প. শটপট. জ্যাভেলিন অন্তরা সরকার দেব, ক্রীড়া ও থাে অনুষ্ঠিত হবে। ৩৯ নং যুবকল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ওয়ার্ডের তরফে অলক রায়

টিএফএ-র নজরে শুধু আগরতলা

মহকুমায় ফুটবল কোথায় ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, মতো ২০২১ সালেও টিএফএ-র অভিযোগ,খোদটিএফএ-র কাছেই আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ অনুমোদিত কোন মহকুমা ফুটবল ২০২০-২১ সিজনে না টিএফএ-র সংস্থায় কোন ক্লাব ফুটবলের খবর

নেই। এছাড়া ৫ বছর ধরে বন্ধ মহকুমাভিত্তিক রাজ্য ফুটবল। জানা গেছে, কয়েক মাস আগে টিএফএ-র যখন নতুন কমিটি হয় তখনও নাকি অধিকাংশ মহকুমার ফুটবল সংস্থার কোন প্রতিনিধি অংশ নেননি। টিএফএ-তে নাকি গভর্নিং বডিতে অনেক মহকুমার প্রতিনিধির নাম শূন্য। খবরে প্রকাশ, গত বছর শশধর স্মৃতি ফুটবলের সময় নাকি ক্রীড়া পর্ষদ এবং টিএফএ-র কয়েকজন কর্তা বিভিন্ন মহকুমা ও জেলা সদরে সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে নাকি তারা জেলা কমিটিও গঠন করেন। কিন্তু যতটুকু খবর, শশধর স্মৃতি ফুটবল শেষ হওয়ার পরই নাকি ওই কমিটিগুলি হাওয়া। এছাড়া অধিকাংশ মহকুমাতেই নাকি বৈধ এবং নির্বাচিত ফুটবল কমিটি নেই। মহকুমার ফুটবলপ্রেমীরা নাকি জানে না যে, কমিটিতে কে কে আছে

আগরতলা ক্লাব ফুটবল হয়েছে না টিএফএ-র অনুমোদিত কোন মহকুমায় ক্লাব ফুটবল হয়েছে। মাঝে টিএফএ-র উদ্যোগে শাসক দলের এক বিধায়কের স্পনসরশীপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শশধর স্মৃতি রাজ্যভিত্তিক ক্লাব ফুটবল। যদিও পাঁচ বছর ধরে বন্ধ টিএফএ-র সব ধরনের রাজ্যভিত্তিক ফুটবল। তবে ২০২১-২২ সিজনে টিএফএ-র আগরতলা ক্লাব ফুটবল প্রায় শেষ পর্যায়ে। অবশ্য টিএফএ-র ২০২১-২২ সিজনের আগরতলা ক্লাব ফুটবল প্রায় শেষ পর্বে চলে এলেও এখন পর্যস্ত টিএফএ-র অনুমোদিত মহকুমাগুলিতে কোন ক্লাব ফুটবলের খবর নেই। অর্থাৎ টিএফএ-র যাবতীয় ফুটবল যেন শুধুমাত্র আগরতলা ক্লাব ফুটবলেই আটকে রয়েছে। যদিও এরাজ্যে ফুটবল প্রতিভা মহকুমাগুলিতে সবচেয়ে বেশি।কিন্তু ২০২০ সালের

এনএসআরসিসি-তে স্মরণসভা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সদ্য প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক অ্যাথলিট তথা প্রখ্যাত কোচ প্রদীপ মালাকার-র স্মৃতির প্রতি শ্ৰদ্ধা জানাতে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি সকাল এগারোটায় এনএসআরসিসি-তে এই স্মরণসভা হবে। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন, মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা এবং অল ত্রিপুরা ফরমার অ্যাথলিট ওয়েলফেয়ার ফোরাম-র উদ্যোগে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় উক্ত তিন সংস্থার সমস্ত সদস্য, প্রাক্তন ও বর্তমান অ্যাথলিট, ক্রীড়াপ্রেমী ও ক্রীড়া সংগঠকদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে কোষাধ্যক্ষ রাজেশ মজুমদার এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বোলারদের তালিকাতেও শীর্ষে

অস্ট্রেলিয়া। এক নম্বরে থাকা

পেসার জেস জোনাসেনের

পয়েন্ট ৭৭৩। ৭২৭ পয়েন্ট

নিয়ে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে

রয়েছেন ভারতীয় পেসার ঝুলন

গোস্বামী।অলবাউ ভার দের

তালিকায় শীর্ষে অজি এলিস

পেরি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক

দিনের সিরিজে ভাল খেলায় তিনি

ফের শীর্ষস্থান দখল করেছেন।

তালিকায় রয়েছেন দুই ভারতীয়।

২৯৯ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে

রয়েছেন দীপ্তি শর্মা। ২৫১ পয়েন্ট

রামক্ষ্য ক্রাব খেতাবের লক্ষ্যে

পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বুধবার

সূপার লিগের ক্রীডা সূচি ঘোষণ

করেছেন লিগ কমিটির সচিব

মনোজ দাস। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি

ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাব,

১৩ ফেব্রুয়ারি এগিয়ে চল সংঘ

বনাম লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার, ১৫

ফেব্রুয়ারি ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম

লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার, ১৬

ফেব্রুয়ারি এগিয়ে চল সংঘ বনাম

রামকৃষ্ণ ক্লাব, ১৮ ফেব্রুয়ারি

রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম লালবাহাদুর

ব্যায়ামাগার এবং ২০ ফেব্রুয়ারি

ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম এগিয়ে চল

সংঘ সুপার লিগে পরস্পরের

মুখোমুখি হবে। ফুটবল বোদ্ধারা

সুপার লিগে কোন দলকেই এগিয়ে

রাখছে না। লালবাহাদুর প্রথম দিকে

সেভাবে ছন্দে না থাকলেও ধীরে ধীরে তারা নিজেদের ফিরে

দেখা যাবে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে।

অন্যদিকে, এবার ময়দানের দুই বিগ

বাজেটের ক্লাব ফরোয়ার্ড এবং এগিয়ে

চল সংঘ যথারীতি সুপারে পৌছেছে।

তবে দুইটি দলের মধ্যেই হঠাৎ করে

ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়ার প্রবণতা

লক্ষ্য করা গেছে। সুপারে কিন্তু

অন্যরকম লড়াই। লালবাহাদুর এবং

রামকৃষ্ণ ক্লাব যখন-তখন জ্বলে উঠতে

পারে। প্রাথমিক পর্বে তার ইঙ্গিত

দিয়েছে তারা। ফলে সুপারে কোন

দলই ফেভারিট নয়। এককথায়

ওপেন লড়াই। টিএফএ-র কাছেও

সুপার লিগ সফলভাবে শেষ করা

একটা চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিক পর্বে

রেফারিং নিয়ে একাধিক অভিযোগ

উঠেছে। সুপার লিগ কিন্তু খেতাবের

লডাই। রেফারির সামান্য ভুলেই মাঠ

যেকোন সময় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে

পারে। তাই প্রতিটি ম্যাচেই পর্যাপ্ত

সংখ্যক নিরাপতা কর্মী রাখার

বাগানকে লন্ডভন্ড করে দিলো। বল পায়ে দুরন্ত হয়ে উঠলো অ্যারিস্টাইড। ৭১ এবং ৮১ মিনিটে পর পর ২টি গোল করে নিজের হ্যাট্রিক সম্পন্ন করলো অ্যারিস্টাইড। ৮৩ মিনিটে কাগালি অনল এগিয়ে চল সংঘের হয়ে চতুর্থ গোলটি করে। ম্যাচ শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে এগিয়ে চল সংঘের হয়ে পঞ্চম গোলটি করে অ্যারিস্টাইড।এই অর্ধে টাউন ক্লাবকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর কোন সুযোগই দেয়নি এগিয়ে চল সংঘ। একের পর এক আক্রমণে আগাগোডাই কোণঠাসা হয়ে রইলো তারা। নিজেদের রক্ষণ ছেড়ে বের হওয়ার কোন সুযোগই দিলো না অ্যারিস্টাইড-র নেতৃত্বে এগিয়ে চল সংঘের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা। ৫-০ গোলে জয় তুলে নেয় এগিয়ে চল সংঘ। রেফারি আদিত্য দেববর্মা এগিয়ে চল সংঘের কর্ণ কলই, সুরজ এবং টাউন ক্লাবের শান্তজয় রিয়াং-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছে। আইসিসি ক্রমতালিকায় উত্থান স্মৃতির

গুণাবলীই রয়েছে অ্যারিস্টাইড-র শক্তিশালী ডিফেন্ডাররাই তাকে আটকাতে হিমশিম খেয়ে যাবে। সেখানে টাউন ক্লাবের মতো নিচের সারির দলের ডিফেন্ডারদের কি হাল হবে সেটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এদিন উমাকান্ত মাঠে টাউন ক্লাবের ডিফেন্ডারদের নিয়ে স্রেফ ছেলেখেলা করলো অ্যারিস্টাইড। দলের পাঁচটি গোলের মধ্যে একাই তলে নিলো চারটি। শুরু থেকেই মাঝমাঠকে জমাট রেখে আক্রমণ শুরু করে এগিয়ে চল সংঘ। প্রথম দিকে টাউন ক্লাবও ইতিবাচক ফুটবলের দিকেই নজর দিয়েছিল। প্রথম গোল প্রেতে এগিয়ে চল সংঘ-কে ৩০ মিনিট পর্যন্ত

জানার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় সপার লিগেও অন্যতম ফেভারিট হিসাবেই নামবে এগিয়ে চল সংঘ। অন্যান্য দলগুলির সাথে তাদের পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে বিদেশি অ্যারিস্টাইড। রাখাল শিল্ড থেকেই তার ফুটবল শৈলী এগিয়ে চল সংঘ-কে এগিয়ে নিয়ে যাচেছ। দেবাশিস রাই, সনম লেপচা-র মতো ফটবলাররা দলের সাফলো অবদান রাখছে। তবে দলের মূল চালিকা শক্তি হলো অ্যারিস্টাইড। গতির পাশাপাশি এবং চকিতে শট নেওয়া সবকয়টি

টাউনকে বিধ্বস্ত করলো এগিয়ে চল সংঘ

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, ক্লাবও সেখানে উপস্থিত থাকবে। শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হরে কারা সেটা আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ টাউন ক্লাবকে খডকুটোর মতো উডিয়ে দিয়ে সিনিয়র লিগের প্রাথমিক পর্ব শেষ করলো এগিয়ে চল সংঘ। বুধবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ৫-০ গোলে টাউন ক্লাবকে বিধ্বস্ত করলো মেলারমাঠের দলটি। যথারীতি বিদেশি আরিস্টাইড আরও একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ফলে এগিয়ে চল সংঘের পক্ষে জয় পেতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। ৭ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট পেয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাবের সাথে একই জায়গায় রইলো তারা। এবার আসল লড়াই। অর্থাৎ সুপার লিগ। ফরোয়ার্ড এবং এগিয়ে চল সংঘের চমৎকার ছোট ছোট ড্রিবল, টার্নিং পাশাপাশি লালবাহাদুর এবং রামকৃষ্ণ

পাঁচ নম্বরে উঠলেন ভারতীয় ব্যাটার ওয়েস্ট ইভিজকে হারিয়ে এক মুম্বাই, ৯ ফেব্রুয়ারি।। আইসিসি পয়েন্ট) ও অ্যামি সাদারওয়েট ক্রমতালিকায় উত্থান ভারতীয় (৭১৭)।এক দিনের ক্রিকেটে দিনের সিরিজ জয় রোহিতদের মহিলা ক্রিকেট দলের ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানার। তালিকায় দু'ধাপ উঠে পঞ্চম স্থানে এসেছেন তিনি। অন্য দিকে ভারতের মহিলাদের

আমেদাবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারি।। সুর্যুকুমার যাদব।দু'জনের মধ্যে ৯১ উইকেট না পড়ায় দীপক হুডার হাতে রানের জুটি হয়। ৪৯ রানের মাথায় রানআউট হয়ে যান রাহুল। সুর্য অর্ধশতরান করেন। ৬৪ রান করে আউট হন তিনি। রান পান দীপক হুডা ও ওয়াশিংটন সুন্দর। হুডা ২৯ ও সুন্দর ২৪ রান করেন। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৩৭ রান

তাঁরা। সিরাজের বলে হোসেনের

বল তুলে দেন অধিনায়ক রোহিত। প্রথম ওভারেই ৪৪ রানের মাথায় ব্রুকসকে আউট করেন তিনি। এক দিনের ক্রিকেটে প্রথম উইকেট পেলেন হুডা। ব্রুকস আউট হওয়ার পরেও হাল ছাড়েনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আকিল হোসেনের সঙ্গে ৪২ রানের জুটি বাঁধেন ফ্যাবিয়েন অ্যালেন। বেশ কয়েকটি বড় শট খেলেন ●এরপর দইয়ের পাতায়

সুপার লিগের ক্রীড়া সূচি ঘোষিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রথম

ডিভিশনের প্রাথমিক পর্ব শেষ

পর্বে অতিথিদের আড়াল করার

চেষ্টা করে গেছেন। রাজ্যের প্রাক্তন

ক্রিকেটারদের বক্তব্য, রঞ্জি ট্রফি

যেমন দেশের সেরা ঘরোয়া

ক্রিকেট আসর তেমনি এরাজ্যেও

জেসি লিগ, সুপার লিগ। অতীতে

জেসি লিগ, সুপার লিগের দিবসীয়

ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার ছেলেরা রঞ্জি

টুফির প্রস্তুতি নিতো। কিন্তু

টিসিএ-র বর্তমান কমিটি এতটাই

করে ভারত। জবাবে শুরুটা খারাপ করেননি ওয়েস্ট ইভিজের দুই ওপেনার শাই হোপ ও ব্যান্ডন কিং। পাওয়ার প্লে-তে ধরে খেলছিলেন তাঁরা। কিন্তু অষ্টম ওভারে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বল করতে এসেই ছবিটা বদলে দিলেন। প্রথম ওভারেই কিংকে আউট করেন তিনি। পরের ওভারে ইন্ডিজকে বড় ধাক্কা দেন যুজবেন্দ্ৰ চহাল ৷নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ছোট ছোট স্পেলে বোলারদের ব্যবহার করছিলেন রোহিত। তার ফল মিলছিল। পুরানকে আউট করেন প্রসিদ্ধ। আগের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বোচ্চ রান করা জেসন হোল্ডারকে সাজঘরে পাঠান শার্দুল ঠাকুর। ৭৬ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় তাদের। দলকে খারাপ পরিস্থিতি থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন শামার ব্রুকস।

মোতেরায় ফের দেখা গেল ভারতীয় বোলারদের দাপট। ব্যাটাররা তেমন ভাবে সফল না হলেও বোলাররা জেতালেন দলকে। নজর কাড়লেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। তাঁর ৪ উইকেটের দৌলতে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৪৪ রানে হারাল ভারত। সেই সঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে সিরিজ জিতে নিলেন রোহিত শর্মারা। অধিনায়ক হিসাবে নিজের প্রথম এক দিনের সিরিজ জিতলেন রোহিত। শুক্রবার সিরিজ ৩-০ করার লক্ষ্যে নামবেন তাঁরা। দ্বিতীয় ম্যাচে টস ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি রোহিতের। টস জিতে বল করার নেন ব্যাভোকে। ২৭ রানের মাথায় সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হোপকে আউট করে ওয়েস্ট অধিনায়ক নিকোলাস পুরান। প্রথম এগারোয় ঈশান কিশনের জায়গায় ফেরেন লোকেশ রাহুল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে রোহিতের সঙ্গে ওপেন করতে নামেন ঋষভ পন্থ।শুরুটা অবশ্য ভাল হয়নি ভারতের। ৫ রান করে আউট হন রোহিত। পত্তের সঙ্গে জুটি বাঁধার চেষ্টা করেন বিরাট কোহলি। ধীরে খেলছিলেন তাঁরা। শুরু করেও প্রথমে পস্থ ও তার পরে কোহলি আউট হয়ে যান। দু'জনেই ১৮ রান করেন। চাপের মধ্যে থেকে দলকে তাঁকে সঙ্গে দেন আকিল হুসেন। বার করে আনেন লোকেশ রাহুল ও

আজ দিল্লি অভিযান ত্রিপুরার

পেয়েছে। অন্যদিকে, রামকৃষ্ণ ক্লাব প্র্যাকিটিসে অতিথিদের আড়াল লিগে চমক দিয়েছে। প্রথম পাঁচটি ম্যাচে একেবারে চ্যাম্পিয়নের মতো খেলেছে তারা। তবে ষষ্ঠ ম্যাচে অপ্রত্যাশিতভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। আর শেষ ম্যাচে চোট-আঘাতজনিত করে গেলেন ৪০ লাখি কারণে খেলতেই নামেনি। বিষয়টা কিছুটা রহস্যময়। তবে ক্লাব সমর্থকরা আশা করছে, এই বিপর্যয় কাটিয়ে সুপারে অন্যরকম মেজাজে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। ব্রিপুরা দলের যে প্রস্তুতি আজ শেষ হলো তারা জেসি লিগ করেছে না তারা আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পেশাদার এবার রঞ্জি ট্রফিতে তিনটি ম্যাচ সেখানেও চারদিনের কোন প্রস্তুতি তথা অতিথি ক্রিকেটার কেবি খেলবে। ১৭-২০ ফেব্রুয়ারি ম্যাচ খেলার খবর নেই। টিসিএ-র পবন-র নেতৃত্বে আগামীকাল (১০ ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ হরিয়ানা, ২৪-২৭ বর্তমান কমিটির পছন্দের তিন জানুয়ারি) দিল্লি যাচ্ছে ত্রিপুরার রঞ্জি অতিথি ক্রিকেটারকে তো ফিটনেস ফেব্রুয়ারি প্রতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশ দল। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে এবং ৩-৬ মার্চ শেষ প্রতিপক্ষ টেস্টে বা ট্রেনিং ক্যাম্পে ডাকা পর্যন্ত দিল্লিতে নিজেদের গ্রুপে রঞ্জি ট্রফি পাঞ্জাব। লাল বলের এই জাতীয় হয়নি। তারা সরাসরি ২০ জনের ক্রিকেটে অভিযান শুরু করবে সিনিয়র ক্রিকেটে ত্রিপুরা বেশ কঠিন দলে সুযোগ পায়।অভিযোগ, রাজ্য ত্রিপুরা। দেশে করোনার কথা মাথায় গ্রুপে। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল দল ঘোষণার পর কেবি পবন-রা প্রদেশ শক্তির বিচারে ত্রিপুরার চেয়ে রেখে বিসিসিআই একটা সময় দলের সাথে যোগ দেওয়ার পর ৪০ এগিয়ে। ত্রিপুরার যে ক্রিকেট লাখি কোচ নাকি শেষ প্র্যাকটিস

ইতিহাস তাতে এই দলগুলির

বিরুদ্ধে সাফল্য কম। তবে তারপরও

ত্রিপুরার বড় সমস্যা হলো প্রস্তুতি।

টিসিএ-র বর্তমান কমিটির সৌজন্যে

দুই সিজন ধরে আগরতলা ক্লাব

ক্রিকেট বন্ধ। ফলে ত্রিপুরার

ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেট বা

ঘরোয়া ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি

দুই বছর। এছাড়া এবার জাতীয়

এবারের (২০২১-২২) রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট বাতিল ঘোষণা করেছিল। তখন ১৩ জানুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফি শুরু হওয়ার কথা ছলি। কিন্তু জানুয়ারি মাসের শুরুতেই বিসিসিআই রঞ্জি ট্রফি বাতিল করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেশ জুড়ে তীব্র সমালোচনা এবং বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার অনুরোধে বিসিসিআই দুই ভাগে রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ক্রিকেটে যা খেলা হয়েছে তা সাদা এবার গ্রুপ বিন্যাস বাড়িয়ে ম্যাচের বলে ওয়ান-ডে এবং টি-২০। ত্রিপুরা

কতটা লড়াই দিতে পারে। বা কোন কমিটি আছে কি না। মহকুমাতেই ক্লাব ফুটবল শুরু করা। ব্যর্থ যে তাদের মেয়াদকালে না আবেদন জানিয়েছে ফুটবলপ্রেমীরা। স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরী ওবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক বোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক বোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, কোন বাম কোন বিশ্বর বিশ্ব

'স্বপ্ন আপনার. সাজাবো আমরা Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura क्विचिएत्रव Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur © 9436940366

GRAMMAR & **SPOKEN**

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written & Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ— Mob - 9863451923 8837086099

AFFIDAVIT

আমি ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত নগর পঞ্চায়েত এলাকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। আমার নাম শ্রীমতি রীমা খাঁন। অন্যান্য সব মল নথিপত্রে আমার নাম শ্রীমতি শামীমা বেগম। আসলে রীমা খাঁন এবং শামীমা বেগম একই মহিলা।

সামীমা বেগম দক্ষিণ নয়াপাড়া, ধর্মনগর

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,৪৫০ ভরি ঃ ৫৬,৫২৫

লোক চাই

Construction Site কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিজস্ব Bike/ Scoty থাকা লোক চাই। শহরের নিকটবর্তী একজন ড্রাইভার চাই। বয়স্ক হলে ভাল।

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ— Mob - 9612906229

FLAT BOOKING

Only few 2/3 BHK Flat available at collage tilla (Near Gandhi School) with all Common Amenities with Rooftop Greeneries & safe basement parking Contact -

Mob - 9612906229

Acharya Ashutosh



Specialist in Vastu, Phd. in Astrology ভারতের বিভিন্ন শহরে সমাদৃত আচাৰ্য্য আশুতোষ আপনাদের শহরে যে কোন জটিল বাস্তু ও জ্যোতিষ সমস্যার সামাধানে। ফোন নম্বর

7980555138 9477405138 আগরতলা হোটেল হেভেন 10-12th February, 2022

সামাজিক

অবক্ষয়ের শিকার শিশুকন্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা/ধর্মনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি।। সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার হল আরও এক শিশুকন্যা। ৬৩ বছরের নৃপেন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৯ বছরের শিশুকন্যার উপর নির্যাতন চালানোর। অভিযুক্তকে পুলিশ ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে। এখন দাবি উঠছে তার যেন কঠোর শাস্তি হয়। ধর্মনগর শহর এলাকায় ৯ বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে তার মা নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ মেয়েটি অন্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা করছিল। ওই সময় অভিযুক্ত নৃপেন্দ্ৰ ঘোষ শিশুকন্যাকে লোভ দেখিয়ে নিৰ্জন স্থানে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। সেখানেই শিশুকন্যার উপর নির্যাতন চালানো হয়। পরবতী সময় মেয়েটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন এবং তার মা ছুটে আসেন। ততক্ষণে অভিযুক্ত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ

এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রলোভন ছিলো। শাসক দলের এক নেত্রীর 'অভিযুক্ত'র বাড়িতে গিয়ে চকোলেট দেওয়া ছিলো এবং শাসক দলের এক তামাম নেতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার অনুরোধ ছিলো। ভয় দেখানো ছিলো, টেলিফোনে ভূয়ো নম্বরে হুমকি ছিলো, নিজের বাবা তথা শাসক দলের বিধায়ককে ডেকে নিয়ে 'বুঝানো' ছিলো। কিন্তু মেয়ের জেদ ছিলো, আইনি লড়াইয়ে জিতেই নিজের হারানো অধিকার ছিনিয়ে নেবেন। সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন, যদি উচ্চ আদালতে মামলা জেতেন, তবেই নতুন জুতো কিনবেন। বুধবার উচ্চ আদালতে শুনানির পর এক সাক্ষাৎকারে শাসক দলের বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক'র কন্যা অনিন্দিতা ভৌমিক স্পষ্টত বললেন — এবার এক জোড়া নতুন জুতো কিনবো। সামাজিক মাধ্যমে সাক্ষাৎকারটি ছড়িয়ে পড়তে এদিন শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদবাণীতে ভেসেছেন অনিন্দিতাদেবী। গত এগারো মাস হাঁপানিয়াস্থিত টিএমসি কর্তৃপক্ষের দ্বারা চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে রীতিমতো বাড়িতে বসেছিলেন অনিন্দিতাদেবী। নিজের সামাজিক মাধ্যমে একটি বেআইনি ঘটনাকে ঘুরিয়ে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। সেই থেকেই কর্তৃপক্ষের নেকনজরে পড়ে যান। তালিবানি কায়দায় এবং বেয়াদপির মতো কর্তৃপক্ষ গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অনিন্দিতাদেবীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। এদিকে, উচ্চ আদালতে বিচার পেলেন প্রতিবাদী নারী অনিন্দিতা ভৌমিক। শাসকদলের বিধায়কের কন্যা অনিন্দিতা ভৌমিকের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট করা ঘিরে মামলা বাতিল করে দিয়েছে উচ্চ

আদালতে জানানো হয়েছে। যদিও অনিন্দিতার উপর টিএমসি'র সাময়িক বহিষ্কারের নির্দেশ তুলে নিতে নির্দেশ দিতে হলো না উচ্চ আদালতের। মামলা চলাকালীন টিএমসি'র আইনজীবী প্রদ্যোত ধর নিজেই সাময়িক বহিষ্কারের নির্দেশ দু'দিনের মধ্যে তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। যে কারণে কয়েক মাস পর আবারও টিএমসি-তে নিজের স্বাভাবিক কাজে যেতে পারবেন অনিন্দিতা ভৌমিক। বিজেপি বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিকের মেয়ে হলেও অনিন্দিতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বরাবর আওয়াজ তুলে গেছেন। বাম আমলেও তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। বাবা শাসকদলের বিধায়ক হলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে অনিন্দিতা কখনোই পিছিয়ে যাননি। তিনি হাঁপানিয়ায় টিএমসিতে কর্মরতা। অফিসের বেতন ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন তিনি। এরপর গত বছর ২৬ মার্চ সামাজিক মাধ্যমে তিনি একটি পোস্ট করেছিলেন। এই পোস্ট ঘিরে অনিন্দিতার বিরুদ্ধে টিএমসি থেকে মামলা করা হয়। ২৭ মার্চই তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। গত বছরের ২৭ জুলাই তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও শুরু করে দেওয়া হয়। সাময়িক বহিষ্কারের নির্দেশ এবং বিভাগীয় তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করে অনিন্দিতার আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণের সাহায্যে উচ্চ আদালতে মামলা করেন। বুধবার বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। ফেসবুকে পোস্টের জন্য মামলাটি বাক্স্বাধীনতার বিরোধী বলে মন্তব্য করেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়

সাংবাদিকের বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। বাইক চোরদের নিশানায় এখন সাংবাদিকরাও। আগরতলার প্রেস ক্লাবের মতো নিরাপদ এলাকাতেও প্রকাশ্য দিনের আলোতে বাইক চুরি করে স্মার্টসিটির পুলিশকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলো এক চোর। প্রেস ক্লাবের গেটের সামনে থেকেই এক চিত্র সাংবাদিকের বাইক নিয়ে পালিয়ে গেছে চোর। গোটা দৃশ্য সিসি ক্যামেরায় বন্দি হয়েছে। সিসি ক্যামেরার মধ্যে চোরকে বাইক নিয়ে পালানোর সময় দেখা গেছে। এমনকী বাইক নিয়ে পালানোর সময় পাশে আরও দুই-তিনজনও ছিলেন। কিন্তু কেউই টের পেলেন না বাইকটি চুরি হচ্ছে। শহরের চারদিকে যখন সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে রাজ্য পুলিশ এবং প্রশাসন অপরাধ নিয়ন্ত্রিত করে নেওয়ার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে থাকে, ঠিক এই সময়েই চুরি গেলো বাইকটি। টিআর-০১-ই-৫৪৩২ নম্বরের বাইকটি বুধবার দুপুরে প্রেস ক্লাবের সামনেই রেখেছিলেন এক সাংবাদিক। তিনি প্রেস ক্লাবের ভেতরেই ছিলেন। কিন্তু বেরিয়ে দেখেন বাইকটি নেই। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পশ্চিম থানায় খবর দেন। প্রেস ক্লাবের সিসি টিভির ফুটেজে দেখে চুরির ঘটনাটি দেখতে পান। বাইকটি নিয়ে জগন্নাথবাড়ির দিকে

২৫ হাজার টাকার প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ৯ ফেব্রুয়ারি।। মেলাঘর থানার পুলিশ রাতে সংবাদ

অনেকদিন ধরেই সজীব বর্মণের পরিবারের সাথে বলরাম দেবনাথের পরিবারের ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছিল। শেষ পর্যস্ত বলরামের সাথে ওই বাড়ির মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হয় পাত্রীপক্ষ। কিন্তু বলরাম এবং সেই মেয়ের বিয়ের বিষয়টি এলাকার বখাটে ছেলেদের কাছে হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি কয়েকজন মিলে বলরাম দেবনাথের কাছে ২৫ হাজার টাকা দাবি করে। সেই যুবকদের হাতেই মঙ্গলবার রাতে নৃশংসভাবে খুন হন বলরাম। মেলাঘর থানাধীন পোয়াংবাড়ি এলাকার ওই যুবকের হত্যাকাণ্ডের পর গোটা এলাকার পরিবেশ এখনও থমথমে। কারণ, অভিযুক্তরা এখনও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়নি। এলাকা সূত্রে খবর, বলরাম সেই অভিযুক্তদের ২৫ হাজার টাকা দেয়নি বলেই তার উপর প্রচণ্ড রেগেছিল তারা।এদিকে বলরামের বাবা মেলাঘর থানায় ৪ জনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছেন। তাতন সরকার, রতন নমঃ, প্রসেনজিৎ নমঃ এবং বাদল নমঃ'র বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩২৬/৩৪ ধারায় মামলা

লেখা পর্যন্ত একজন অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করতে পারেনি। সবাই বলছেন, অভিযুক্তরা সম্পূর্ণ পরিকল্পনামাফিক বলরামকে হত্যা করেছে। সেই কারণেই পুলিশ এখনও তাদের খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ, তারা আগে থেকেই সবকিছু পরিকল্পনা করে রেখেছিল। ঘটনার মূল অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ নমঃ সর্বদা নেশায় আসক্ত হয়ে থাকে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এলাকায় নব্য গেরুয়া জামা পরিধানকারীদের মধ্যে একজন প্রসেনজিৎ। তবে বলরামের পরিবার আগে থেকেই বাম সমর্থক বলে পরিচিত। তাই এর পেছনে রাজনৈতিক কারণও লুকিয়ে থাকতে পারে বলে অনেকের সন্দেহ। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাতে বর্মণের বাডিতে বিপদনাশিনী পুজায় গিয়েছিলেন বলরাম এবং তার পরিবার। প্রথমে বলরামের মা-বাবা ওই বাড়িতে আসেন। তখন তারা জানতে পারেন বলরামের উপর হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে অভিযুক্তরা। শেষ পর্যন্ত বলরাম তাদের হাতেই নৃশংসভাবে খুন হন।

আদালত। তার বিরুদ্ধে টিএমসি-তে আনা সাময়িক

ডচ্চ আদালতের রায়

হান্ডয়া আয়বোদক মোডাসন সেন্ডার

Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan

নিয়ন্ত্রণ রাখে

D - Active Capsule

MRP: 395/-

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। চেক বাউন্স মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায় দিলো ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। চেক বাউন্স হলেই এনিয়ে কাউকে দোষী প্রমাণ করা যায় না। চেক বাউন্সের মামলায় ঋণগ্ৰস্ত থাকা অথবা টাকা পাবেন এই ধরনের আইনত প্রমাণ দিতে হবে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড এই রায়টি দিয়েছেন। উদয়পুরের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতের জরিমানার রায় তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। যে কারণে চার বছর আগের মামলায় খালাস পেলেন উদয়পুর হদ্রা এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব দেবনাথ জানিয়েছেন, মানিক

একটি চিটফান্ড সংস্থার এজেন্ট

INDUPRIYA

ছিলেন। তার বিরুদ্ধে চেক বাউন্সের করেছিলেন বদরমোকামবাড়ি এলাকার বাসিন্দা নারায়ণ চন্দ্র সাহা। তার দাবি ছিল, ২০১৭ সালে বন্ধত্বের সম্পর্কের খাতিরে তিনি মানিক দেবনাথকে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। এই টাকার বিনিময়ে মানিক তাকে একটি চেক দিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কে এই চেক গ্রহণ করা হয়নি। এজন্য তিনি মানিককে উকিল নোটিশও পাঠিয়েছিলেন। তবুও মানিক দেবনাথ টাকা ফিরিয়ে দেননি। এই কারণে উদয়পুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে চেক বার্ডন্সের মামলা করেন ট্র্যাভেলস মানিক দেবনাথ। তার আইনজীবী এজেন্সির মালিক নারায়ণ। এই মামলায় নিম্ন আদালত মানিক

এরপর দুইয়ের পাতায়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ফেব্রুয়ারি।। সীমাত্তে বিএসএফ'র গুলিতে জখম দুই যুবক। আহত অবস্থায় তাদের জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দু'দিন আগেও সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ'র গুলিতে জখম হয়েছিলেন এক কয়েকদিনের মধ্যেই সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ'র গুলিতে জখম হলেন তিনজন। বক্সনগরের রহিমপুর সীমান্ত এলাকায় গুলিবিদ্ধরা পাচারকারী বলে বিএসএফ'র পক্ষ থেকে কলমচৌড়া

হয়েছে। আহতরা হলেন, সোহাগ মিয়া এবং ইকবাল হোসেন। দু'জনেরই বাড়ি রহিমপুরে। বুধবার সকাল ৬টা নাগাদ এই ঘটনা। জানা গেছে, রহিমপুর সীমান্ত বেড়ার উপর দিয়ে নেশা দ্রব্য পাচার করা হচ্ছিল।এর মধ্যে গাঁজার প্যাকেটও ছিল। ১৬৮ নম্বর গেটের সামনে দিয়ে নেশা দ্রব্যগুলি ওপারে বাংলাদেশে ঢিল ছুঁড়ে পাচার করা হচ্ছিল। এমন সময় সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ায় একটি প্যাকেট আটকে যায়। কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান দূর থেকে এবিষয় দেখে ছুটে আসেন। এমন সময় সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে নেশা দ্রব্য পাচার করতে দেখে দু'জনকে আটকে ফেলেন কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান। বিএসএফ'র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে

এরপর দুইয়ের পাতায়

থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কন্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

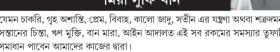
মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশাস্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদম সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি

কাবোর বশে হযে থাকে তাহলে অতিসত্ব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সফি খান। সত্যের একটি নাম।

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)





যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

ञ्चल रेटिया अत्रन छालिक्ष

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

घत् वस्र 🗛 to Z अध्यक्षति अधीर्धान যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশাই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান







স্থান ঃ ২২-০৭-১৯৩৭ ইং मृजु : २५-०५-२०२२ हैं

অত্যন্ত বেদনাহত হাদয়ে জানাইতেছি যে, গত ২৯ শে জানুয়ারী ২০২২ ইং, রোজ শনিবার আমাদের পরমপ্রিয় শংকর চন্দ্র দত্ত ইহলোকের বন্ধন ছিন্ন করিয়া রাম<mark>ঠাকুরের রাতুল চরণে আশ্রয় নিয়াছেন। তাঁহার</mark> বিদেহী <mark>আত্মার</mark> চিরশান্তি কামনায় আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০২২ ইং বৃহস্পতিবার নিজ বাসভবনে পারলৌকিক ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষ্যে আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০২২ ইং রবিবার নাগেরজলাস্থিত নিজ বাসভবনে (মর্ডান ক্লাবের বিপরীত দিকে) মধ্যাহে উপস্থিত হইয়া শাকান্নভোজনে অংশগ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করিবেন।

ইতি

ভাগ্যহীন / ভাগ্যহীনা

শ্রীমতি অঞ্জলী দত্ত (স্ত্রী), বাপী দত্ত, রাজু দত্ত (পুত্র), শ্রীমতি সুমিতা দত্ত (কন্যা), শ্রীমতি লক্ষ্মী চৌধুরী দত্ত, শ্রীমতি দেবপ্রিয়া বণিক দত্ত (পুত্র বধূগণ), অরিজিত (রাতুল), অস্মিত দত্ত (বিশাল), সন্দিপন দত্ত (কুটন) নাতিদ্বয়, জামাতা-পীয়্ষ দত্ত। (অন্যান্য আত্মীয়পরিজন)।









বিশেষ দ্রস্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট

কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একাস্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের

সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা

সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই

বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের















Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,

Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM Email: newradhankl@gmail.com





